রামায়ণ

উত্তরাকাণ্ড

কৃত্তিবাস ওঝা

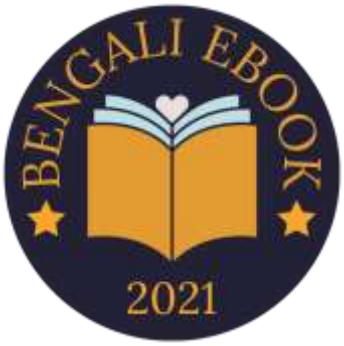

সূচিপত্র

- দূত কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে যুদ্ধে শত্রুঘ্নের পতনের সংবাদ প্রদান এবং শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে ভরত, ও লক্ষ্মণের যুদ্ধে গমন পতন 5
- বিশ্বকর্ম্মার লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ ও মালী প্রভৃতির লঙ্কায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা 12
- হর-গৌরীর বিদায় 12
- শ্রীরামের সভায় মুনিগণের আগমন ও শ্রীরাম-সম্ভাষণ 13
- লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশ-বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য, নিদ্রাজয় ও উপবাস বৃত্তান্ত কথন 14
- শঙ্করের বিবাহ-সম্বন্ধ 17
- পার্ব্বতীর অধিবাস 18
- শঙ্করের বিবাহার্থ যাত্রা 19
- শিব-বিবাহ 21
- লঙ্কার উৎপত্তি 22
- অগস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক রাক্ষগণের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন 24
- মালী, সুমালী ও মাল্যবানের জন্ম-বৃত্তান্ত 24
- গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত ও গরুড়-পবনের যুদ্ধ 25
- বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের পাতালে পলায়ন . . 28
- কুবেরের জন্ম, তপস্যা, বরলাভ ও লঙ্কায় রাজত্ব 31
- রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরলাভ 33
- রাবণ কর্ত্তৃক কুবেরের নিকট হইতে লঙ্কারাজ্য গ্রহণ 37
- রাবণাদির বিবাহ এবং মেঘনাদের জন্ম 39
- রাবণের কুবের-বিজয়ার্থ যাত্রা 40
- রাবণ কর্ত্তৃক কুবের-সেনাপতির পরাজয় 41
- রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ 42

www.bengaliebook.com

- রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ প্রদান ও রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন . 43
- বেদবতীর উপাখ্যান. 44
- মরুত্ত রাজার যজ্ঞ-বৃত্তান্ত 45
- রাবণের অনরণ্য রাজার সহিত যুদ্ধ 47
- কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ. 48
- পুলস্ত্য কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের কারাগার হইতে রাবণের মুক্তিলাভ. 52
- বালি ও রাবণের যুদ্ধ 53
- রাবণের যমলোক দর্শন 55
- রাবণ কর্ত্তৃক যমের পরাজয়. 60
- রাবণ কর্ত্তৃক বাসুকির পরাজয় ও নিপাতকের সহিত যুদ্ধ 62
- রাবণ কর্ত্তৃক বরুণপুরী বিজয়. 64
- বলি কর্ত্তৃক রাবণের বন্ধন ও লাঞ্ছনা 65
- রাবণের সহিত মান্ধাতার যুদ্ধ ও সখ্যতা স্থাপন. 67
- চন্দ্র জিনিতে রাবণের চন্দ্রলোকে গমন 68
- রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ. 70
- রাবণের রম্ভাবতী হরণ ও নলকুবের কর্ত্তৃক রাবণের প্রতি অভিশাপ প্রদান 72
- সূর্পণখার বৈধব্যের বিবরণ 75
- রাবণের স্বর্গ জিনিতে গমন. 78
- মধুদৈত্যের সহিত রাবণের মিলন 80
- রাবণ কর্ত্তৃক অমরাবতী আক্রমণ. 82
- রাবণসহ দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়. 84
- হনুমানের জন্মকথা ও বরপ্রাপ্তির বিবরণ 91
- ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মার রম্যবন গঠন ও তন্মধ্যে রাম-সীতার কেলি 93
- শ্রীরামের ভদ্র পাত্রের নিকট সীতার অপবাদ শ্রবণ. 96

www.bengaliebook.com

- সীতার বনবাস..... 97
- সোনার সীতা নির্ম্মাণ..... 102
- কুক্কুর ও সন্ন্যাসীর বিবাদ এবং কালিঞ্জর রাজের বিবরণ..... 103
- শ্রীরামের নিকট কুক্কুরের দুঃখ প্রকাশ..... 105
- শ্রীরামের নিকট মহামুনি ভার্গবের আগমন এবং লবণাসুর বধের নিমিত্ত কথন.. 107
- লবণাসুর বধার্থ শত্রুঘ্নের যুদ্ধে যাত্রা 108
- শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণাসুর বধ..... 110
- সুন্দররূপে মথুরাপুরা নির্ম্মাণ 112
- মুনির আশ্রমে শত্রুঘ্নের রামায়ণ গান শ্রবণ..... 113
- বিপ্রপুত্রের অকালমৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন লাভ এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক শূদ্র-তপস্বীর মস্তক ছেদন..... 114
- গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব বৃত্তান্ত..... 116
- শ্রীরামের অগস্ত্য-মুনির বাটীতে গমন এবং মুনি কর্ত্তৃক শ্রীরামকে রত্ন-অলঙ্কার দান 118
- দণ্ডকরাজের প্রতি শুক্রের অভিশাপ এবং দণ্ডকারণের উৎপত্তি বর্ণনা..... 120
- শ্রীরামচন্দ্রের রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা এবং ভরত কর্ত্তৃক তাহা নিবারণে অনুরোধ 122
- ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মবধ পাপ হইতে মুক্তি . 123
- ইলা রাজার প্রতি মহেশের অভিশাপ 124
- শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ 126
- যজ্ঞাশ্ব রক্ষার্থ শত্রুঘ্নের যাত্রা ও পূর্ব্ব-উত্তর-পশ্চিম দিগ্বীজয়..... 128
- লব-কুশ কর্ত্তৃক যজ্ঞের অশ্ব বন্ধন..... 130
- লব-কুশের সহিত শত্রুঘ্নের যুদ্ধ ও পতন 131
- লব কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধের আয়োজন..... 133
- লব ও কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ..... 135

www.bengaliebook.com

- শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ. 140
- লব কুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয় ও মূর্চ্ছ. 143
- সীতার নিকটে লব কুশের যুদ্ধ- বার্ত্তা কথন, সীতার বিলাপ ও অগ্নি-প্রবেশের উদযোগ 144
- বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতাকে আশ্বাস দান এবং সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণাদির পুনর্জ্জীবন লাভ 146
- বাল্মীকির সহিত লব কুশের শ্রীরামের নিকট গমন ও লব কুশ কর্ত্তৃক রামায়ণ গান 147
- শ্রীরাম সীতাকে দেশে আনিতে বাল্মীকিকে অনুরোধ এবং পুনরায় পরীক্ষা লইবার ইচ্ছা. 150
- বাল্মীকির সহিত সীতার দেশে আগমন এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক সীতাকে পুনরায় পরীক্ষা দিতে বলায় সীতার ক্ষোভ 151
- সীতা কর্ত্তৃক পৃথিবীকে আবাহন এবং পৃথিবীর সহিত পাতালে প্রবেশ. 153
- লব-কুশের রোদন 153
- শ্রীরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী কাটিতে উদ্যোগ এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিবারণ 154
- শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও পুনর্ব্বার রামায়ণ গান. 156
- শ্রীরামের খেদোক্তি 157
- কেকয় দেশে ভরত কর্ত্তৃক তিন কোটি গন্ধর্ব্ব বধ ও শ্রীরামাদির অষ্টপুত্রের রাজ্যাভিষেক 157
- অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণ বর্জ্জন 158
- শ্রীরামচন্দ্র, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহন 164
- ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রামায়ণের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন. 164

www.bengaliebook.com

দূত কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে যুদ্ধে শত্রুঘ্নের পতনের সংবাদ প্রদান এবং শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে ভরত, ও লক্ষ্মণের যুদ্ধে গমন পতন

পাত্র মিত্র সহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে।।
সাতজন বার্ত্তা কহে গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে।
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে।।
লব কুশ নামেতে যে যমজ দুই ভাই।
ত্রিভুবন পরাজিত সে দোঁহার ঠাঁই।।
ভয় বাসি প্রভু বলিবারে বিবরণ।
সৈন্যসহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রুঘন। ।
শুনিয়া শ্রীরাম অতি ভাবিত হইয়া।
জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া।।
কহ দূত কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ।
কি আশ্চর্য্য শত্রুঘ্নের সমরে পতন।।
দূত কহে মহারাজ দুই মুনিসুত।
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত।।
তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় চিতে।।
ঘোড়া বন্দী করিল তাহারা দুই জন।
এতেক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার কারণ।।
সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন।
প্রমাদ পড়িল দৈব না যায় খণ্ডন।।
সূর্য্যবংশে জন্মিল যতেক মহারাজ।
সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ।।
অনরণ্য মহারাজে মারিল রাবণে।
সে রাবণ সবংশে পড়িল মোর বাণে।।
দুর্জ্জয় লবণ ছিল রাবণ-ভাগিনে।
দেব দৈত্য আদি যত কাঁপে সর্ব্বজনে।।
রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ।
তাহারে মারিল মোর ভাই শত্রুঘন।।
রামেরে প্রবোধ দেন ভরত লক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই যুদ্ধেতে মরণ।।
বিলাপ সম্বর প্রভু না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাহি দৈবে পাড়িল প্রমাদ।।
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জ্জিলে যখন।
জেনেছি তখনি হবে বিধি-বিড়ম্বন।।
দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ।
বিনা দোহে বর্জ্জিলে সে তেঞি পাই তাপ।।
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে যাই মোরা দুই ভাই। ।
এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন।।
যাও ভাই কল্যাণ করুন ত্রিলোচন।
সাবধানে দুই ভাই কর গিয়া রণ।।
শত্রুঘ্ন ভ্রাতার শোক সান্ধাইল বুকে।
পাছে পাই আর শোক মরি সেই দুখে।।
দুই ভাই কর যুদ্ধ যদি যুদ্ধ ঘটে।
দুই শিশু ধরে আন আমার নিকটে।।
বিদায় হইয়া যান ভরত লক্ষ্মণ।
চারি অক্ষৌহিণী সৈন্য করিল সাজন।।
মুখ্য-সেনাপতি গিয়া চড়িলেন রথে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে।।
জাঠি ঝকড়া শেল শূল মুষল মুদগর।
খাণ্ডা আর ডাঙ্গস দেখিতে ভয়ঙ্কর।।

দুর্জ্জয় নামেতে হস্তী আরোহে ভরত।
ধনুর্ব্বাণ পূর্ণ লক্ষ্মণের মহারথ।।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত চলিল অশেষ।
বাল্মীকির তপোবনে করিল প্রবেশ।।
কটক সমেত পড়ি আছে শত্রুঘন।
সেইখানে গেলেন শ্রীভরত লক্ষ্মণ।।
শৃগাল কুক্কুর আর শকুনি গৃধিনী।
কটকের মাংস নিয়া করে টানাটানি।।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে করে অনুমান।
মহাযুদ্ধে আসিয়া হৈলাম অধিষ্ঠান।।
রণস্থলে দেখিলেন ভরত লক্ষ্মণ।
হাতে ধনু পড়িয়া আছেন শত্রুঘন।।
সৌমিত্রিরে দুই ভাই কোলে করি কাঁদে।
প্রাণ হারাইলে ভাই শিশুর বিরোধে।।
যমুনার কূলে ভাই মারিলে লবণ।
এখানে আসিয়া ভাই হারালে জীবন।।
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত লক্ষ্মণ।
পাত্র মিত্র দেন দোঁহে প্রবোধ বচন।।
শোক করিবার বেলা নহে ত এখন।
সমরে আসিয়া শোক কর কি কারণ।।
সেই দুই শিশু মার পূরিয়া সন্ধান।
যুদ্ধস্থলে আসি শোক নহে ত বিধান।।
এতেক বচন শুনি ভরত লক্ষ্মণ।
ক্রন্দন সম্বরে দোঁহে স্থির করি মন।।
যুদ্ধার্থে কটক রহে পূরিয়া সন্ধান।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে হৈল আগুয়ান।।
চারিদিকে রামসেনা রহে সাবধানে।
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে।।
সীতা বলিলেন লব কুশ রে কেমন।
কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই দুই জন।।
কার সনে করিয়াছে বাদ বিসম্বাদ।
লব কুশ না জানি কি পাড়িলি প্রমাদ।।
শুনিয়া মায়ের কথা দুই ভাই হাসে।
মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে।।
লব কুশ বলে মাতা না জান কারণ।
মৃগয়া করিতে রাজা আসে তপোবন।।
যত যত রাজা আছে চন্দ্র-সূর্য্যকুলে।
মৃগয়া করিতে সবে আসে এই স্থলে।।
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত।
রাজার সৈন্যের রোলে তুমি কেন চিন্ত।।
আমা দুই ভাই মুনি থুয়ে গেল দেশে।
কোন্ রাজা আসিয়াছে না জানি বিশেষে।।
মুনির আজ্ঞায় মোরা রাখি তপোবন।
নাহি জানি আসিয়াছ কোন্ মহাজন।।
আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ।
বড় ভয় করি মা করিলে মুনি রোষ।।
প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাকছলে।
শীঘ্রগতি দুই ভাই যুঝিবারে চলে।।
তূণপূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
মহাহ্লাদে দুই ভাই যায় সমরেতে।।
দুই ভাই গেল যথা ভরত লক্ষ্মণ।
তৃণজ্ঞান করে সব দেখি সেনাগণ।।
লব কুশে দেখি সেনা কম্পিত অন্তর।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ডর।।
মনোহর দুই ভাই দূর্ব্বাদলশ্যাম।
সকল কটক বলে আইল দুই রাম।।
রাম যদি আসিতেন এখানে এখন।
তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন।।

সেই তেজ সেই বল সেই ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান।।
এক রামে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন।
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন্ জন।।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে হইল বিস্ময়।
কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয়।।
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর।
জাতি কুলে মোদের তোমার কি বিচার।।
বারশত শিষ্য পড়ে বাল্মীকির ঠাঁই।
তাঁর শিষ্য আমরা যমজ দুই ভাই।।
সব শিষ্যে লয়ে মুনি গেল পরবাসে।
আমা দুই ভাইকে রাখিয়া গেল দেশে।।
দশরথ ভূপতির পুত্র শত্রুঘন।
দেখ সৈন্যসহ তার সমরে পতন।।
দুই ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ মোদের নিকটে।।
কটক লইয়া কেন এলে তপোবন।
পরিচয় দেহ এলে কিসের কারণ।।
তাহা শুনি শ্রীভরত লক্ষ্মণের হাস।
মুখেতে তর্জ্জন মাত্র অন্তরে তরাস।।
চারি ভাই আমরা সবার জ্যেষ্ঠ রাম।
তিনের কনিষ্ঠ ভাই শত্রুঘন নাম।।
মধ্যম আমরা দুভাই ভরত লক্ষ্মণ।
শত্রুঘনে মারিয়া কি রাখিবে জীবন।।
এত যদি চারিজনে হৈল গালাগালি।
চারিজনে যুদ্ধ বাজে চারি মহাবলী।।
কুশ আর ভরতে বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ।।
ভরত লক্ষ্মণ-সৈন্য চারি অক্ষৌহিনী।
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপনি।।
শিশুজ্ঞানে তোমরা না হও অন্যমন।
দুই ভাগ হয়ে যুদ্ধ কর সেনাগন।।
দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে।
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষ্মণের পিছে।।
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারিভিতে।
হস্তীস্কন্ধে ভরত লক্ষ্মণ মহারথে।।
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার।
ধূম্রবাণ এড়ে দশ দিক্ অন্ধকার।।
জগৎ হইল সব অন্ধকারময়।
পলায় সকল ঠাট গণিয়া সংশয়।।
তিমির হইল হেন চক্ষে নাহি দেখে।
পর্ব্বত গুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে।।
পলাইয়া যাইতে কাহার পা পিছলে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কেহ নদ নদী জলে।।
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা যায়।
লক্ষ্মণে এড়িয়া যত কটক পলায়।।
পলাইল সব ঠাট নাহিক দোসর।
সবেমাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর।।
এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে।
কেবা শিখাইল, কোথা হইতে বা জানে।।
রাবণের কুমার সে বীর ইন্দ্রজিৎ।
ত্রিভুবন যার বাণে হইত কম্পিত।।
তাহারে মারিতে আমি না করিনু ভয়।
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয়।।
যে হউক সে হউক আজি রণ করি।
না করি প্রাণের ভয় মারি কিংবা মরি।।
সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষ্মণ।
ধনুকে ব্রহ্মাগ্নি-বাণ যুড়েন তৎক্ষণ।।

www.bengaliebook.com

জ্বলিয়া ব্রহ্মাগ্নি-বাণ উঠিল আকাশে।
অন্ধকার দূর হৈল পৃথিবী প্রকাশে।।
অন্ধকার দূর হৈল ঠাট দূরে দেখে।
সকল কটক এলো লক্ষ্মণ-সম্মুখে।।
লক্ষ্মণের বাণ-শিক্ষা বড় চমৎকার।
পলায়িত যত সৈন্য এল আরবার।।
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লব পায় ত্রাস।
তার ত্রাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পান আশ।।
লব বলে লক্ষ্মণ কি কর অহঙ্কার।
মোর ঠাঁই পড়িলে নিস্তার নাহি আর।।
আছয়ে অক্ষয় বাণ তূণের ভিতর।
ওর নাহি এড়ি বাণ শতেক বৎসর।।
তোমার কটক আছে এই সে ভরসা।
জল হেন শুষিব যে না রাখিব আশা।।
সংহারিব সকলেরে তোমা বিদ্যমানে।
অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে।।
এতেক বলিয়া লব যোড়ে ধনুর্ব্বাণ।
সকল সামন্ত কাটি করে খান খান।।
ষটচক্র-বাণ লব যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে।।
মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছুটে।
এক বাণে লক্ষ্মণের সব সৈন্য কাটে।।
ষটচক্র-বাণেতে এড়ায় যেই সব।
সে সকল সৈন্যে নাহি মারিলেন লব।।
রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল।
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল।।
ডাকিয়া বলেন লব শুন হে লক্ষ্মণ।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন।।
মারিলে যে ইন্দ্রজিৎ রাবণ-কুমারে।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে।।
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রবে।
বলিয়া লক্ষ্মণজিৎ সর্ব্বলোকে কবে।।
লক্ষ্মণ বলেন লব একি অহঙ্কার।
মোর সনে যুদ্ধে তব নাহিক নিস্তার।।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর এড়ে ব্রহ্মজাল।
সংসার করিল আলো অগ্নির উথাল।।
লব বীর বিষণ্ণ ভাবিছে মনে মন।
ধনুকে বরুণ-বাণ যুড়িল তখন।।
সন্ধান পূরিয়া লব সে বাণ এড়িল।
সমুদ্র-তরঙ্গ যেন গগনে লাগিল।।
ব্রহ্মজাল ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
কি হবে আমার বুঝি সংশয় জীবন।।
লক্ষ্মণের যত শিক্ষা যত অস্ত্র জানে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে।।
সকল পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার।
লক্ষ্মণের বাণ দেখি লাগে চমৎকার।।
চিন্তিত হইয়া লব তাবে মনে মন।
অক্ষয় অজিত বাণ যুড়িল তখন।।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে।
সেই বাণে লক্ষ্মণের মহাবাণ কাটে।।
এই বাণ ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষ্মণ।
মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাৎ যে যম।।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ লক্ষ্মণ যে এড়ে।
কত দূরে গিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে।।
দেখিয়াত লক্ষ্মণের লাগে চমৎকার।
ফুরাইল সব বাণ তূণে নাহি আর।।
ফুরাইল সব অস্ত্র শূন্য হৈল তূণ।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষ্মণ।।

www.bengaliebook.com

বলেন লক্ষ্মণ পরে লব বিদ্যমান।
এত দূরে মোর যুদ্ধ হৈল অবসান।।
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত। ।
শুনিয়া তাহার কথা লব বীর ভাষে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে।।
এক বাণ এড়ি আমি না ভাবিও মন্দ।
যা হোক তা হোক তব যে থাকে নির্ব্বন্ধ।।
এই বাণে যদি তুমি পাও পরিত্রাণ।
লক্ষ্মণ তোমার তবে না লইব প্রাণ।।
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম শুনহ বচন।
এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ। ।
পাশুপত-বাণ সে লবের মনে পড়ে।
তূণ হইতে বাণ নিয়া ধনুকেতে যোড়ে।।
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পাশুপাত বাণে বিন্ধি পড়িল লক্ষ্মণ।।
লক্ষ্মণে জিনিয়া যায় কুশের উদ্দেশে।
হেথা যুদ্ধ বাধিল ভরত আর কুশে।।
কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা।
লুকাইয়া দেখে সে কুশের অস্ত্র-শিক্ষা।।
শত্রুঘ্ন মারিয়া কুশের বাড়িয়াছে আশ।
ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস। ।
একা ভাই যদ্যপি জিনিতে নারে রণ।
নির্ম্মূল করিব যে না রহে এক জন।।
এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে।।
ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে।।
ভরতের সঙ্গে ঠাট কটক বিস্তর।
চারিভিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর।।
বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ।
সেই বাণে কুশ বীর পূরিল সন্ধান। ।
বেড়াপাক-বাণ সে প্রবেশে পাকে পাক।
হাত পা কাটিছে কার কারো কাটে নাক।।
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে, স্কন্ধ আর ঠাঁই।
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাজোখা নাই।।
এক বাণে অরি-সৈন্য করিল সংহার।
পর্ব্বত-প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার।।
রক্ত-নদী বহিল যে সংগ্রামের স্থানে।
এত সৈন্য পড়ে এড়াইল সাত জনে।।
উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে।
পলাইয়া যায় কেহ ফিরে ফিরে দেখে। ।
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইবে কেমনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে।।
ভরত বলেন কুশ ক্ষান্ত কর রণ।
দেশে পলাইয়া যায় এই অষ্ট জন।।
কুশ বলে ভরত না বল এ বচন।
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্ট জন।।
সাত জন যাক্ দেশে রামের গোচর।
বার্ত্তা পেয়ে রাম যেন আসেন সত্বর।।
শুনহ ভরত বীর আমার উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলে কাতর।।
মনে ভাব পলাইলে পবে অব্যাহতি।
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি। ।
পলাইয়া গেলে যে থাকিবে অপযশ।
যুঝিয়া মরিলে থাকে অনন্ত পৌরুষ। ।
ভরত বলেন, কুশ ইহা মিথ্যা নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়।।
শ্রীরামের তেজ বল তাঁরি ধনুর্ব্বাণ।
হারিলে তোমার ঠাঁই নাহি অপমান।।

কুশ বলে, রাম বলি কত গর্ব্ব কর।
রাম কি করিবেন যদ্যপি আজি মর।।
আজি তুমি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে।
অতঃপর আসিয়া কি করিবেন রামে।।
আমার সমরে যদি জয়ী হন রাম।
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব কুশ নাম।।
তোমারে ছাড়িয়া দিলে লব পাছে হাসে।
বলিবেন ভরতে কি না মারিলে ত্রাসে।।
কোন্ কালে ভাই মোর মারিল লক্ষ্মণ।
তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ।।
এক বাণ বিনা না এড়িব আর বাণ।
এক বাণে ভরত লইব তব প্রাণ।।
ভরত বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়।
শ্রীরামের রূপ দেখি তেঁই বাসি ভয়।।
কুশ বলে রাম হেন কোটি যদি আসে।
বাহুড়িয়া এক জন নাহি যাবে দেশে। ।
ভরত বলেন কুশ দিলে গালাগালি।
শ্রীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি।।
শিশু হয়ে কুশ তব এতেক বড়াই।
আছুক রামের কার্য্য জিন মোর ঠাঁই।।
লব লব বলিয়া যে কর অহঙ্কার।
লক্ষ্মণের সমরে তাহার বাঁচা ভার।।
লক্ষ্মণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ লয়েছে তাহার।।
লক্ষ্মণের বাণে লব যদ্যপি বাঁচিত।
আসিয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত।।
ভারতের কথা শুনি কুশ-বীর কয়।
কোন্ কালে লক্ষ্মণের হইয়াছে ক্ষয়।।
লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার।
ভরত না হবে তবে তোমার সংহার।।
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি।
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।।
তিরাশী কোটি বাণ এড়িল ভরত।
দশদিক্ জল স্থল ঢাকিত পর্ব্বত।।
ভরতের বাণেতে হইল অন্ধকার।
দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমৎকার।।
কুশ-বীর বাণ এড়ে ভরত-সম্মুখে।
ভরতের যত বাণ কাটে একে একে।।
সব বাণ ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত।
ভরত গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র এড়িল ত্বরিত।।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব জন্মিল এক বাণে।
কুশ সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে।।
গন্ধর্ব্বের বিক্রমে কুশের লাগে ডর।
এড়িল অজয়জিৎ বাণ যে সত্বর।।
গন্ধর্ব্ব কুশের বাণে হইল সংহার।
দেখি ভরতের মনে লাগে চমৎকার।।
কুশ বলে ভরত আর কত বাণ এড়।
এই আমি বাণ এড়ি যম-ঘরে নড়।।
যুড়িল ঐষিক-বাণ কুশ যে ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে সে উঠিল অন্তরীক্ষে।।
মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে।
দেখিয়া ভরত ব্যস্ত হইলেন ত্রাসে।।
ভরত কাতর হয়ে ঊর্দ্ধ পানে চায়।
অতিবেগে পড়ে বাণ ভরতের গায়।।
ফুটিয়া ঐষিক-বাণ পড়িল ভরত।
পৃথিবীতে ধারা বহে রক্তস্রোত শত।।
ভরত কটক সহ পড়িলেন রণে।
ধেয়ে গেল লব সে কুশের বিদ্যমানে।।

www.bengaliebook.com

রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া শোণিতাঙ্গ ফেলিল পাখালি।।
সংগ্রামের বেশ থুয়ে বৃক্ষের কোটরে।
শূন্য হস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে।।
জানকী বলেন রে বিলম্ব কি কারণ।
কোন্ কার্য্যে লব কুশ ছিলে এতক্ষণ।।
লব কুশ বলে মাতা না জান বিশেষ।
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ।।
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে।
মিথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে দুই জনে।।
কোন চিন্তা নাহি মাগো তোমার প্রসাদে।
তপোবন রাখি মোরা মুনি-আশীর্ব্বাদে।।
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য পরিল তখন।।
পরম হরিষে ঘরে রহে দুই ভাই।
সাত জন পলাইয়া গেল রামের ঠাঁই।।

www.bengaliebook.com

বিশ্বকর্ম্মার লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ ও মালী প্রভৃতির লঙ্কায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা

ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
হাতে গলে বান্ধিয়া বিশ্বকর্ম্মার আনে।।
নিশাচর বলে বিশ্বকর্ম্মা লহ পান।
রাক্ষসের পুরী তুমি করহ নির্ম্মাণ।।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইল চিন্তিত।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচম্বিত।।
গরুড় পবনে যুদ্ধ হইল যেই কালে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সাগরের জলে।।
চিত্রকূট পর্ব্বতের প্রধান দুই চূড়া।
সত্তর যোজন পরিমাণ তার গোড়া।।
সত্তর যোজন ঊর্দ্ধে লেগেছে আকাশে।
সোণার প্রাচীর বেড়া ভিতর আওয়াসে।।
বাহির চৌয়ারি তার মনোহর অতি।
অতি ভয়ঙ্কর, নাহি পবনের গতি।।
দেব দানব যাইতে নারে গড়ের ভিতর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল পুরী মনোহর।।
কত শত পুষ্পবন কত সরোবর।
বৃন্দ কত শত মহাপদ্ম কোটি ঘর।।
সোণার কপাট খিল শোভে চারিদ্বারে।
ভয়ঙ্করী পুরী হেন নাহিক সংসারে।।
চারিদিকে বেষ্টিত সমুদ্র আছে ঘেরে।
ভুবনের শক্তিতে তা লঙ্ঘিতে না পারে।।
যাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস।
নেতের পতাকা উড়ে সোণার কলস।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমন নাহি স্থান।
একমাসে বিশ্বকর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ।।
পুরী দেখি রাক্ষসের আনন্দ হৈল অতি।
লঙ্কা নাম রাখি তাহে করিল বসতি।।
আগেতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
তার পরে ভূপতি কুবের মহাবলী।।
তাহার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ।
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ।।
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ।।

হর-গৌরীর বিদায়

স্নান সন্দ্যা কৈলা হর প্রত্যূষ-বিহানে।
দেবগণে লয়ে হর বসিলা দেয়ানে।।
ব্রহ্মা বলে, গিরিরাজ দেহ ত মেলানি।
ছায়া মণ্ডপেতে গিয়া বৈসে শূলপাণি।।
নানা রত্ন নানা ধন দিলা ব্যবহার।
দেবগণ অগ্রে গিরি মাগে পরিহার।।
লড়িলা সকল দেব পরম আনন্দে।
গৌরীকে করিয়া কোলে রাজরাণী কান্দে।।
বৃষোপরি চাপিয়া লড়িলা শূলপাণি।
সিংহে চড়ি লড়িলা সে আপনি ভবানী।।
পরম হরিষে লড়ে যত দেবগণ।
আপন বাহনে চড়ি লড়ে সর্ব্বজন।।
নানারঙ্গে গেলা হর কৈলাস নগরী।
নিজগণ লয়ে হর গেলা নিজপুরী।।
গৌরীকে লইয়া হর সুখে করে বাস।

www.bengaliebook.com

গাহিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

শ্রীরামের সভায় মুনিগণের আগমন ও শ্রীরাম-সম্ভাষণ

আজি কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ-নগরী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দিব্য শার্ঙ্গধারী।।
নীলোৎপল সমান শ্যামলকলেবর।
পীতাম্বর সতড়িত যেন জলধর।।
বনমালা গলে দোলে আর হেমহার।
কপোলে লম্বিত মণি শোভা কত তার।।
মকর কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে।
তাহার উজ্জ্বল আভা লেগেছে কপোলে।।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর।
চন্দনে চর্চ্চিত অতি সুঠাম শরীর।।
শ্রীবৎস শোভিত বক্ষঃ অতি মনোহর।
গগন উপরে যেন শোভে শশধর।।
চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি।।
অঙ্গদ সহিত রাম মন্ত্রী জাম্ববান।
ভরত শত্রুঘ্ন আর যত মুনিগণ।।
নারদাদি গান করে সনক প্রভৃতি।
বিভীষণ হনুমান সুগ্রীব সংহতি।।
কি কব রামের গুণ কহিতে অপার।
রাক্ষস বনের পশু গুণে বদ্ধ যাঁর।।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি গুণের উপমা।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে দিতে নারে সীমা।।
হেন রামে দেখি মুনি আনন্দিত চিত।
স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পূজিত।।
লক্ষ্মী সরস্বতী সদা করে আরাধন।
অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠের ধন।।
চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ।
সনক সনাতন ও বাল্মীকি নারদ।।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
কুবের বরুণ ঊনপঞ্চাশ পবন।।
গরুড় উপরে যেন বসি নারায়ণ।
বিষ্ণুরূপে রামেরে দেখিল মুনিগণ।।
মুনি সকলের ছিল যতেক বাসনা।
সেইরূপে রামেরে দেখিল সর্ব্বজনা।।
বৈকুণ্ঠ-সম্পদ রাম দশরথ ঘরে।
জন্মিলেন রাবণ-বধার্থ এ সংসারে।।
সেই রূপ সকলে দেখিল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ দেখি ত্রাস পায় সব মুনি।।
আপনার মূর্ত্তি রাম না জানে আপনি।
বিষ্ণু-অবতার রাম জানে সব মুনি।।
মুনিগণে আগত দেখিয়া নিজ ধাম।
গাত্রোত্থান করিলেন তখনি শ্রীরাম।।
কৃতাঞ্জলি হইয়া দিলেন অর্ঘ্য জল।
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল।।
মুনিরা বলেন রাম সমস্ত কুশল।
আপনার কুশল সম্প্রতি আগে বল।।
তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরাণী।
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি।।
রাক্ষস দুর্জ্জয় বড় বিধাতার বরে।
রাক্ষস মায়ায় রাম কোন্ জন তরে।।
ইন্দ্রজিৎ সে দুর্জ্জয় ত্রিভুবনে জানি।
লক্ষ্মণ মারেন তারে অপূর্ব্ব কাহিনী।।

www.bengaliebook.com

মারিলে ত্রিশিরা খর দূষণ কবন্ধ।
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ।।
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মারিলে নিকুম্ভ কুম্ভ দুর্জ্জয় শরীর।।
কুম্ভকর্ণে বিনাশিলে বড়েই বিষম।
পলায় যাহার নামে আপনি শমন।।
রাবণের সহ রণ কে করিতে পারে।
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে।।
মারিলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি।
ইন্দ্রজিতে যে মারিল তাহারে বাখানি।।
ইন্দ্রজিৎ মায়াধারী যুঝে অন্তরীক্ষে।
না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষে। ।
ইন্দ্রে বান্ধি লয়েছিল লঙ্কার ভিতরে।
আনিলেন মাগিয়া বিরিঞ্চি পুরন্দরে।।
সেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংস করি এলে ঘর।
শুনিয়া এসব কথা বিস্ময় অন্তর।।
মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত।
মারিল লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতে সে অদ্ভুত।।
শ্রীরাম বলেন রাক্ষসের কি বিক্রম।
এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ যেন যম।।
রাবণের সেনাপতি কেবা কারে চিনে।
রণে প্রবেশিলে তারা যম ইন্দ্র জিনে।।
রাবণের ভায়ের ডরে কেহ নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর।।
কাটিলে না মরে সে, না ধরে কেহ টান।
কুম্ভকর্ণ এড়ি ইন্দ্রজিতের বাখান।।
দশ মুণ্ড কেটে রাবণ পেয়েছিল বর।
তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর। ।
অগস্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত জানেন ইতিহাস।।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামুনি।
শ্রীরাম কহেন মুনি কহ তাহা শুনি।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাহিল উত্তরকাণ্ডে প্রথম শিকলি। ।

লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশ-বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য, নিদ্রাজয় ও উপবাস বৃত্তান্ত কথন

মহামুনি অগস্ত্য যে বৈসেন দক্ষিণে।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জানে।।
রাক্ষসের কথা কহে অগস্ত্য মহামুনি।
সভাখণ্ড শুনিছেন সহ রঘুমণি।।
অগস্ত্য বলেন রাম জিজ্ঞাসি তোমারে।
কিরূপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে।।
ধনুর্দ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোন্ কোন্ বীরে বধ কৈলে কোন্ জন।।
শ্রীরাম বলেন মুনি নিবেদি চরণে।
করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুইজনে।।
বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন।
শমন সমান পরাক্রম সর্ব্বজন।।
রাবণ কুম্ভকর্ণে আমি করেছি নিধন।
অতিকায় ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষ্মণ।।
মুনি বলে শুন রাম নিবেদি তোমারে।
ইন্দ্রজিৎ বড় বীর লঙ্কার ভিতরে। ।
ইন্দ্রে বেন্ধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে।
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরন্দরে।।
থাকিয়া মেঘের আড়ে যুঝে অন্তরীক্ষে।
মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্ষে। ।

তাহারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষ্মণে।
লক্ষ্মণ সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।।
রাম কন কি কহিলে মুনি মহাশয়।
মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুর্জ্জয়।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব রণে নাহি ধরে টান।
হেন রাবণ ছেড়ে ইন্দ্রজিতের বাখান।।
মুনি বলে, রঘুনাথ কহি তব ঠাঁই।
ইন্দ্রজিৎ সম বীর ত্রিভুবনে নাই।।
চৌদ্দ বর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেইজন।
চৌদ্দ বর্ষ স্ত্রীমুখ না করে দরশন।।
চৌদ্দ বর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে সেইজন বধিবারে পারে। ।
শ্রীরাম বলেন মুনি কি কহিলে তুমি।
চৌদ্দ বর্ষ লক্ষ্মণেরে ফল দিছি আমি।।
সীতা সহ চৌদ্দ বর্ষ করেছে ভ্রমণ।
কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ।।
কুটীরেতে বঞ্চিতাম সীতার সহিতে।
থাকিত লক্ষ্মণ ভাই ভিন্ন কুটীরেতে।।
চৌদ্দ বর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি যায়।
কেমনে এমন কথা করিব প্রথ্যয়।।
মুনি বলে সভামধ্যে আনহ লক্ষ্মণ।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ নারায়ণ।।
রাম বলে শীঘ্র যাহ সুমন্ত্র সারথি।
সভামধ্যে লক্ষ্মণেরে আন শীঘ্রগতি।।
চলিল সুমন্ত্র তবে শ্রীরামের বোলে।
লক্ষ্মণ বসিয়া আছে সুমিত্রার কোলে।।
সমুন্ত্র সারথি গিয়া নোঙাইল মাথা।
যোড় হাত করি বলে শ্রীরামের কথা। ।
সুমন্ত্রের কথা শুনি কহেন লক্ষ্মণ।
বনদুঃখ বুঝি সুধাবেন নারায়ণ।।
আগেতে লক্ষ্মণ পিছে সুমন্ত্র সারথি।
প্রণাম করিল গিয়া যথা রঘুপতি।।
লক্ষ্মণে বলেন রাম মোর দিব্য লাগে।
যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কহ সভা-আগে।।
চৌদ্দ বৎসর একত্র ছিলাম তিন জন।
কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষ্মণ।।
তুমি ফল আনিতে থাকিতাম আমি ঘরে।
ফল দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে।।
বনমধ্যে তুমি ভিন্ন কুটীরেতে ছিলে।
চৌদ্দ বর্ষ কিরূপেতে নিদ্রা নাহি গেলে।।
লক্ষ্মণ বলেন, শুন রাজীবলোচন।
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন।।
দুইজনে ভ্রমি বনে করিয়া রোদন।
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন।।
দুইজনে ভ্রমি বনে করিয়া রোদন।
ঋষ্যমূকে মা জানকীর পাই আভরণ।।
সুগ্রীবের অগ্রে তুমি সুধালে যখন।
সীতার আভরণ কি চিনহ লক্ষ্মণ।।
আমি না চিনিনু সীতার হার কি কেয়ুর।
সবে মাত্র চিনিলাম চরণ নূপুর।।
সত্য প্রভু একত্র ছিলাম তিন জন।
শ্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি বদন। ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ নিদ্রা না যাই কেমনে।
শুন শুন রঘুনাথ কহি তব স্থানে।।
তুমি আর মা জানকী কুটীরে থাকিতে।
আমি দ্বার রাখিতাম ধনুঃশর হাতে। ।
আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে।
ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে।।

কহি শুন নিদ্রা তুমি আমার উত্তর।
এসো না আমার কাছে এ চৌদ্দ বৎসর।।
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যা-পুরেতে।
বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে।।
ছত্রদণ্ড ধরি আমি দাঁড়াব দক্ষিণে।
সেই কালে এস নিদ্রা আমার নয়নে।।
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে।
তব বামে মা জানকী বৈসে সিংহাসে।।
আমি দাণ্ডাইনু ছত্র করিয়া ধারণ।
হাত হৈতে টলে ছত্র পড়িল তখন।।
ঐ কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত।
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত।।
অনাহারে চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিনু বনে।
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে।।
আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল।
তুমি প্রভু তিন অংশ করিতে সকল।।
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীব লোচন।
আমায় কহিতে ফল ধর রে লক্ষ্মণ।।
আমি ধরে রাখিতাম কুটীরেতে আনি।
খাইতে কখনো নাহি বল রঘুমণি।।
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছয়ে তোমার।।
শ্রীরাম বলেন ফল রেখেছ কেমন।
সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষ্মণ।।
হনুমানে আদেশিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বন হৈতে ফল আন পবন-নন্দন।।
হনুমান গিয়া তবে দেখিল কাননে।
চৌদ্দবৎসরের ফল আছে পূর্ণ তূণে।।
দেখিয়া ফলের তূণ হনুমান বলে।
এই কোন্ কার্য্য হেতু আমারে পাঠালে।।
ক্ষুদ্র এক বানরেতে লয়ে যেতে পারে।
আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার করে।।
এত যদি হনুর হইল অহঙ্কার।
হইল ফলের তূণ লক্ষগুণ ভার।।
নাড়িতে নারিল তূণ পবন-নন্দন।
সভামধ্যে উত্তরিল বিরস- বদন।।
হনু বলে প্রভু আমি না পারি বুঝিতে।
না পারি নাড়িতে তূণ আমার শক্তিতে।।
লক্ষ্মণের পানে চাহি রাজীবলোচন।
হাসিয়া বলেন তূণ আনহ লক্ষ্মণ।।
নিমিষে লক্ষ্মণ গিয়া ধরি বামহাতে।
আনিয়া রাখিল তূণ সবার সাক্ষাতে।।
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
চৌদ্দ বৎসরের ফল করহ গণন।।
একে একে লক্ষ্মণ সে গুণেন সকল।
সবে মাত্র না মিলিল সপ্তদিনের ফল।।
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সপ্তদিন ফল তুমি করেছে ভক্ষণ।।
লক্ষ্মণ বলেন শুন দেব নারায়ণ।
সপ্তদিন ফল কে করেছে আহরণ।।
যেই দিন পিতার বিয়োগ-সমাচার।
বিশ্বামিত্র-আশ্রমে ছিলাম অনাহার।।
সেইদিন ফল নাহি করি আহরণ।
আর ছদিনের কথা শুন নারায়ণ।।
যে দিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ।
শোকেতে আকুল ফল তোলে কোন্ জন।।
ইন্দ্রজিৎ যে দিন বান্ধিল নাগপাশে।
অচৈতন্যে গেল দিবা ফল না আইসে।।

চতুর্থ দিনের কথা নিবেদি চরণে।
ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিল যে দিনে।।
সেই দিন শোকানলে দগ্ধ দুই ভাই।
মনে করে দেখ প্রভু ফল আনি নাই।।
শক্তিশেল যে দিন মারিল দশানন।
অধৈর্য্য হইলে মম শোকে নারায়ণ।।
নিত্য নিত্য আমি ফল আনিতাম গোঁসাই।
নফর পড়িল ফল আনা হলো নাই।।
আর দিন প্রভু তব পড়ে কি না মনে।
পাতালে মহীর ঘরে বন্দী দুইজনে।।
জিজ্ঞাসহ সাক্ষী তার পবন-নন্দন।
সেই দিন ফল নাহি করি অন্বেষণ।।
সপ্তম দিনের কথা কি কহিব আর।
যে দিন রাবণ বধ আনন্দ অপার।।
আনন্দ-উৎসবে সবে হইনু চঞ্চল।
পুলকেতে পাসরিনু আনিবারে ফল।।
বিচার করিয়া দেখ জগৎ-গোঁসাই।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি কিছু খাই নাই।।
তব মনে নিত্য ফল খাইত লক্ষ্মণ।
পূর্ব্বকথা কেন প্রভু হলে পাসরণ।।
বিশ্বামিত্র-স্থানে মন্ত্র পাই দুইজনে।
তুমি ভুলিয়াছ প্রভু আছে মম মনে।।
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র ঋষি।
এ কারণে চতুর্দ্দশ বর্ষ উপবাসী।।
পালিয়া মুনির আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে।
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মম বাণে।।
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি রামের ক্রন্দন।।

শঙ্করের বিবাহ-সম্বন্ধ

অগস্ত্যে জিজ্ঞাসে রাম কমললোচন।
কার তরে কৈলা ব্রহ্মা লঙ্কার সৃজন।।
মুনি বলিলেন, শুন পুরাণ উত্তর।
লঙ্কার সৃজন হেতু শুন রঘুবর।।
সুমেরু পবনে বাদ অযুত- বৎসর।
পবন লঙ্ঘিতে নারে সুমেরু শিখর।।
তিনশৃঙ্গে পর্ব্বত সে জুড়িল গগন।
সুমেরুতে চন্দ্র-সূর্য্যের নাহিক গমন।।
সকল পর্ব্বত জিনি উভেতে প্রবীণ।
নিত্য নিত্য সূর্য্য যান করি প্রদক্ষিণ।।
হিমালয়-নন্দিনী সে জন্মিলা পার্ব্বতী।
তাঁহাকে করিতে বিভা গেলা পশুপতি।।
শিব আরাধিয়া তপ কৈল তপোবনে।
শিব-পর্ব্বতীর হৈল শুভ দরশনে।।
কাহার দুহিতা তুমি, কাহার বা নারী।
এ বিষম স্থানে তুমি কেন একেশ্বরী।।
শঙ্করের কথা শুনি কন ততক্ষণ।
নিবেদন করি কথা, শুন দিয়া মন।।
হিমালয়-কন্যা আমি, শুন মহাশয়।
হর লাগি তপ করি, কারে মোর ভয়।।
হাসেন বচন শুনি দেব শূলপাণি।
মিলিল শঙ্কর বর, শুনহ ভামিনি।।
অধিষ্ঠিত হয়ে বর নিজে দিলা হর।
শিব গেলা নিজপুরে, দেবী আইলা ঘর।।
ব্রহ্মাকে কহিলা শিব এসব উত্তর।
মোর কাজে যাহ তুমি হিমালয়- ঘর।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু কুবের ও বরুণ পবন।
অষ্টঋষি চলে আর যত দেবগণ।।
একত্র হইয়া গেলা হিমালয়- ঘর।
বাহিরিলা হিমালয় হরিষ অন্তর।।
বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল।
যোড়হাতে দেবগণে পুছেন কুশল।।
বলেন, কিহেতু তোমা সবা আগমন।
বড় ভাগ্য মানি আজি সফল জীবন।।
ব্রহ্মারে বলেন গিরি এতেক উত্তর।
শুনিয়া হইলা ব্রহ্মা সানন্দ অন্তর।।
ব্রহ্মা বলে, শুন মোর কথার প্রবন্ধ।
মোর ভাই শিবে কর কন্যার সম্বন্ধ।।
হিমালয় বলে মোর জীবন সফল।
মহাদেবে কন্যা দিব বড়ই মঙ্গল।।
বিনয় বচনে গিরি করে পরিহার।
শিবে কন্যা দিব আমি কৈনু অঙ্গীকার।।
রবি সোম কুজ আর বুধ বৃহস্পতি।
শুক্র শনি রাহু কেতু নবগ্রহ-পতি।।
যবে গৌরী তপস্যা করিল তপোবনে।
ভবানী-শঙ্করে বিভা জানে গ্রহগণে।।
শুভক্ষণে গ্রহগণ হয়ে সমবায়।
কেহ বিঘ্ন না করিব গৌরী বিভায়।।
এত বাক্য হিমালয় কৈলা দেব পাশে।
বর এলে বিভা দিব, লগ্ন তার কিসে।।
অঙ্গীকার কৈল গিরি আপনার মুখে।
দেবগণ গেলা ঘর নিজ মনঃসুখে।।
সব কথা কহে গিয়া শঙ্করের ঠাঁই।
বিবাহের আয়োজন করহ শিবাই।।
কালি বিভা হবে তব, আজি অধিবাস।
শঙ্করের সম্বন্ধ গাহিল কৃত্তিবাস।।

পার্ব্বতীর অধিবাস

অধিবাস-দ্রব্য সব পাঠান শঙ্কর।
নারদের সঙ্গে দিলা ভীমা যে নফর।।
অধিবাস-দ্রব্য দিলা অযুতেক ভার।
রসাল কাঁটাল গুড় নারিকেল আর।।
খদি দধি কলা দিলা পাট পাটাম্বর।
লেখাজোখা নাই দ্রব্য চলিল বিস্তর।।
অধিবাস-দ্রব্য পাঠান নারদেরে দিয়া।
সব দ্রব্য নিয়োজে ভীমারে আজ্ঞা দিয়া।।
হিমালয়-ঘরে নারদ গেলা আগু হয়ে।
পাছে পাছে যায় ভীমা সব দ্রব্য লয়ে।।
আগু হয়ে গেলা নারদ হিলাময়- ঘর।
বাহিরিলা হিমালয় সানন্দ অন্তর।।
ভারীর সঙ্গেতে যায় শিবের নফর।
ভীমার পাছু পাছু যায় যত অনুচর।।
সন্দেশ কলা দেখি ভীমার স্থির নহে মন।
মুদ্রা ভাঙ্গি ভাল দ্রব্য করিল ভক্ষণ।।
অনেক সন্দেশ কলা করিল আহার।
খাইল কাঁটাল আম্র সহস্রেক ভার।।
যাইতে যাইতে পথে খায় হৃষ্ট হৈয়া।
অর্দ্ধা অর্দ্ধি খেয়ে হাণ্ডী পূরে বালি দিয়া।।
শুখানা বালিতে সব পাতিল পূরিয়া।
অযুতেক ভার পাছু ভীমা আইল ধাইয়া।।
নারদ বলেন কেন বাপু বিলম্ব এতক্ষণ।
ভীমা বলে মাঠে পাইলাম ঝড় বরিষণ।।

পলাল আমারে এড়ি যত ভারিগণে।
তপোবন মধ্যে আমি প্রবেশিনু ধেয়ে।।
নারদ বলেন কার্য্যে না কর উপেক্ষণ।
যাহাতে শিবের কার্য্য হয় সুশোভন।।
নারদের বাক্যে হেমন্তের নাহি হেলা।
আঙ্গিনাতে টাঙ্গাইল পাটের ছাঙলা।।
চাঁদোয়া টাঙ্গাল, তাহে মুকুতা ঝালর।
আঙ্গিনার থামে বান্ধা সোণার চাদর।।
মধ্যখানে ঘট তার করিল স্থাপন।
অধিবাস-দ্রব্য সব আনাল তখন।।
শুক্ল-ধুতি শুক্ল-পাটা অতি পরিপাটি।
হাতে কুশ বৈসে গিরি লয়ে তাম্রবাটি।।
হেমন্ত সঙ্কল্প করে বেলা শুভক্ষণ।
বেদধ্বনি করে তবে যত মুনিগণ।।
ততক্ষণে বাহির হইলা চন্দ্রমুখী।
দেবীকে দেখিয়া সব দেব হৈলা সুখী।।
হাতে পুষ্প কৈলা দেবী পূজা দেবতার।
গন্ধ দিয়া কৈলা মুনি জয় জয়কার।।
মঙ্গল উচ্চারি গন্ধ দিলা কন্যা মাথে।
মঙ্গল-বিহিত কর্ম্ম-সূত্র বান্ধে হাতে।।
তবে শঙ্খ পরাইলা চারু-রূপ দেখি।
কন্যাকে উঠাতে তবে এল সব সখী।।
মঙ্গল-দ্রব্য লয়ে এল সখীগণ মিলি।
কন্যা অধিবাস করে দিয়া হুলাহুলি।।
অধিবাস সাঙ্গ হৈল, সিদ্ধ সব কাজ।
হেমন্তে মেলানি মাগি চলে মুনিরাজ।।
এয়োগণে মিষ্ট দিতে ভাঙ্গিল পাতিলী।
পাতিল ভিতরে তবে দেখে সব বালি।।
হাঁড়ির ভিতরে বালি দেখি লোক হাসে।
পার্ব্বতীর অধিবাস গায় কৃত্তিবাসে।।

শঙ্করের বিবাহার্থ যাত্রা

প্রভাত হইল রাত্রি প্রত্যূষে বিহানে।
দেশে দেশে পাঠাইল কুটুম্ব-জানানো।।
চারিদিগে গিরিগণে দিলা আমন্ত্রণ।
আনন্দিত দেবগণ এ তিন ভুবন।।
সবাকে জানান দেব গৃহ ব্যবহার।
আমন্ত্রণ পেলে সবে হবে আগুসার।।
উদয় ও অস্তগিরি এল দুইজন।
নীলগিরি ময়ভঙ্গ এল নারায়ণ।।
আসিল অজয়-মুখ কলিঙ্গ কেশরী।
রুইদাস ধর্ম্মদাস মহীদাস গিরি।।
বিন্দু মেঘ আইল ও কৈলাস শিখর।
শরাসন অঞ্জন ও পর্ব্বত শ্রীধর।।
বর্দ্ধমান কুমুদ্বান্ সে গন্ধমাদন।
ঋষ্যমূক গিরি আর মলয় চন্দন।।
ত্রিকূট পর্ব্বত এল আর হেমকূট।
চন্দ্রকূট সূর্য্যকূট এল বজ্রকূট।।
ধবলগিরি গোবর্দ্ধন বরাহ বাসত।
বসন্ত শ্রীমন্ত এল মৈনাক পর্ব্বত।।
ত্রিভুবনের গিরিগণ কৈল আগুসার।
পর্ব্বত চলিতে হৈল সংসার আঁধার।।
আইল পর্ব্বতসব পরম হরিষে।
বুঝিয়া আপন কার্য্য সুমেরু না আসে।।
আপনি মেনকা আর হেমন্ত-নন্দন।
সুমেরুকে আনে গিয়া করিয়া যতন।।

সুমেরু হেমন্ত পদে কৈল নমস্কার।
বসিতে আসন দিল কৈল পুরস্কার।।
স্নান ভোজন করি সবে হৈল সুশীতল।
নাটগীত দেখি মুনি অতি কুতূহল।।
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়-ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে।।
গিরিরাজ ঘরে বাজে যতেক বাজন।
হোথা মহারঙ্গে আছে যত দেবগণ।।
গঙ্গারে আনিতে গেলা সুমন্তের ঘরে।
রন্ধন করিলে গঙ্গা দেবে ভোজন করে।।
গঙ্গাকে লইয়া যাবে যতন করিয়া।
রন্ধন করিলে গঙ্গা রাখিহ আনিয়া।।
দেবের বচন আমি নাহি করি আন।
গঙ্গাকে থাকিতে বেলা আন মোর স্থান।।
এতেক শুনিয়া হর বলেন বচন।
রন্ধন করিলে গঙ্গা দেবের ভোজন।।
রন্ধন-ভোজনে বেলা হৈল অবসান।
করুণা-আধার হর গঙ্গা লয়ে যান।।
সুমন্ত ক্রোধিত দেখি বেলা অবসান।
গঙ্গা লয়ে গেলা হর সুমন্তের স্থান।।
গঙ্গা দেখি সুমন্ত রহেন কোপমনে।
এতেক বিলম্ব তোর হৈল কি কারণে।।
তোর রূপ দেখে যত দেবের সমাজ।
দেবের রান্ধুনি হৈতে না বাসিলি লাজ।।
কিমতে দেবতাদের করিলি রন্ধন।
তোর রূপ-যৌবন দেখিল দেবগণ।।
কেহ বা দেখিল তোর সুন্দর বদন।
কেহ বা দেখিল তোর যুগল নয়ন।।
অন্ন দিতে গেলি তুই যার যার পাশ।
সেইসব দেবে করে তোরে অভিলাষ।।
অপবিত্রা তুই কেন এলি মোর স্থান।
স্বগৌরবে যাহ, নহে পাবি অপমান।।
কোপে মুনি করিল সে গঙ্গারে বর্জ্জন।
হাসিয়া গঙ্গারে শিরে ধরে ত্রিলোচন।।
মহাদেব-শিরে রহে গঙ্গা গোঁসাইনী।
গঙ্গারে ধরিয়া শিরে হাসে শূলপাণি।।
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি শোভে, গঙ্গা শোভে শিরে।
গলাতে বাসুকি নাগ, ভালে শশধরে।।
কখনো থাকেন গঙ্গা মহাদেব-শিরে।
কখনো বা ব্রহ্মা কমণ্ডলুর ভিতরে।।
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা সে আইলা মর্ত্তলোকে।
গঙ্গার মহিমা লোক জানে দুঃখ শোকে।।
যত কিছু পাপ লোক করে মহীতলে।
সর্ব্বপাপ হরে স্নান কৈলে গঙ্গাজলে।।
মহাদেব-অধিবাস করায় দেবগণ।
ব্রহ্মার বচনে বৈসে দেব-নারায়ণ।।
প্রাতঃকালে দেবলোকে আমন্ত্রণ করি।
স্নান সন্ধ্যা নান্দীমুখ কৈলা ত্রিপুরারি।।
স্নান করি প্রবেশিলা রন্ধন শালাতে।
দেবগণ একঠাঁই বৈসে ভোজনেতে।।
মধুর অমৃত তুল্য গঙ্গার রন্ধন।
মহাসুখে দেবলোক করিলা ভোজন।।
করেন শিবের বেশ নিজে নারায়ণ।
সোণার মুকুট শিরে, বাহুতে কঙ্কণ।।
ললাটেতে চন্দ্র শোভে, শিরে সুরেশ্বরী।
বৃষোপরি চাপিয়া চলিলা ত্রিপুরারি।।
রাজহংস-রথে চাপি চলে প্রজাপতি।
ঐরাবতে চাপিয়া চলিলা সুরপতি।।

www.bengaliebook.com

মকরে বরুণ চড়ে, মহিষে শমন।
ছাগলে চড়েন অগ্নি, হরিণে পবন।।
গরুড়ে চড়িয়া চলে নিজে নারায়ণ।
যে যার বাহনে চড়ি চলে দেবগণ।।
সর্ব্বাগ্রে নারদ যান কলহ লইয়া।
কন্দিল-ধোকড়ি সাত কাঁখেতে করিয়া।।
নারদে দেখিয়া হরষিত হিমাচল।
হরিষ বদনে পুছে তাঁহার কুশল।।
আগু আইল নারদের কন্দলি-ধোকড়ি।
যথা আছে শঙ্করের শ্বশুর-শাশুড়ী।।
দেখিয়া তোমার কন্যা লাগে বড় ব্যথা।
সাবধান হয়ে শুন জামাতার কথা।।
ঘরে ভাত নাহি তার, চালে নাহি খড়।
শুইতে নাহিক শয্যা, পরিতে কাপড়।।
অমঙ্গল চিতাভস্ম লেপে সর্ব্বগায়।
গলেতে হাড়ের মালা, সাপিনী ফোঁপায়।।
ত্রিনয়নে অগ্নি জ্বলে, শিরে শোভে গাঙ্গ।
উলঙ্গ উন্মত্ত বেশ, খায় ধুতুরা ভাঙ্গ।।
ঘরের নফর নন্দী, কাল ভীমা ভায়া।
ঘরে ঘরে ঘুরে তারা ভাতের লাগিয়া।।
এত শুনি মেনকা স্বামীকে পাড়ে গালি।
কোপে গিরিরাজ ধরে মেনকার চুলি।।
সাত পাঁচ দশ বিশ করে মারামারি।
কেবা কারে মারে, নারদ দেয় টিটকারী।।
নারদ বলেন কেন কর মারামারি।
এ তিন ভুবনে রাজা দেব-ত্রিপুরারি।।
কোন্ জনা বুঝে বল মহাদেব-কাজ।
মহাধনী মহাদেব দেবের সমাজ।।
কোন্দল ঘুচায়ে নারদ গেল দেবপাশ।
রচিলা উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

শিব-বিবাহ

সমস্ত দেবতা গেলা হিমালয়- ঘর।
বাহিরিলা গিরিরাজ দেখিয়া অমর।।
বড় বেড়ি রহিলা যতেক দেবগণ।
বসিতে আসন দিল করিয়া বরণ।
দধি দুগ্ধ গঙ্গাজল অগুরু চন্দন।।
গুয়া নারিলেক দিল উত্তম বসন।।
বরের বরণ কৈল বেলা শুভক্ষণে।
চারিদিকে বেদধ্বনি শুনি ঘনে ঘনে।।
বরেরে বরিয়া হিমালয় গেলা ঘর।
আইলা কন্যার মাতা দেখিবারে বর।।
বর পার্শ্বে গেলা যে মঙ্গল-সজ্জা লৈয়া।
মোহিত হইলা রাণী বরেরে দেখিয়া।।
পায়ে দধি দিল, আর শিরে দূর্ব্বাধান।
মাথায় নিছিয়া ফেলে শত শত পান।।
দুই চক্ষু ঢাকে রাণী হেঁট মাথা করি।
তখন নারদ মুনি দিলা টিটকারী।।
এতেক দেখিয়া সে কুপিলা নারায়ণ।
ঝাট কন্যা আন বহি যায় শুভক্ষণ।।
করেন বরের বেশ যত দেবগণ।
আপনার মূর্ত্তি ধরে দেব-ত্রিলোচন।।
ত্রিভুবন মোহিলেন দেব-ত্রিপুরারি।
পার্ব্বতীর বেশ করে দেবতার নারী।।
ত্রিভুবন মোহিলেন রূপে বিদ্যাধরী।
রূপে আলোকিত কৈলা সকল নগরী।।

www.bengaliebook.com

বদন তাঁহার জিনি পূর্ণচন্দ্র-কলা।
পার্ব্বতী বাহির হৈলা হাতে পুষ্পমালা।।
জটাতে লুকাল দেবী গঙ্গা গোঁসাইনী।
মুকুট উপর শোভে কাল ভুজঙ্গিনী।।
ললাটেতে শোভে চন্দ্র ভস্ম সর্ব্বগায়।
হৃদয়েতে হাড়মালা, নাগিনী ফোঁপায়।।
ত্রাসে লুকাইল সাপ, নিবিল আগুনি।
হরের নিকটে গেলা আপনি ভবানী।।
শিরে পারিজাত মালা মধু পিয়ে অলি।
বিশ্বকর্ম্মা যোগাইল অশোকের ডালি।।
সপ্তসাগরের জল যোগাইল আনি।
শুভক্ষণে হৈল হরগৌরীর মিলানি।।
দুন্দুভি বাদ্য বাজে মধুর তাল শুনি।
সুবেশে নাচয়ে তথা ইন্দ্রের নাচুনী।।
কন্যা লুকাইল লয়ে অন্ধকার ঘরৈ।
কন্যারে আনিতে হর দাঁড়াল দুয়ারে।।
ডানহাতে করে দেবী কঙ্কণের ধ্বনি।
হাতে ধরি কন্যা আনে দেব-শূলপাণি।।
কন্যা লয়ে বৈসে হর মণ্ডপেতে আসি।
চারিদিকে বেড়িল সকল দেব-ঋষি।।
চারিদিকে বৈসে দেব ছাড়িয়া বিমান।
নানাদান দিয়া গিরি কৈল কন্যা দান।।
মন্ত্র পড়ি করে গিরি কন্যা সমর্পণ।
সর্ব্বকাল করো কন্যা রক্ষণ পোষণ।।
কুশণ্ডিকা লাজহোম কৈল সাবধানে।
নানাদান করে সব দেব বিদ্যমানে।।
মহাদেবী বলে রাজা, তুমি আগে যাহ।
ঝি-জামাতা ভোখে মরে, ভোজন করাহ।।
জামাতা লজ্জিত হয়ে শাশুড়ী দেখিয়া।
একবারে দেহ ভাত ব্যঞ্জন আনিয়া।।
স্বর্ণথাল ঘুচাহ, পরস-পাত পাত।
পায়স-পিষ্টক সহ দেহ তাহে ভাত।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত দিতে না করিহ হেলা।
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দেহ মর্ত্তমান কলা।।
জল লয়ে দুইজনে কৈল পঞ্চগ্রাসী।
হরের নিকটে তবে বৈসে দেব-ঋষি।।
ভোজন করেন দেব-ঋষি ত্রিপুরারি।
সন্নিকটে হরের বসিলা দেবী গৌরী।।
হেঁটে দেয় গোময়, উপরে আলিপনা।
দুইপাশে করিল যে সূতার মেলনা।।
কতেক ভোজন কৈলা দেব-ত্রিলোচন।
নারদ বলে, ছোঁয়া গেছে না কর ভোজন।।
দেবদেবী ছোঁয়া পড়ি কৈলা আচমন।
দোঁহা পাতে যা ছিল ভীমা করিল ভোজন।।
পুষ্পশয্যা করিলেক গন্ধে মনোহর।
সোণার চৌখণ্ডী তাহে নির্ম্মাল বাসর।।
ত্রয়োসব মিলি দিল শুভ হুলাহুলি।
পাড়িল সোণার খাটে নেতপাট-তূলী।।
স্বর্ণখাটে শয়ন করিলা পশুপতি।
সোণার প্রদীপে জ্বলে ঘৃতপূর্ণ-বাতি।।

লঙ্কার উৎপত্তি

অগস্ত্য বলেন, রাম বাক্যে দেহ মন।
সবাকে বিদায় দিলা দেব ত্রিলোচন।।
ভবানী সহিত গৃহে রহে পঞ্চানন।
হাস্য পরিহাসে সদা আনন্দে মগন।।

www.bengaliebook.com

হেতা শুন হেমন্তের গৃহের কাহিনী।
বসিলা হেমন্ত-গিরি ও মেনকা রাণী।।
হেনকালে গিরিগণ মাগিল মেলানি।
রহিতে পর্ব্বতগণে বলে প্রিয়বাণী।।
স্নান সন্ধ্যা করি সবে করহ ভোজন।
তবে ত তোমরা সবে করিহ গমন।।
স্নান সন্ধ্যা কৈল সবে ভাগীরথী জলে।
একঠাঁই হৈল সবে ভোজনের কালে।।
সুবর্ণের থালে অন্ন দিলা পরিপাটী।
সারি দিয়া বসিলা পর্ব্বত তিনকোটী।।
বসিল সুমেরু মধ্যে করিতে ভোজন।
অদূরে থাকিয়া তাহা দেখিল পবন।।
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত দ্রোণ আর সে পুষ্কর।
চারিমেঘে হাঁকারিয়া আনে পুরন্দর।।
আগে বায়ু মাঝে ইন্দ্র পিঠে-জলেশ্বর।
ঝড় বরিষণ করে সুমেরু- উপর।।
সুমেরু কাঞ্চনশৃঙ্গ যতেক যোজন।
ভাঙ্গিয়া দিলেন শৃঙ্গ দেবতা পবন।।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ লয়ে পবনকুমার।
মাথায় কাঞ্চনশৃঙ্গ সিন্দু হৈল পার।।
সুমেরুর শৃঙ্গ পরে ত্রিকূটের চূড়ে।
দুই গিরি চূড়া লয়ে সাগরেতে এড়ে।।
বিশ্বকর্ম্মা লয়ে গেলা দেব পুরন্দর।
মধ্যে পুরী নির্ম্মাইল চৌদিকে সাগর।।
সাতটা প্রাচীর তাহে করিল গঠন।
লোহাতে প্রাচীর গড়ে উপরে কাঞ্চন।।
পরিখা যোজন শত লঙ্ঘিতে না পারি।
প্রসর যোজন দশ বিশাল চউরী।।
সুবর্ণে গড়িল আর অষ্টাদশ পুরী।
নাটশাল পাঠশাল বিচিত্র চউরী।।
খাট পাট নির্ম্মাইল সোণার আওয়াস।
স্বর্ণপুরী নির্ম্মাইল বিরিঞ্চির হাস।।
সুবর্ণে বান্ধিল ঘাট দীঘি ও পোখরী।
রাজগৃহ প্রজাগৃহ গড়ে সারি সারি।।
যত্ন করি গড়িল রাজার অন্তঃপুরী।
বাহির ভিতরে সব কাঞ্চনের পুরী।।
নির্ম্মাইল চিত্র ঘর বিদ্যুতের ছটা।
অন্তঃপুরে নির্ম্মাইল অযুতেক কোঠা।।
নির্ম্মাল সহস্র স্তম্ভে দেয়ান চৌতারা।
নানা রত্ন খচিল মাণিক্য-মণি-হীরা।।
ঘরের উপরে শোভে সোণার বাহারা।
চারিভিতে লম্বে গজমুকুতার ঝাড়া।।
সুবর্ণের আয়তন গড়ে সিংহাসন।
চতুর্দ্দোল হেরি যেন রবির কিরণ।।
রত্নে নির্ম্মাইল ঘর করে ঝলমলি।
নির্ম্মাইল সুবর্ণের পাখা-পাখী-আলি।।
বড় বড় বৃক্ষকাণ্ড সুবর্ণে বান্ধিল।
অযুত প্রশস্ত ঘর স্বর্ণে নিরমিল।।
সোণার পতাকা উড়ে দেখিতে রূপস।
ঘরের উপরে শোভে সুবর্ণ- কলস।।
বান্ধিল সোণায় তবে পুষ্করিণী ঘাট।
নির্ম্মাইল সুবর্ণেতে ঘরের কপাটে।।
সুবর্ণেতে নির্ম্মাইল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
সোণায় রচিল যত দীঘি ও পোখরী।।
হইল অদ্ভুত পুরী দেখিতে সুন্দর।
সপ্তকোটি আছে তাহে ইষ্টকের ঘর।।
নবকোটি কৈল তাহে আশ্রিত আলয়।
চারিলক্ষ কৈল তাহে পর্ব্বত দুর্জ্জয়।।

www.bengaliebook.com

হেনমতে নির্ম্মাইল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
দানব গন্ধর্ব্ব দেব লঙ্ঘিতে না পারি।।
সুমুদ্রের মাঝে পুরী করিল নির্ম্মাণ।
জিনিয়া অমরাবতী তাহার বাখান।।
স্বর্ণময় পুরীখান দিব্য পরকাশ।
গাইল উত্তরকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস।।

অগস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক রাক্ষগণের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন

শ্রীরাম বলেন মুনি তুমি অন্তর্য্যামী।
সংসারের বিবরণ সব জান তুমি।।
রাবণের জন্মকথা কহ দেখি শুনি।
পরম আনন্দে তবে হয় মহামুনি।।
ব্রহ্ম অংশে জন্মে রাবণ সর্ব্বলোক জানে।
রাক্ষস হইল তবে কিসের কারণে।।
মুনি বলে রঘুনাথ শুন সাবধানে।
রাক্ষসের জন্মকথা কহি তবে স্থানে।।
যেমতে জন্মিল রাবণ শুন রঘুমণি।
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আগে সৃজিলেন প্রাণী।।
প্রাণীগণ বলে ব্রহ্মা করি নিবেদন।
কোন্ কার্য্যে আমা সবে করিলে সৃজন।।
ব্রহ্মা বলে যত প্রাণী করিব উৎপত্তি।
তোমরা করিবে রক্ষা প্রাণের শকতি।।
যে যে প্রাণী সৃজন করিব এ সংসারে।
তোমরা প্রধান হয়ে পালিবে সবারে।।
প্রাণীগণ বলে ব্রহ্মা সে বড় দুষ্কর।
না চাহি প্রভুত্ব মোরা সবার উপর।।
ব্রহ্মা শাপ দিল বেটা হও রে রাক্ষস।
হেতি নামে রাক্ষস সে হইল কর্কশ।।
বিদ্যুৎকেশরী নামে ব্রহ্মার কুমারী।
তারে বিভা করিল রাক্ষস দুরাচারী।।
মন্দর পর্ব্বতে দুইজনে কেলি করে।
জন্মিল সন্তান এক কত দিন পরে।।
পর্ব্বতের উপরেতে ফেলিয়া সন্তানে।
মনের আনন্দে কেলি করে দুইজনে।।
পিতা মাতার স্নেহ নাই সন্তান উপর।
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর।।
অশ্রুজলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে।
ক্ষুধাতে আকুল প্রাণ ঘন বহে শ্বাসে।।
বৃষভবাহনে যান পার্ব্বতী শঙ্কর।
শূন্য হৈতে দেখিতে পাইল গঙ্গাধর।।
শিব বলে পার্ব্বতী দেখহ অতি দূরে।
একাকী কান্দিছে শিশু পর্ব্বত উপরে।।
মহেশের দয়া হৈল সন্তান উপর।
প্রসন্ন হইয়া শিব তারে দিলা বর।।
শিব বলে শুন ওহে অনাথ সন্তান।
মম বরে পিতৃতুল্য হও বলবান।।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ হও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
আজ্ঞামাত্র হৈল শিশু বাপের সোসর।।
বিদ্যুৎকেশরী-পুত্র সুকেশ নাম ধরে।
মহাবলবান্ হৈল ধূর্জ্জটির বরে।।

মালী, সুমালী ও মাল্যবানের জন্ম-বৃত্তান্ত

তবে সুকেশের বর দিলেন পার্ব্বতী।

তাহা হৈতে হৈল যত রাক্ষস উৎপত্তি।।
পার্ব্বতীর বরে তার বাড়িল সম্মান।
তাহারে গন্ধর্ব্ব এক কন্যা দিল দান।।
স্ত্রী পুরুষে রহিলেন পৃথিবী ভিতরে।
তিন পুত্র হৈল তার কত দিন পরে।।
পুত্র দেখি সুকেশ পরম কুতূহলী।
নাম রাখে মাল্যবান, মালী ও সুমালী।।
তিন ভাই মিলি তপ করিল বিস্তর।
ব্রহ্মা বলে কিবা বর চাহ নিশাচর।।
মন্ত্রণা করিয়া বর মাগে তিন জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জিনিব ত্রিভুবন।।
সংগ্রামেতে কোথাও না পাই অপমান।
এই বর দিতে ব্রহ্মা করহ বিধান।।
ব্রহ্মা বলে ত্রিভুবন জয়ী হবে সবে।
সংগ্রামে বিষ্ণুর ঠাঁই পরাভব হবে।।
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভুবন জিনে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব ধরি বেঁধে বেঁধে আনে।।
আছিল গন্ধর্ব্ব-রাজ শৈব সদাচারী।
তিন কন্যা ভূপতির পরমা সুন্দরী।।
বিভা কৈল মালী ও সুমালী মাল্যবান।
দুনারীর গর্ভে জন্ম এগার সন্তান।।
বীরবসু সুচিক আর যজ্ঞ ও কোপন।
তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধব নন্দন।।
প্রহস্ত ও অকম্পন ধর্ম্মেতে বিকট।
সুনিতান বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট।।
সত্রাজিত নামে পুত্র প্রবল প্রখর।
দু-জনার পুত্র হৈল বিষম দুষ্কর।।
অবশেষে কন্যা হৈল দুষ্কর কর্কশা।
রাবণের মাতা সেই নামটি নিকষা।।
সুমালী রাক্ষসের নারী পরমা যুবতী।
চারি পুত্র হৈল তার ধর্ম্মশীল অতি।।
বীর অনল ভীম ও রাক্ষস সম্পাতি।
রহিয়াছে আসি বিভীষণের সংহতি।।
তিন ভাইয়ের পরিবার বাড়িল বিস্তর।
সেই সব নিশাচর অবনী ভিতর।।
সকল রাক্ষস মিলি করিল যুকতি।
এতেক রাক্ষস কোথা করিব বসতি।।

গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত ও গরুড়- পবনের যুদ্ধ

শ্রীরাম বলেন, মুনি কহ বিবরণ।
ভাঙ্গিল সুমেরু-শৃঙ্গ কিসের কারণ।।
কি লাগিয়া বিসম্বাদ গরুড়-পবনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনি তব স্থানে।।
মুনি বলে শুন রাম অপূর্ব্ব কথন।
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল কি কারণ।।
সন্তাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্ব্বকালে।
তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে।।
সন্তাপনের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
সুপ্রতাপ বিভাস এ দুই সহোদর।।
জ্যেষ্ঠপুত্র স্থানে ধন থুয়ে গেল বাপে।
কনিষ্ঠ করেন দ্বন্দ্ব ধনের সন্তাপে।।
ধন-শোকে ছোট ভাই হইল দুঃখিত।
জ্যেষ্ঠেরে কহেন ভাগ দেহ সমুচিত।।
জ্যেষ্ঠ বলে পিতা ভাগ না করিল ধন।
মম স্থানে ভাগ চাহ তুমি কি কারণ।।

www.bengaliebook.com

ধন না পাইয়া কহে বশিষ্ঠের ঠাঁই।
পিতৃধন অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই।।
কত অংশ পাই আমি বলহ এখন।
সেই দাওয়া করিয়া লইব পিতৃধন।।
বশিষ্ঠ বলেন আছে বেদের বিহিত।
পঞ্চ অংশের দুই অংশ তোমার উচিত।।
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান।
পঞ্চ অংশের দুই অংশ দেহত এখন।।
আমি গিয়াছিনু ভাই বশিষ্ঠের স্থানে।
বশিষ্ঠ বলিল ভাই নাহি দেয় কেনে।।
জ্যেষ্ঠ বলে কনিষ্ঠ করিলে হেন কেনে।
জাতি-নাশ করিলে কহিয়া অন্য স্থানে।।
হীন জন জ্ঞান বুঝি কৈলা মুনিবর।
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর।।
বারে বারে নিষেধিনু না শুনিলে কানে।
গজ হয়ে পাপিষ্ঠ প্রবেশ কর বনে।।
কনিষ্ঠ দিলেক শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে।
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে।।
দুয়ের শাপেতে জন্তু হয় দুই জন।
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ।।
দশ যোজন গজ দেহ কনিষ্ঠ ধরিল।
গজের গর্জ্জনে গিয়া বনে প্রবেশিল।।
কচ্ছপ সলিলে গেল গজ গেল বন।
শুণ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন।।
যতন করিয়া ধন যেই জন রাখে।
খাইতে না পায় ধন যায়ত বিপাকে।।
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ।
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ।।
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়।
যত ব্যয় করে, তত পরলোকে হয়।।
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা।
গজ-কচ্ছপের শুন ধনের পরীক্ষা।।
কহিলাম ধনের বৃত্তান্ত তব স্থানে।
গজ-কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে।।
জলেতে কচ্ছপ আছে সেই সরোবরে।
দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে।।
প্রখর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল।
সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল।।
গজে দেখি কচ্ছপের পড়ে গেল মনে।
পূর্ব্বশোকে কচ্ছপ সে শুণ্ডে ধরে টানে।।
গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে জলে।
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে তুল্য বলে।।
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর।
দুইজনে টানাটানি একই বৎসর।।
বিনতা-নন্দন গরুড় উড়ে অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখে।।
এক বর্ষ যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
কেহ কারে জিনিতে নারে একই বৎসর।।
কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ।
পাপদেহ নারায়ণ কর বিমোচন।।
গজেরে কাতর দেখি গরুড়ে দয়া হৈল।
বাম পায়ের নখ দিয়া দোঁহারে তুলিল।।
গজ-কূর্ম্মে লয়ে পক্ষী উড়িল তখন।
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ।।
শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শত যোজন ডাল।
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল।।
চারি গোটা ডাল তার পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন যুড়ি আছে তার গোড়া।।

www.bengaliebook.com

গজ-কচ্ছপ লয়ে বৈসে গাছের উপর।
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিন জনার ভর।।
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে।
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে। ।
দক্ষিণ পায়ে গরুড় ধরিলেক ডালে।
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষতলে।।
ফেলিল সে ডালে লয়ে চণ্ডালের দেশে।
ডালের চাপনে মরে স্ত্রী আর পুরুষে।।
বহু পাপে হয়েছিল চণ্ডাল জনম।
গরুড়ের হাতে পাপ হৈল বিমোচন।।
গজ-কূর্ম্মে লয়ে গেল ব্রহ্মার সদন।
কহ ব্রহ্মা কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ।।
ব্রহ্মা বলে কোথা সহিবেক এত ভার।
গজ-কচ্ছপ লয়ো যাহ সুমেরু-শিখর।।
তথা গজ-কচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ।
ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ।।
পর্ব্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ।
হেনকালে এল তথা দেবতা পবন।।
পবন বলেন পক্ষী তুমি কেন হেথা।
মোর ঠাঁই পড়িলি ছিঁড়িব তোর মাথা।।
যাবৎ তোমার নাহি করি অপমান।
আপনা জানিয়া বেটা যাহ নিজ স্থান।।
গরুড় কহেন তুমি গালি কেন পাড়।
উপযুক্ত শাস্তি দিব অহঙ্কার ছাড়।।
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে।
ফেলিব পর্ব্বত ঠেলি সমুদ্রের জলে।।
গরুড় বলেন বায়ু বড়াই না কর।
সুমেরু-পর্ব্বত তুমি নাড়িতে কি পার।।
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বাড়ে।
পর্ব্বত সমেত চাহে উড়াইতে ঝড়ে।।
প্রলয় হইল যেন পর্ব্বত উপরে।
দুই পাখে গিরি ঢাকে বিনতা কুমারে।।
বাড়াইয়া কৈল পাখা সহস্র যোজন।
পবন দেখিয়া পাখা ভাবে মনে মন।।
গরুড়ের পাখা যেন বজ্রের সোসর।
সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর।।
মেঘের গর্জ্জন আর পড়িছে ঝঞ্ঝনা।
পর্ব্বতের তবু নাহি এড় এক কোণা। ।
প্রলয়কালেতে যেন সৃষ্টি হয় নাশ।
দেখি যত দেবগণে গণিল তরাস।।
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে যত দেবগণ।
আচম্বিতে মহাপ্রলয় হয় কি কারণ।।
দেবতার এই বাক্য শুনি প্রজাপতি।
দেবগণে লয়ে তবে যান শীঘ্রগতি।।
ব্রহ্মা কহিলেন শুন দেবতা পবন।
আচম্বিতে প্রলয় করহ কি কারণ।।
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নষ্ট কর যুক্তি না আইসে।।
না শুনে ব্রহ্মার বাক্য কহিছে পবন।
প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ।।
পবনের ঠাঁই ব্রহ্মা শুনি সে উত্তর।
বিরস হইয়া ব্রহ্মা চলিলা সত্বর। ।
পবনে এড়িয়া যায় গরুড় গোচরে।
বিরিঞ্চি বলেন পক্ষী বলি হে তোমারে।।
আমি সৃষ্টি করিলাম তুমি কর রক্ষা।
এক দিন হৈতে তুমি তুলি লহ পাখা। ।
ব্রহ্মার বচনে গরুড়ের হৈল হাস।
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ।।

www.bengaliebook.com

ব্রহ্মা বলে যে যেমন আমি তাহা জানি।
শত যুগে পবন তোমারে নাহি জিনি।।
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড়পক্ষী হাসে।
তবেত গরুড় পাখা করিল প্রকাশে।।
গরুড় তুলিতে পাখা গিরিবর নড়ে।
ঝড়েতে সে পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে।।
চিত্রকূট গিরি ছিল সাগর ভিতরে।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে।।
লঙ্কানামে পুরী তাহে কৈল বিশ্বকর্ম্ম।
এইরূপে শ্রীরাম শুন লঙ্কার জন্ম।।

বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে মালীর মৃত্যু এবং সুমালী ও মাল্যবানের পাতালে পলায়ন

মাল্যবান রাক্ষস লঙ্কায় রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিল সে পিতামহ-বরে।।
মনে করে আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
সকল দেবতা মেরে ঘুচাইব ডর।।
তবে দেবগণ গেল শিবের গোচর।
কহিল বৃত্তান্ত সদাশিব বরাবর।।
সুকেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর।
বড়ই দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের উপর।।
বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ।
মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন।।
হইয়াছে দুর্জ্জয় ব্রহ্মার পেয়ে বর।
মরিবে আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর।।
দেব দেবী বিপ্র-হিংসা করে যেই জন।
আনার দোষে মরে বেদের লিখন।।
এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ।
রাক্ষসে মারিতে পারে দেব নারায়ণ।।
রাক্ষসের কথা গিয়া কহ নারায়ণে।
অবশ্য বিহিত হবে শুন দেবগণে।।
মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমর।
উপনীত হৈল গিয়া বৈকুণ্ঠ- নগর।।
সম্ভ্রমে দেবতাগণ হয়ে প্রণিপাত।
রাক্ষসের কথা কহে করি যোড়হাত।।
সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে।
তিন পুত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে।।
দেব দ্বিজ হিংসা করি ফিরে অনুক্ষণ।
স্বর্গপুরে থাকিতে না পারে দেবগণ।।
মারে শেল শূল জাঠা, লোটে সব নারী।
ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে অমর-নগরী।।
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহি মানে।
যক্ষ রক্ষ কিন্নরাদি নাহি আঁটে রণে।।
সংসারের কর্ত্তা তুমি দেব গদাধর।
রাক্ষসের মারিয়া রক্ষা করহ অমর।।
দেবতার ত্রাস দেখি শ্রীহরির হাস।
সুখেতে অমরপুরে কর গিয়া বাস।।
তোমা সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর।
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর।।
আশ্বাস করিল যদি দেব নারায়ণ।
নির্ভয়ে অমরপুরে গেলা দেবগণ।।
জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদ।
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আহ্লাদ।।
বসেছেন তিন ভাই রত্ন-সিংহাসনে।

মুনি দেখি সমাদর কৈল তিন জনে।।
প্রণাম করিয়া দিল রত্ন-সিংহাসন।
জিজ্ঞাসিল কহ মুনি শুনি বিবরণ।।
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ।
বলহ হেথায় তব কোন্ প্রয়োজন।।
মুনি বলে তোমাদের হিত চিন্তা করি।
অমঙ্গল শুনিয়া আইনু লঙ্কাপুরী।।
এক ঠাঁই মিলিয়াছে যত দেবগণ।
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষ্ণুর সদন।।
তোমাদের কথা শুনিয়াছে নারায়ণে।
শ্রীহরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে।।
হয়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে।।
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর।
বিশেষ অধিক স্নেহ তোদের উপর।।
এ কারণে আইলাম দিতে সমাচার।
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার।।
এত বলি মুনিবর হইল বিদায়।
নিশাচরগণ ভাবে কি হবে উপায়।।
একত্রে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন।
হেনকালে ব্রহ্মা এল রাক্ষস সদন।।
তাহার পুরেতে এই শুনে সমাচার।
মনেতে অধিক দুঃখ উপজে ব্রহ্মার।।
যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত।
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত।।
শুনি অমঙ্গল-বাক্য বুঝাইতে হিত।
ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে হৈল উপনীত।।
ব্রহ্মা দেখি সম্ভ্রমে উঠিল তিন জন।
প্রণাম করিয়া করে চরণ বন্দন।।
ভক্তিভাবে বসাইল রত্ন-সিংহাসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল চরণে।।
যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিন জন।
আজ্ঞা কর কি হেতু লঙ্কাতে আগমন।।
এত দিন পবিত্র হইল লঙ্কাপুরী।
যা মনে বাসনা কর সেই কর্ম্ম করি।।
ব্রহ্মা বলে সর্ব্বদা বাসনা করি মনে।
লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরম কল্যাণে।।
থাকিলে আমার বাঞ্ছা হইবে কি কর্ম্ম।
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতীয় ধর্ম্ম।।
দেব দ্বিজ হিংসা কর পাপকর্ম্মে মতি।
দুরাচার-স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি।।
তিন লোক উপরেতে অমরের পুরী।
দেবতাগণের বাস তাহার উপরি।।
হোম যজ্ঞভাগ দিয়া যে অর্চ্চনা করে।
লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে।।
কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত।
ভক্তিভাবে যে ডাকে তাহার অনুগত।।
মুনিগণ ঋষিগণ থাকে তপস্যাতে।
দেখ মন্দকারী কেহ নহে কোনমতে।।
দেব দ্বিজ দুই তুল্য ধর্ম্মপথে মন।
তার হিংসা যে করে সে দুর্ম্মতি দুর্জ্জন।।
অতি অল্প আয়ু তোরা ধর্ম্মেতে বিহীন।
দেবহিংসা করিয়া বাঁচিবি কতদনি।।
হইয়াছে একযুক্ত যত দেবগণ।
দেবতার সহায় হয়েছে নারায়ণ।।
বিষ্ণুসনে যুঝিবেক কাহার শকতি।
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি।।
এত বলি কোপমনে ব্রহ্মার গমন।

www.bengaliebook.com

বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন।।
মাল্যবান বলে ভাই শঙ্কা ত্যজ মনে।
তিন জনে যুদ্ধ করি মার নারায়নে।।
মাল্যবান-কথা শুনি কহিছে সুমালী।
শুনিয়াছি নারায়ণ বলে মহাবলী।।
হিরণ্যকশিপু আদি করিছে সংহার।
হেন বিষ্ণু মারে বল শক্তি আছে কার।।
মালী বলে সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে।
আর যেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে।।
বিষ্ণু বড় কুচক্রী কুযুক্তি যত তার।
সে মরিলে দেবগণের টুটে অহঙ্কার।।
তিন ভাই মিলি আগে মারি নারায়ণ।
পশ্চাতে মারিব আছে যত দেবগণ।।
মুনি ঋষি মারিব, মারিব সিদ্ধ যতি।
ঘুচাইব দেবতার স্বর্গের বসতি।।
এত বলি তিন জনে যুক্তি কৈল সার।
ঘোড়া হাতী রথ রথী সাজিল অপার।।
তুলিল কটক-ঠাট রথের উপরে।
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা বিষ্ণু-জিনিবারে।।
সিংহনাদ ঘোর শব্দ করে ঘনে ঘন।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া দিল দরশন।।
গরুড়-বাহনেতে আইলা নারায়ণ।
নারায়ণ সম্মুখেতে বাজে মহারণ।।
মহাকোপে নানা অস্ত্র মারে নিশাচর।
বাণ-বৃষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর।।
ছাইল গগন-পথ দিগ্ দিগন্তর।
পড়িছে অসংখ্য বাণ পট্টিশ তোমর।।
জাঠাজাঠি শেল শূল মুষল মুদগর।
লেখা জোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর।।
নারায়ণ বীরদাপে ত্রিভুবন নড়ে।
রাক্ষসের সৈন্য সব মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে।।
কুপিল সুমালী মালী রণে আগুসরে।
দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে।।
ঝঞ্ঝনা চিকুর সম গদাবাড়ি পড়ে।
বিষ্ণু লয়ে গরুড় পলায় উভরড়ে।।
গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান হাসে।
শ্রীহরি ফিরান তারে করিয়া আশ্বাসে।।
বিষ্ণু বলে গরুড় তিলেক থাক রণে।
পাঠাব রাক্ষসগণে যমের সদনে।।
তোমার সংগ্রামে ত্রিভুবন লাগে ভয়।
রাক্ষসের রণে পলাও উচিত না হয়।।
উলটিয়া গরুড় আইল মহারণে।
চক্রবাণ বিষ্ণু এড়িলেন ততক্ষণে।।
চক্রবাণে মালীর মস্তক কাটি পাড়ে।
মাল্যবান সুমালী পলায় উভরড়ে।।
পুনঃ ফিরে নিশাচর নাহি দেয় ভঙ্গ।
লোহার মুদগর হানে ভয়ে কাঁপে অঙ্গ।।
মাল্যবান বলে তুমি থাকহ শ্রীহরি।
আজি রণে তোমারে পাঠাব যমপুরী।।
শ্রীহরি বলেন বেটা শুন মাল্যবান।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার স্থান।।
অভয় হইয়া গেছে যতেক অমর।
তোরে মেরে ঘুচাইব দেবতার ডর।।
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে।
প্রাণ লয়ে যাহ বেটা পাতাল ভিতরে।।
মাল্যবান বলে বিষ্ণু কথা বড় টান।
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে হারাইবি প্রাণ।।
মালসাট দিয়া তবে গেল মূল্যবান।

www.bengaliebook.com

যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান।।
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে।
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে।।
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে।
সহিতে না পারে বীর ধায় উভরড়ে।।
শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর।
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল ভিতর।।
হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতাল।
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরাল।।

প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী।।
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ।
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ।।
রাবণে বধিলে তুমি শক্তি অতিশয়।
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জ্জয়।।
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ।।

কুবেরের জন্ম, তপস্যা, বরলাভ ও লঙ্কায় রাজত্ব

শ্রীরাম বলেন মুনি করি নিবেদন।
ব্রহ্ম-অংশে রাক্ষস জন্মিল কি কারণ।।
তেমনি সন্তান হয় যেরূপ ঔরস।
ব্রাহ্মণের বীর্য্যে কেন জন্মিল রাক্ষস।।
বিশ্বশ্রবার পুত্র যে কুবের দশানন।
দুই ভাই দুই জাতি হৈল কি কারণ।।
কুবের হইল যক্ষ, রাক্ষস রাবণ।
এক বীর্য্যে দুই জাতি হৈল দুই জন।।
বিশ্বশ্রবার দুই পুত্র সর্ব্বলোকে জানে।
রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহামুনে।।
অগস্ত্য বলেন, রাম কর অবধান।
কুবেরের জন্মকথা কহি তব স্থান।।
মহামুনি পুলস্ত্য যে ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন।।
সুমেরু-পর্ব্বতে থাকি যোগাসন করি।
কেলি করিবারে এল অনেক সুন্দরী।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব-কন্যা আইল বিস্তর।
সখী সখী মিলি কেলি করে নিরন্তর।।

তৃণবৃন্দু মুনি-কন্যা রূপেতে অপ্সরা।
ত্রৈলোক্য-মোহিনী নাম হৈল স্বয়ম্বরা।।
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আঁখি।
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী।।
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ।
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ।।
কোপেতে পুলস্ত্য মুনি শাপ দিল তারে।
বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে।।
তবু নাহি শুনে কন্যা নাচে গায় সুখে।
কোপেতে পুলস্ত্য মুনি শাপিলেন তাকে।।
না শুন আমার কথা কোন্ অহঙ্কারে।
মুনি-শাপে কন্যার স্তনেতে দুগ্ধ ঝরে।।
অপমান পেয়ে গেল বাপের আলয়।
কন্যার দুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয়।।
তৃণবৃন্দু শুনিয়া সকল বিবরণ।
পুলস্ত্য নিকটে গেল মলিন বদন।।
প্রণাম করিল গিয়া পুলস্ত্যের পায়।
জিজ্ঞাসা করিল মুনি বসতি কোথায়।।

www.bengaliebook.com

তৃণবৃন্দু বলে থাকি এই গিরিপুরে।
দিয়াছ দারুণ শাপ আমার কন্যারে।।
অনূঢ়া কন্যার গর্ভ শুনি লাগে ত্রাস।
স্তনযুগে দুগ্ধ ঝরে, একি সর্ব্বনাশ।।
মুনি বলে তব কন্যা বড়ই চঞ্চলা।
ভাঙ্গিল তপস্যা মোর করি অবহেলা।।
করিল কুকর্ম্ম যে যৌবন-অহঙ্কারে।
দিয়াছি তাহার মত প্রতিফল তারে।।
তৃণবৃন্দু বলে, দোষ ক্ষম মহাশয়।
তুমি না করিলে দয়া জাতি-নাশ হয়।।
মুনি বলিলেন, আর কি আছে উপায়।
বলেছি যে কথা, তাহা খণ্ডন না যায়।।
তৃণবৃন্দু বলে মুনি কর অবধান।
পরম তপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান।।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
ইহাতে সকলি তুমি পার করিবারে।।
বালিকা আমার কন্যা, বিবাহ না হয়।
হেন কন্যা গর্ভবতী শুনে লাগে ভয়।।
শাপেতে হইল গর্ভ কেহ না বুঝিবে।
বলহ কেমনে মুনি জাতি-রক্ষা হবে।।
মুনি বলে, তৃণবৃন্দু কি আছে যুকতি।
কিসেতে হইবে তব কন্যার নিষ্কৃতি।।
তৃণবৃন্দু বলে যদি হইলে সদয়।
সেই কন্যা বিভা তুমি কর মহাশয়।।
মুনির হইল মন বিভা করিবারে।
তৃণবৃন্দু কন্যা দান করিল মুনিরে।।
করিল মুনির সেবা কন্যা গুণবতী।
মুনি তারে দিল বর হয়ে হৃষ্টমতি।।
মম শাপে গর্ভ হয়ে পেলে অপমান।
মম বরে প্রসবিবে উত্তম সন্তান।।
সেই গর্ভে জন্মেন বিশ্বশ্রবা মহামুনি।
ভরদ্বাজ-কন্যা বিভা করিলেন তিনি।।
ভরদ্বাজ-মুনিকন্যা নাম তার লতা।
তার গর্ভে জন্মিল কুবের মহারথা।।
বিশ্বশ্রবার ঔরসেতে কুবেরের জন্ম।
কুবের করিল তপ আরাধিয়া ধর্ম্ম।।
কুবের করিল তপ সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর।।
ব্রহ্মার বরেতে কুবের হইল অমর।
অমর হইল আর হৈল ধনেশ্বর।।
পবন বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর।
সবে মিলি কুবেরেরে দিল বহু বর।।
পাইল পুষ্পক-রথ কি কব বাখান।
আপনার হাতে ব্রহ্মা করিল নির্ম্মাণ।।
রথ সজ্জা করি দিল রথের সারথি।
রাজহংসে বহে রথ পবনের গতি।।
দশ যোজন রথখান অতি সুচিকণ।
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যদিকরে মন।।
বর পেয়ে কুবের প্রফুল্ল হৈল মনে।
প্রণাম করিল গিয়া বাপের চরণে।।
অতুল ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মা দিল বরদান।
সবে মাত্র নাহি দিলা থাকিবার স্থান।।
পিতার নিকটে যক্ষ করিল মিনতি।
আজ্ঞা কর কোথা পিতা করিব বসতি।।
বিশ্বশ্রবা বলেন তুমি ধন-অধিকারী।
তোমার বসতি-যোগ্য স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।।
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর।
রাক্ষপ পলায়ে গেছে পাতাল ভিতর।।

www.bengaliebook.com

কুবের বলেন পিতা করি নিবেদন।
রাক্ষস পলায়ে গেছে কিসের কারণ।।
বিশ্বশ্রবা বলেন দুষ্ট নিশাচরগণ।
দুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ।।
বিষ্ণুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
বিষ্ণুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর।।
কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস।
পৃথিবীতে থাকিলে করিব সর্ব্বনাশ।।
বিষ্ণু-ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর।
লুকায়ে রয়েছে গিয়া পাতাল ভিতর।।
সে অবধি শূন্য পড়ি আছে লঙ্কাপুরী।
তথা গিয়া থাক পুত্র ধন-অধিকারী।।
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হৃষ্টমতি।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করেন বসতি।।

রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরলাভ

কুবের পুষ্পক রথে বেড়ায় অন্তরীক্ষে।
পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসেরা দেখে।।
দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা লইল কুবেরে।।
বসিয়া মন্ত্রণা করে লয়ে মন্ত্রিগণে।
কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে।।
বিশ্বশ্রবা অধিকারী হয়েছে লঙ্কার।
পিতৃধন কুবের করেছে অধিকার।।
পুনঃ যদি বিশ্বশ্রবার পুত্র এক হয়।
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয়।।
যদ্যপি দৌহিত্র হয় বিশ্বশ্রবা-নন্দন।
দুইদিকে অধিকারী হবে হেন জন।।
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে।
বিশ্বশ্রবায় দান দিব আপন দুহিতে।।
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে।
কোপে ডাকে মাল্যবান আপন কন্যারে।।
নিকষা তাহার নাম নবীনা যৌবনী।
অকলঙ্ক শশিমুখী মরালগামিনী।।
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি রামরম্ভা ঊরু।
হরিণাক্ষি কামের সমান যুগ্ম ভুরু।।
জিনি রম্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারী।
তিল-ফুল জিনি নাসা নিকষা সুন্দরী।।
যৌবন-তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গিমা সুঠাম।
পিতার চরণে আসি করিল প্রণাম।।
মাল্যবান বলে এস প্রানের কুমারী।
সাবিত্রী সমান হও আশীর্ব্বাদ করি।।
মাল্যবান বলে কন্যা রূপেতে রূপসী।
তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষসী।।
এই উপরোধ করি তোমার গোচর।
বিশ্বশ্রবার কাছে গিয়া মাগ পুত্রবর।।
তাহার রমণী হয়ে থাক তার ঘরে।
যেরূপেতে পুত্র জন্মে তোমার উদরে।।
পিতার বচনে অতি হইয়া লজ্জিতা।
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিতা।।
একেত রুপসী শশী ভুবনমোহিনী।
করিয়া বিচিত্র সাজ চলে সুবদনী।।
মহামুনি বিশ্বশ্রবা আছে তপস্যায়।
নিকষা বিচিত্র বেশে সম্মুখে দাঁড়ায়।।
বিশ্বশ্রবা জিজ্ঞাসা করে কে তুমি রূপসী।
নিকষা কহিল আমি পুত্র-অভিলাষী।।

পত্নীভাবে আলয়েতে থাকিব তোমার।
মুনি বলে থাক প্রিয়ে গৃহেতে আমার।।
সর্ব্বমতে আদরিণী হবে মম বরে।
এক কন্যা তিন পুত্র ধরিবে উদরে।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে অতি বিকৃত আকার।
বাহুবলে শাসিবেক এ তিন সংসার।।
হইবে মধ্যম পুত্র অতি সে দুর্জ্জন।
অদ্ভুত ধরিবে বলে অদ্ভুত ভক্ষণ।।
করিবেক অনাচার দেব-দ্বিজ-হিংসে।
আপনার দোষে তারা মরিবে সবংশে।।
কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশীলা অতি লোভা।
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইয়া বিধবা।।
কুলের উচিত পুত্র হইবে কনিষ্ঠ।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠ।।
এতেক কহিল যদি মুনি মহাশয়।
নিকষার দুই চক্ষে বারিধারা বয়।।
যোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর।
আমারে কেমন আজ্ঞা কৈলে মুনিবর।।
তোমার ঔরসে পুত্র জন্মিবে যে জন।
ধর্ম্মশীল না হইবে বিচিত্র কথন।।
মুনি বলে বিষাদিতা না হও সুন্দরী।
দৈবের ঘটনা আমি খণ্ডাইতে নারি।।
অগ্নির পতন কালে চাহিয়াছ বর।
অগ্নি হেন দুই পুত্র হইবে দুষ্কর।।
ইহা বলি বিশ্বশ্রবা তপস্যাতে যান।
নিকষা প্রসব কৈল চারিটি সন্তান।।
প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব্ব গঠন।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত বিংশতি লোচন।।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাবণ ভুবন কাঁপে ডরে।
কুম্ভকর্ণে প্রসব করিল তার পরে।।
বিকৃত-আকার দেহ বিষম লক্ষণ।
তারে দেখি অন্তরে কাঁপিল দেবগণ।।
সূতিকাগৃহেতে এসেছিল যত নারী।
মুখে পূরে একবারে সাপটিয়া ধরি।।
কন্যারত্ন ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে।
মুখের গঠন দেখি সবে কাঁপে ডরে।।
লিহ লিহ করে জিহ্বা বিপরীত মাথা।
নাকের বিশ্বাস তার কামারের জাঁতা।।
অঙ্গুলিতে নখ যেন কুলার আকার।
সূর্পণখা নাম তার বিখ্যাত সংসার।।
কন্যা দেখি নিকষার পুলকিত মন।
অবশেষে ভূমিষ্ঠ ধার্ম্মিক বিভীষণ।।
তিন পুত্র এক কন্যা হইল প্রসব।
শুভ সমাচার পায় রাক্ষসেরা সব।।
অনেক রাক্ষস সঙ্গে এল মাল্যবান।
বহু রত্ন ধন দিয়া করিল কল্যাণ।।
ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুস্থির কৈল মন।
বিষ্ণুর ভয়েতে করে পাতালে গমন।।
বিশ্বশ্রবার আশ্রমেতে নিকষা রহিল।
মনুষ্য-আচারে তথা কত দিন গেল।।
দশানন বসিয়াছে নিকষার কোলে।
পিতৃ-সম্ভাষিতে কুবের এল হেনকালে।।
কুবের প্রণাম করে পিতার চরণে।
সঙ্কেতে নিকষা তারে দেখায় রাবণে।।
আসিয়াছে কুবের দেখহ বিদ্যমান।
বৈমাত্রেয় ভাই তোর যক্ষের প্রধান।।
বিধাতা দিয়াছে করি ধন-অধিকারী।
সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী।।

www.bengaliebook.com

তোর মাতামহের নির্ম্মিত সেই লঙ্কা।
পেয়ে রাক্ষসের রাজ্য নাহি করে শঙ্কা।।
উহারে জিনিয়া লঙ্কা পার যদি নিতে।
তবেত আমার ব্যথা ঘুচিবে মনেতে।।
দশানন বলে, মাতা না ভাব বিষাদে।
কেড়ে লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদ।।
কঠোর তপস্যা যদি করিবারে পারি।
কুবেরে জিনিয়া তবে লব লঙ্কাপুরী।।
শুনিয়া মায়ের খেদ হইল কাতর।
তপস্যা করিতে যায় হিমাদ্রি-শিখর।।
কুম্ভকর্ণ দশানন আর বিভীষণ।
গোকর্ণ-বনেতে তপ করে তিন জন।।
কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই দুষ্কর।
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমাথে থাকে নিরন্তর।।
গ্রীষ্মকাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালে চারিপাশে।
সে অগ্নির শিখা গিয়া লাগয়ে আকাশে।।
শীতকালে জলে থাকে দিবস রজনী।
নাহি আহারাদি নিদ্রা শ্বাসগত প্রাণী।।
কত দিনে ফল মূল করিলা আহার।
রাক্ষসের তপ দেখি দেবে চমৎকার।।
কঠোর তপস্যা তারা করে তিন জন।
বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ।।
অনাহারে নিরন্তর বায়ু-আহারেতে।
তিন ভাই তপস্যা করিল হেনমতে।।
নাহিক শিশির উষ্ণ নাহিক বরিষে।
করয়ে কঠোর তপ রাজ্য-অভিলাষে।।
মাথায় পিঙ্গল জটা বল্ক পরিধান।
আচরিল তপস্যার যেমন বিধান।।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ছাড়ি ছয় রিপু।
অস্থিচর্ম্ম সার মাত্র জীর্ণতম বপু।।
তপস্যা করিল পাঁচ হাজার বৎসর।
রাক্ষসের তপস্যাতে ত্রিভুবনে ডর।।
যতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তর।
কাহার সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচর।।
ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয়।
চন্দ্র সূর্য্য ভাবে সদা কি জানি কি হয়।।
যম বলে লইবেক মম অধিকার।
পাতালে বাসুকি ভাবে কি হবে আমার।।
না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর।।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সমাচার।
রাক্ষস তপস্যা করে অতি ভয়ঙ্কর।।
কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া।
নিশাচরে সান্ত্বনা করহ তুমি গিয়া।।
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর।
ব্রহ্মা বলিলেন বর মাগ নিশাচর।।
রাবণ বলে বর যদি দিবে মহাশয়।
আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয়।।
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর।
আমি না পারিব তোরে করিতে অমর।।
দুষ্ট নিশাচর জাতি নহ যে ধর্ম্মিষ্ঠ।
তোমরা অমর হলে মজাইবে সৃষ্ট।।
রাবণ বলয়ে যদি না কর অমর।
তোমার স্থানেতে নাহি চাহি অন্য বর।।
যথা ইচ্ছা তথা ব্রহ্মা করহ গমন।
ইহা বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ।।
রাক্ষসের তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
বিষম উৎকট তপ করে তিন জন।।

কুম্ভকর্ণ করে তপ দেখিতে দুষ্কর।
হেঁট মাথা করি রহে দুই পা উপর।।
গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ড জ্বালে চারিপাশে।
উপরেতে খরতর ভাস্কর প্রকাশে।।
বরিষাতে চারিমাস থাকে পদ্মাসনে।
শিলা-বরিষণ ধারা বহে রাত্রি দিনে।।
শীতকালে স্নিগ্ধ জলে থাকে নিরন্তর।
এইরূপে তপ করে অযুত বৎসর।।
অযুত বৎসর তপ তপনের স্থানে।
ঊর্দ্ধ করে দুই বাহু ঠেকিছে গগনে।।
অযুত বৎসর তপ করে বিভীষণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প-বরিষণ।।
অযুত বৎসর তপ করিল রাবণ।
অনেক কঠোর তপ করে দশানন।।
এক মাথা কাটে এক হাজার বৎসরে।
ব্রহ্মারে আহুতি দেয় আগুন উপরে। ।
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে।
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে।।
খড়্গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন।
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ সদন।।
ব্রহ্মা বলিলেন তপ না করিস আর।
যত চাহ তত দিব ধন-অধিকার।।
দশানন বলে যদি মোরে দিবে বর।
তব বরে সংসারেতে হইব অমর।।
ব্রহ্মা বলে অমর বড় বড়ই দুষ্কর।
ছাড়িয়া অমর বর চাহ অন্য বর।।
রাবণ বলেন যদি না কর অমর।
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর।।
যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অপ্সরা।
চরাচর খেচর পিশাচ বিষধর।।
কারো হাতে না মরিব এই বর দেহ।
সকলে জিনিব আমি না পারিবে কেহ।।
ব্রহ্মা বলে যে বর চাহিলে নিজ-মুখে।
তুষ্ট হয়ে সেই বর দিলাম তোমাকে। ।
যত যত বীর জাতি আছয়ে সংসারে।
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে। ।
বাকি আছে দুই জাতি নর আর বানর।
দশানন বলে মোর তাহে নাহি ডর।।
বাকি যে বানর নর ধরি ভক্ষ্য মধ্যে।
নর আর বানরে কি জিনিবেক যুদ্ধে। ।
রাবণ বলিছ পুনঃ করি যোড়কর।
কাটা মুণ্ড যোড়া যাবে দেহ এই বর।।
ব্রহ্মা বলে দিই বর শুন হে রাবণ।
মুণ্ড কাটা গেলে তোর না হবে মরণ।।
কাটা মুণ্ড যোড়া তোর লাগিবেক স্কন্ধে।
রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে।।
তবে ব্রহ্মা উপনীত বিভীষণ স্থানে।
বর মাগ বিভীষণ যাহা লয় মনে।।
বিভীষণ প্রণমিল যুড়ি দুই কর।
ধর্ম্মেতে হউক মতি মাগি এই বর।।
ব্রহ্মা বলিলেন তুষ্ট হইলাম মনে।
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে।।
বিনা শ্রমে সর্ব্ব শাস্ত্রে হইবে নিপুণ।
ত্রিভুবনে সকলে ঘুষিবে তব গুণ।।
তার পরে কুম্ভকর্ণে গেলা বর দিতে।
দেখিয়া দেবগণ লাগিল কাঁপিতে।।
দেবগণ বলে ভাগ্যে না জানি কি হয়।
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ভয়।।

বিধির নিকটে বর পেলে কুম্ভকর্ণ।
ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ।।
এত ভাবি দেবগণ করিয়া যুকতি।
ডাক দিয়া আনাইল দেবী সরস্বতী।।
দেবীরে কহিল তবে যত দেবগণে।
এই নিবেদন মাতা তোমার চরণে।।
বিধি গিয়াছেন কুম্ভকর্ণে দিতে বর।
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ঠের উপর।।
বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন।
তুমি বল নিদ্রা আমি যাব অনুক্ষণ।।
পাঠালেন যুক্তি করে যতেক অমর।
দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর।।
বিধি বলে কিবা বর মাগ নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাব নিরন্তর।।
বিরিঞ্চি বলেন বর চাহিলে যেমন।
দিবানিশি নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন।।
সরস্বতী চলিলেন আপন ভবন।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ হয়ে অচেতন।।
বর শুনি দশানন এল শীঘ্রগতি।
ব্রহ্মার চরণ ধরি করয়ে মিনতি।।
দশানন বলে সৃষ্টি আপনি সৃজিলে।
ফল সহ বৃক্ষ কেন কাট ডালে-মূলে।।
কুম্ভকর্ণ তোমার সম্বন্ধে হয় নাতি।
এমন দারুণ শাপ না হয় যুকতি।।
নিদ্রা যাবে তব বাক্যে না হইবে আন।
নিদ্রা জাগরণ প্রভু করহ বিধান।।
কাতর হইয়া ধরে ব্রহ্মার চরণে।
কুম্ভকর্ণ-বর শুনি হাসে দেবগণে।।
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বলিল বচন।
ছয় মাস নিদ্রা, একদিন জাগরণ।।
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ।
একেশ্বর সমরে জিনিবে ত্রিভুবন।।
যুদ্ধে কেহ না আঁটিবে কুম্ভকর্ণ বীরে।
কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গিলে যাইবে যমঘরে।।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজস্থানে।
দুই ভাই কুম্ভকর্ণে স্কন্ধে করে আনে।।
বিশ্বশ্রবার ঘরেতে আইল তিন জন।
রাবণ পাইল বর কাঁপে ত্রিভুবন।।

রাবণ কর্ত্তৃক কুবেরের নিকট হইতে লঙ্কারাজ্য গ্রহণ

সুমালী শুনিয়া তাহা অতি হরষিত।
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত।।
সুমালী রাক্ষস উঠে লয়ে পরিজন।
মহোদর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন।।
নিজ পরিবারে লয়ে উঠে মাল্যবান।
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধূম্র খরশান।।
ছিল মাল্যবানের তনয় চারি জন।
ধার্ম্মিক সে চারিজনে নিল বিভীষণ।।
মাল্যবান কোল দিয়া বলে দশাননে।
পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে।।
যে কালে তোমার বাপে কন্যা দিনু দান।
সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ।।
বিষ্ণুভয়ে হয়েছিনু পাতাল-নিবাসী।
তোমরা ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি।।
রাক্ষসের রাজ্য সে কনক-লঙ্কাপুরী।
হয়েছে সে লঙ্কায় কুবের অধিকার।।

কুবের নিকটে দূত পাঠাও একজন।
লঙ্কাপুরী ছেড়ে যাত নহে দিক রণ।।
কষ্ট করি এরূপ রহিব কতকাল।
লঙ্কাপুরী কেড়ে লয়ে কর ঠাকুরাল।।
রাবণ বলে মাতামহ কি কহ আপনি।
জ্যেষ্ঠ ভাই মহাগুরু পিতৃতুল্য জানি।।
জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিসম্বাদ কোন্ জন করে।
হেনবাক্য না বলিহ সভার ভিতরে।।
রাবণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে।
প্রহস্ত ডাকিয়া বলে সভা-বিদ্যমানে।।
কুবেরের মান্য রাখ জ্ঞাতিগণ দুঃখী।
ত্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সুখী।।
দেখ দেব দানব গন্ধর্ব্ব দৈত্যগণ।
ভ্রাতাকে মারিয়া রাজ্য লয় কতজন।।
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান।
মন দিয়া শুন তবে তাহার বিধান।।
বৈমাত্রেয় ভায়ে মারি দেব পুরন্দর।
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর।।
গরুড়ের ভাই অহি সর্ব্বলোক জানে।
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে।।
সর্ব্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল।
ভায়ের গৌরব কে রেখেছে কত কাল।।
গুরু বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি মনোদুঃখ।
কুবের প্রভুত্ব করে তোমার কি সুখ।।
পূর্ব্বে জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস।
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ।।
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ।
ইহা শুনি উদযোগী হইল দশানন।।
তখনি ডাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ।
দূত তুমি যাহ শীঘ্র কহ বিবরণ।।
রাবণের দূত গিয়া নোঙাইয়া মাথা।
যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা।।
রাক্ষসের রাজ্য এই কনক-লঙ্কাপুরী।
এ স্থানে কেমনে রবে ধন-অধিকারী।।
আপন গৌরব রাখ রাবণ-সম্মান।
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা যাহ অন্য স্থান।।
দুরন্ত রাক্ষস-জাতি বুদ্ধি বিপরীত।
লঙ্কা দিয়া রাবণের করহ পিরীত।।
মাতামহ-রাজ্য তাই অধিকার করে।
কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে।।
রাবণ-গৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর।
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা যাও স্থানান্তর।।
রাবণের দূত যদি এতেক কহিল।
কুবের পিতার কাছে সব জানাইল।।
বিশ্বশ্রবা বলেন, শুন ধন-অধিকারী।
দুরন্ত রাক্ষস আমি কি করিতে পারি।।
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ ভাই।
থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্বে কাজ নাই।।
কৈলাস-পর্ব্বতে যাহ যথা ভাগীরথী।
সেইখানে গিয়া তুমি করহ বসতি।।
বিশ্বশ্রবার বচনে কুবের পুলকিত।
রাবণের দূত গেল কহিতে ত্বরিত।।
কুবের পাঠায় দূতে করিয়া মিনতি।
মম আশীর্ব্বাদ বল রাবণের প্রতি।।
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা যাব স্থানান্তর।
কিন্তু নাই অংশা অংশী ধনের উপর।।
ত্রিশকোটি যক্ষে বহে কুবেরের ধন।
লঙ্কা ছেড়ে কৈলাসেতে করিল গমন।।

লঙ্কা পেয়ে রাক্ষসের পরম পীরিত।
লঙ্কাতে করয়ে রাজ্য রাক্ষস দুর্ম্মতি।।
সুমন্ত্রণা করিয়া সকল নিশাচরে।
রাবণে করিল রাজা লঙ্কার ভিতরে।।

রাবণাদির বিবাহ এবং মেঘনাদের জন্ম

মৃগয়া করিতে গেল ভাই তিন জন।
ময়দানবের সঙ্গে হৈল দরশন।।
কন্যারত্ন আছে তার সর্ব্বলোক জানি।
ত্রিভুবন-জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী।।
কন্যা দেখি পিতামাতা বড়ই ভাবিত।
কারে কন্যা বিভা দিব না জানি বিহিত।।
রাবণ বলেন কন্যা লয়ে কেন আছ বনে।
দানব আপন কথা কহে রাজা শুনে।।
দানব বলে অবধান কর মহাশয়।
কোন্ কুলে জন্ম তব দেহ পরিচয়।।
দশানন বলে আমি বিশ্বশ্রবা-নন্দন।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন।।
ময় বলে আমি বিশ্বশ্রবারে ভাল জানি।
বিবাহ করহ কন্যা আমার আপনি।।
কন্যাদান করে ময় পাইয়া কৌতুক।
শক্তি নামে শেলপাট দিলেক যৌতুক। ।
শমনের ভগ্নী শেল সংসারে বিদিত।
সেই শেলে হইলেন লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত।।
রাবণের ব্রহ্মশাপ দানব না জানে।
কন্যাদান করিয়া বিস্ময় হইল মনে। ।
বিমোচন-রাজকন্যা রূপেতে উজ্জ্বলা।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকলা।।
সাত যোজন দীর্ঘ অঙ্গ কুম্ভকর্ণ বীর।
তিন যোজন দীর্ঘাকার কন্যার শরীর।।
বর কন্যা উভয়ে হইলা সুশোভন।
কি রাজযোটক ব্রহ্মা করিল সৃজন।।
সরমা নামেতে ছিল গন্ধর্ব্ব-কুমারী।
বিভীষণ বিভা কৈল পরমা সুন্দরী। ।
মৃগয়াতে গিয়া বিভা কৈল তপোবনে।
বিবাহ করিয়ে ঘরে এল তিন জনে।।
মন্দোদরী-গর্ভে জন্মে পুত্র মেঘনাদ।
তারে দেখি দেবগণ গণয়ে প্রমাদ।।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে যার ডরে।।
কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব-দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে। ।
লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
ত্রিংশৎ যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ।।
পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর।।
ত্রিশকোটি রাক্ষসে নিদ্রার দ্বার রাখে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার সুখে।।
চারি চারি ক্রোশ যুড়ে ঘরের দুয়ার।
রতন পালঙ্কে শুয়ে বীর অবতার।।
শূন্য হৈতে দৃষ্ট হয় অর্দ্ধ কলেবর।
কুম্ভকর্ণ দেখি কাঁপে যতেক অমর। ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিবে যে দিনে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সকলে তাহা জানে।।
সেই দিন সকলেতে সাবধানে ফিরে।
দেবগণ কম্পমান অমর-নগরে।।

কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে।
দেখিয়াত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে।।
বিধির বরেতে রাবণ কারে নাহি মানে।
দেব-দানবের কন্যা ধরে ধরে আনে।।
ইন্দ্রের নন্দন-বন আনে উপাড়িয়া।
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া।।
মুনি ঋষি দেবতার হিংসা করি ফিরে।
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবনের ডরে। ।

রাবণের কুবের-বিজয়ার্থ যাত্রা

কুবের শুনিল যত রাবণের কর্ম্ম।
দূত পাঠায়া দিল জানাইতে ধর্ম্ম। ।
কুবেরের দূত রাবণে নোঙায় মাথা।
যোড়হাত করি কহে কুবেরের কথা।।
দূত বলে মহারাজ তব হিত চাই।
তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই।।
বিশ্বশ্রবার পুত্র তুমি কুলে অবতার।
তোমার করিতে হয় উত্তম আচার।।
দেবতার হিংসা কর দেবগণে দুঃখী।
ঋষি তপস্বীর হিংসা কোন শাস্ত্রে লিখি।।
দেবতা ঋষির কোপ বিপরীত ঘটে।
সাধুজনে হিংসা করি পড়েত সঙ্কটে। ।
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরন্তর।
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর।।
করিলেন উগ্র তপ মলয়-শিখরে।
সর্ব্বদা বিরাজে তথা পার্ব্বতী-শঙ্করে।।
ছদ্মরূপে ভ্রমেন চিনিতে কেহ নারে।
দুইজনে করে কেলি মলয়-শিখরে।।
কেলি-ক্রীড়া কৌতুকে ছিলেন দুই জনে।
কুবের চাহিয়াছিল বামচক্ষু কোণে। ।
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে।
কুবেরের বামচক্ষু পুড়ে সেইক্ষণে।।
এক চক্ষু পুড়ে গেল শুন লঙ্কেশ্‌বর।
এক চক্ষে তপ করে সহস্র বৎসর।।
তথাপি না ঘুচিল দেবীর কোপানল।
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া পিঙ্গল।।
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন।
দেবতাগণেরে হিংসা কর কি কারণ।।
তব অমঙ্গল দেব চিন্তিবে সদাই।
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই।।
এত যদি কহে দূত রাবণ-গোচরে।
শুনিয়া রাবণ রাজা কুপিল অন্তরে। ।
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে।
তোরে কাটি আজি, তারে বধিব জীবনে।।
জ্যেষ্ঠ ভাই বলে তাই এতদিন সহি।
নিকট মরণ তার শুন তোরে কহি।।
কোন্ অহঙ্কারে এত কহিল কুকথা।
হাতে খাণ্ডা করিয়া দূতের কাটে মাথা।।
দূতে কাটি সাজিল কুবেরে কাটিবারে।
দিগ্বিজয় করিতে সাজিল লঙ্কেশ্বরে।।
ত্রিভুবন জিনিতে সাজিল দশানন।
রাবণের সাজনে কাঁপিল দেবগণ।।
শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্য-সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি।।
শত অক্ষৌহিণী নিল জাঠি আর ঝগড়া।
তিন কোটি সাজিয়া চলিল তাজা ঘোড়া। ।

তিন কোটি বৃন্দ রথ করিল সাজন।
মাণিক্যের চাকা রথ সোনার গঠন।।
রাহুত মাহুত হস্তী সাজিল অপার।
আছুক অন্যের কাজ দেবে চমৎকার।।
সেনাপতিগণ নড়ে বড় বড় বীর।
যার বাণ-আঘাতে পর্ব্বত হয় চির।।
অকম্পন প্রহস্ত চলে ষট্ ও নিষট।
শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উৎকট।।
ধূম্রাক্ষ ভাস্কর আদি তপন পনস।
বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস।।
মারীচ রাক্ষস চলে নানা মায়া ধরে।
যত যত বীর ছিল লঙ্কার ভিতরে।।
রাক্ষস মহাপাত্র চলে খর ও দূষণ।
বাঁকামুখ অষ্টবক্র ঘোর দরশন।।
শুক সারণ শার্দ্দূল চলিল জাম্বুমালী।
বজ্রদন্ত বিদ্যুৎজিহ্ব বলে মহাবলী।।
মহাপাশ মহোদর দুই সহোদর।
মকরাক্ষ চলিল যে মহা ধনুর্দ্ধর।।
ত্রিভুবন জিনিতে রাবণ রাজা সাজে।
ঢাক ঢোল আদি করি নানা বাদ্য বাজে।।
লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ।
কুম্ভকর্ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন।।
খাণ্ডা খরশান টাঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্রে সাজিয়া চলিল লঙ্কেশ্বর।।
নানা আভরণ পরি দশানন সাজে।
নাহিক এমন রূপ ত্রিভুবন মাঝে।।

রাবণ কর্ত্তৃক কুবের-সেনাপতির পরাজয়

সসৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার।
কৈলাস-পর্ব্বতে উঠি করে মার মার।।
দূত গিয়া কহিল কুবের বরাবর।
যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর।।
ত্রিশকোটি যক্ষে কুবের পাঠাইল রোষে।
লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষসে।।
রাক্ষস বরিষে বাণ যক্ষের উপরে।
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদগরে।।
পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে।
রাবণের যুদ্ধ কেহ সহিতে না পারে।।
যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ।
পলায় সকল যক্ষ নাহি সহে রণ।।
যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি।
যুঝিতে কুবের তারে দিল অনুমতি।।
বিষ্ণুচক্র সমান তাহার চক্রে ধার।
রাক্ষস উপরে করে বাণ-অবতার।।
চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর।
রুষিল রাবণ রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।।
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ।।
পলাইয়া যায় তবে আওয়াসের গড়ে।
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে।।
রথ হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ।
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প।।
দ্বারপাল-রূপে সূর্য্য আছেন দুয়ারে।
রাখিলা কপাট দিয়া রাবণের ডরে।।
কুপিল রাবণ রাজা বলে মহাবলী।
পুরীর ভিতরে যায় করে ঠেলাঠেলি।।

পাথরের কপাট তুলিয়া এক টানে।
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে।।
রক্তে রাঙ্গা হয়ে পড়ে রাজা দশানন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ।।
সে পাথর তুলি রাবণ দ্বারপালে হানে।
পড়িল সে দ্বারপাল পাথর চাপনে।।
দ্বারপাল অচেতন কুবের চিন্তিত।
সেনাপতি মণিভদ্রে ডাকিল ত্বরিত।।
মণিভদ্র শুনহ প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া কৃতী।।
বাছিয়া কটক কর সত্বরে সাজন।
হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ।।
দিলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি।
চব্বিশকোটি সেনা দিল তাহার সিংহতি।।
লইয়া বিকট সৈন্য মণিভদ্র নড়ে।
গর্জ্জিয়া কটক চলে মহাশব্দ করে।।
মণিভদ্র এসে করে বাণ বরিষণ।
চারিদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ।।
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান।
যক্ষ কটক বিন্ধিয়া করিছে খান খান।।
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে।
ভঙ্গ দিল যক্ষগণ না পারে সহিতে।।
উভরড়ে পলাইল আউদর-চুলি।
দেখিয়া রুষিল মণিভদ্র মহাবলী।।
মনিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে।
দেখিয়া রুষিল রাবণ লঙ্কার ঈশ্বরে।।
মণিভদ্র দশানন দুইজনে রণ।
গদা হাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ।।
দশ যোজন পর্ব্বত আনিল বায়ুভরে।
গর্জ্জিয়া পর্ব্বত হানে রাবণের শিরে।।
রাবণ মারিল বাণ উঠিল আকাশে।
সেই বাণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে।।
মণিভদ্র-মুখ দেখি রুষিল রাবণ।
কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন।।
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে।
কুবেরের ভগ্নদূত কহে ঊর্দ্ধশ্বাসে।।

রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ

মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিন্তিত।
আপনি আইল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত।।
ডাক দিয়া বলে শুন ভাই রে রাবণ।
আমার সহিত তব যুদধ কি কারণ।।
মণিভদ্রে পাঠালাম যুঝিবার তরে।
কুড়ি হাতে চাপি তুমি বধিলে তাহারে।।
নিরুপায় পক্ষে আমি এসেছি যুদ্ধেতে।
বধিতে নারিবে আর চেপে কুড়ি হাতে।।
করেছ অনেক তপ অস্থিচর্ম্ম সার।
নারিলে অমর হতে কোন্ অহঙ্কার।।
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে।
কুকর্ম্ম করিয়া ভাই পড়িবে প্রমাদে।।
যথা তথা যুদ্ধ করে অবশ্য মরণ।
মৃত্যুকালে মনে করো আমার বচন।।
অমর হয়েছি কিসে লইবে পরাণ।
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান।।
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে।
রাবণের পাত্র মিত্র সবে পড়ে লাজে।।

কুবুদ্ধি ঘটিল রাজা দুষ্ট নিশাচরে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে কুবেরের শিরে।।
ছি ছি বলি কুবের দিলেন টিটকারী।
এই মুখে যাবে ভাই স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।।
দুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কুবেরের বাণে রাজা হইল জর্জ্জর।।
ঘায়ে জর জর রাবণ কুবেরের বাণে।
কেমন জিনিব রণ ভাবে মনে মনে।।
সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
মায়ারূপে করে কুবেরের সনে রণ।।
শার্দ্দূল হইয়া কেহ কামড়ায়ে মারে।
বরাহ হইয়া কেহ দন্ত দিয়া চিরে।।
মেঘ হৈয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপরে।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন গদার প্রহারে।।
শেল শূল মারে কেহ গজের গর্জ্জনে।
কুবেরে প্রহার করে রাজা দশাননে।।
রক্তে আক্ত কুবের পড়িল ভূমিতলে।
উপাড়িয়ে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে।।
কুবেরে ধরিয়া লয় যত অনুচরে।
ধরিয়া রাখিল লয়ে পুরীর ভিতরে।।
কুবেরের ভাণ্ডার লুটিল দশানন।
বিশেষ পুষ্পক-রথ আর বহু ধন।।
প্রবেশিল রাবণ তাহার অন্তঃপুরী।
দেখিয়া পলায় সবে যত ছিল নারী।।
কুবেরের অন্তঃপুরে হৈল হাহাকার।
রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার।।

রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ প্রদান ও রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন

কুবের জিনিয়া লয় শঙ্করের পুরী।
মহাদেব সহ সম্ভাষিতে ত্বরা করি।।
কার্ত্তিকের জন্মস্থান স্বর্ণ- শরবন।
ঠেকিয়া তাহাতে রথ রহিল রাবণ।।
বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার।
রাবণ পাত্রের সহ যুক্তি করে সার।।
মারীচ রাক্ষস কহে রাবণের কাণে।
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে।।
সারথি চালায় রথ, রথ নাহি নড়ে।
দেখিতে দেখিতে শিব-দূত আসি পড়ে।।
না চালাও এই রথ কৈলাস-শিখর।
গৌরী সহ কেলি করিছেন মহেশ্বর।।
হেথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব নাহি আসে।
এ পর্ব্বতে আসিতেছ কাহার সাহসে।।
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
রত হৈতে নামিয়া আইলা শিবস্থানে।।
নন্দী নামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে।
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে।।
বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর।
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর।।
নন্দী বলে আমি শঙ্করের দ্বারপাল।
আমার সম্মুখে কেন কর ঠাকুরাল।।
দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস।
এ বানর তোমার করিবে সর্ব্বনাশ।।
দুরাচার তোরে মারি কোন্ প্রয়োজন।

নিজ দোষে সবংশে মরিবি দশানন।।
রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কাণে।
কুড়ি হাতে সাপটিয়া সে কৈলাসে টানে।।
কৈলাস ধরিয়া দশানন দিল নাড়া।
সত্তর যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া।।
টলমল করে গিরি দেব কাঁপে ডরে।
পর্ব্বত-নিবাসী গেল ধূর্জ্জটির আড়ে।।
সবে বলে মহাদেব কর পরিত্রাণ।
কোন্ বীর আসিয়া পর্ব্বতে দিল টান।।
রাবণের ক্রীড়া দেখি হাসে কৃত্তিবাস।
বাম-চরণের নখে চাপেন কৈলাস।।
ব্যথাতে রাবণ ছাড়ে মহা চীৎকার।
শিবের নিকটে কি তাহার অহঙ্কার।।
হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জ্জটির বরে।
সেই রথে চড়ি রাবণ পলায়ন করে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
গাহিল উত্তরকাণ্ড গীত রামায়ণে।।

বেদবতীর উপাখ্যান

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ মুনিবর করিয়া প্রকাশ।।
কৈলাস এড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন।।
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান।।
বেদবতী নামে কন্যা পরম শোভনা।
তপস্যা করেন বনে হিমাংশু বদনা।।
পবিত্র-আকৃতি তাঁর পবিত্র প্রকৃতি।
শুদ্ধসত্ত্বা শুদ্ধমতি সূর্য্য সম জ্যেতি।।
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত।
কন্যাকে দেখিয়া দুষ্ট হইল মোহিত।।
অতিথি-আচারে কন্যা দিলেন আসন।
কামে মুগ্ধ দশানন জিজ্ঞাসে তখন।।
কে তুমি কাহার কন্যা, কাহার কামিনী।
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী।।
এ রূপ যৌবন ধর না কর বিলাস।
কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস।।
কন্যা বলে মোর কথা কহিতে বিস্তর।
যেহেতু তপস্যা করি শুন লঙ্কেশ্বর।।
কুশধ্বজ পিতা, পিতামহ বৃহস্পতি।
সে কুশধ্বজের কন্যা আমি বেদবতী।।
পিতা বেদ পড়িতেছিলেন যেইক্ষণে।
জন্মিলাম সেইক্ষণে তাঁহার বদনে।।
অযোনিসম্ভবা নাম থুইল বেদবতী।
পিতার অধিক স্নেহ হৈল আমা প্রতি।।
দিবেন উত্তম পাত্রে এই তাঁর পণ।
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ।।
অতএব বিষ্ণুসহ বিবাহ আমার।
দিবেন এ বাঞ্ছা ছিল নিতান্ত পিতার।।
ইতিমধ্যে শুম্ভ নামে দৈত্যহস্তে পিতা।
মরিলেন, মাতা হইলেন অনুমৃতা।।
আজন্ম তপস্যা করি এই অভিলাষে।
কতদিনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে।।
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে।
রথ হৈতে নামিয়া কহিল মৃদুভাষে।।

www.bengaliebook.com

ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গুণ তুমি ধর।
সুন্দরি কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর।।
কুটিল সে কালোরূপ কোথা নারায়ণ।
নাগাল পাইপে তার বধিব জীবন।।
কন্যা বলে হেন বাক্য না বল বদনে।
কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে।।
শুনিয়া কন্যার কথা দুষ্ট দশানন।
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান।।
দৌরাত্ম্য করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ।
কন্যা বলে অপমান কর কি কারণ।।
প্রবেশ করিব আমি জ্বলন্ত আগুনে।
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে।।
পাইয়া ব্রহ্মার বর হলি পাপকারী।
অল্পপ্রাণী নারী হই কি করিতে পারি।।
তপস্যার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি।
বিফল হইবে এত তপস্যা আমারি।।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিল আনিয়া কাষ্ঠরাশি।
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী।।
অগ্নিকে প্রার্থনা করে করি বহু সেবা।
শ্রেষ্ঠকুলে জন্মি যেন অযোনিসম্ভবা।।
নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম-জন্মান্তরে।
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে।।
রাবণ লাগিয়া মরি সর্ব্বলোকে দুঃখী।
মোর লাগি রাবণ মরিবে লোক সাক্ষী।।
প্রবেশ করিল কন্যা মহা বৈশ্বানরে।
পুষ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে। ।
জনক-রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা।
পতিব্রতা অবতীর্ণা তিনি শুভান্বিতা।।
পতিব্রতা শাপ কভু নহে অন্য মত।
সীতা লাগি মরিল রাবণ আদি যত।।
ত্রেতাযুগে রঘুনাথ তুমি তার পতি।
অযোনিসম্ভবা সীতা সেই বেদবতী।।
অহঙ্কারে দশানন সবংশেতে মজে।
অধর্ম্মী হইলে সুখ নাহি কোন কাজে।।

মরুত্ত রাজার যজ্ঞ-বৃত্তান্ত

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ।।
বেদবতী হরিয়া রাবণ কোথা গেল।
কহ শুনি মুনিবর পুরাণ সকল।।
অগস্ত্য বলেন কারে রাবণ না মানে।
শাপ গালি যত দেয় কিছু নাহি শুনে।।
যত যত রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
সবারে জিনিল দশানন বাহুবলে।।
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাধনী।
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বনি।।
যজ্ঞভাগ লইতে আইল দেবগণ।
রথে চড়ি সেইখানে চলিল রাবণ।।
ত্রাস পায় দেবগণ রাবণেরে দেখি।
সর্প যেমন মাথা নোঙায় দেখি তার্ক্ষ্য পক্ষী।।
না দেখিয়া উপায় সকল দেবগণ।
পক্ষীরূপ হইয়া হইল অদর্শন।।
ইন্দ্র হন ময়ূর কুবের কাঁকলাস।
যম কাকরূপ হন বরুণ সে হাঁস।।
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাসুখে।

www.bengaliebook.com

রণ দেহ বলিয়া রাবণ তাঁকে ডাকে।।
মরুত্ত বলেন আমি তোমারে না চিনি।
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি।।
দশানন বলে আমি ভুবনে বিদিত।
রাবণ আমার নাম সংসারে পূজিত।।
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী।
লইলাম তাহার কনক-লঙ্কাপুরী।।
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে।
শুনিয়া মরুত্ত রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।।
জ্যেষ্ঠের হরিয়া মান কহিছ আপনি।
হেন কথা লোকমুখে কখন না শুনি।।
ধার্ম্মিকের অপমান অধার্ম্মিকে করে।
ধার্ম্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে।।
পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহি ডর।
মানুষের হাতে আজি যাবি যমঘর।।
অস্ত্র লয়ে রাজা যায় যুঝিবার মনে।
হাত পসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে।।
মহেশের যজ্ঞে রাজা অনুচিত কোপ।
আপনি হইবে দুষ্ট সবংশেতে লোপ।।
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ।
পরাজয় মান রাজা হউক সন্তোষ।।
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর।
কহিল পাপিষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর।।
পরাজয় মানিল মরুত্ত যজ্ঞস্থানে।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণে সব ডাক দিয়া আনে।।
দশ বিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে।
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দূরে।।
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল।
দেবগণ পক্ষী হইতে বাহির হইল।।
পক্ষী হইতে দেবতা পাইল পরিত্রাণ।
পক্ষিগণে দেবগণ করেন কল্যাণ।।
ইন্দ্র বলে ময়ূর তোমারে দিলাম বর।
হউক সহস্র চক্ষু লেজের উপর।।
পূর্ব্বেতে ময়ুর ছিল সামান্য আকার।
ইন্দ্র-বরে সহস্র লোচন হইল তার।।
যখন আকাশে মেঘ করিবে গর্জ্জন।
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্ত্তন।।
বর কাঁকলাসেরে দিলেন ধনেশ্বর।
স্বর্ণবর্ণ হউক তোমার কলেবর।।
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে।
স্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে।।
বরুণ বলেন হংস দিলাম এ বর।
চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর।।
আমি এক লোকপাল সলিলেন পতি।
তোমার চরিতে জলে হইবে পিরীতি।।
যম বলে কাক আমি দিলাম এ বর।
তোমার নাহিক রবে মরণের ডর।।
রোগ পীড়া তোমার না হইবে সংসারে।
তব মৃত্যু হয় যদি মানুষেতে মারে।।
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার।
যমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার।।
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার।
বর দিয়া দেবগণ গেল স্বর্গদ্বার।।
মরুত্তের যজ্ঞকথা অতি চমৎকার।
তাহাতে সোণার পাত্র পর্ব্বত-আকার।।
স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জি নিত্য করেন বর্জ্জন।
সেই সোনা ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন।।
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন।

www.bengaliebook.com

মরুত্ত সমান আর নাহি কোন জন।।
মরুত্ত-রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে।
এমন ভূপাল ছিল চন্দ্রমার বংশে।।
মরুত্ত-রাজার যজ্ঞ সংসারে বিদিত।
উত্তরকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস সুপণ্ডিত।।

রাবণের অনরণ্য রাজার সহিত যুদ্ধ

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ।।
মরুত্তে জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ- কথন।।
মুনি বলে যদি শুনে বীর তথা আছে।
তখনি রাবণ যায় দ্রুত তার কাছে।।
গিয়া কহে আমারে সত্বর দেহ রণ।
পরাজয় মানিলে না মারে দশানন।।
পরাজয় যে না মানে করি অহঙ্কার।
রাবণের ঠাঁই তার নাহিক নিস্তার। ।
পুরন্দর নিজমুখে মানে পরাজয়।
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয়। ।
এরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবী-মণ্ডলে।
অযোধ্যা জিনিতে যায় জয় জয় বলে।।
অনরণ্য নামে রাজা ছিল অযোধ্যায়।
বার্ত্তা পেয়ে দশানন তাঁর কাছে যায়।।
তব পূর্ব্বপুরুষ সে অনরণ্য নাম।
রাবণ তাঁহার কাছে চাহিল সংগ্রাম।।
লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য।
রণ দেহ আমারে না চাহি কিছু অন্‌য।।
শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার।
কটকেতে মিশামিশি হৈল মহামার।।
প্রাচীন বয়স রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে।
ভ্রূ-দ্বয় তুলিয়া বান্ধি রাজা সব দেখে।।
বহুকাল-জীবি রাজা পৃথিবী ভিতর।
রাজার বয়স বাইশ হাজার বৎসর।।
আইল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া কত।
অস্ত্র শস্ত্র আনিল রাজার ছিল যত।।
সৈন্য দুই কটক রাজার মহাবল।
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল।।
অনরণ্য রাজা করে বাণ বরিষণ।
রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন।।
সেনাপতি ভঙ্গ দেখি রাবণ ফাঁফর।
অনরণ্য সহ যুঝে ক্রোধে লঙ্কেশ্‌বর।।
রাবণ অসংখ্য বাণ করে বরিষণ।
বুড়া রাজা সমরে হইল অচেতন।।
আপনা সারিয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে জর্জ্জর দেহ হইল রাবণ।।
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
যেমন গঙ্গার ধারা পর্ব্বত-শিখরে।।
কেহ না জিনিতে পারে, নাহি পায় আশ।
উভয়ে বরিষে বাণ নাহি ফেলে শ্বাস।।
দশানন বাণ এড়ে শূন্য হৈল তূণ।
তখন বুড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ।।
আর বাণ যাবৎ না যোগায় সারথি।
তাবৎ রাবণ মনে করিল যুকতি।।
রাবণ রাজার বুকে মারিলা চাপড়।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ফড়।।

www.bengaliebook.com

মৃত্যুকালে বুড়া রাজা করে ছটফট।
ধাইয়া রাবণ গেল বুড়ার নিকট।।
রাজভোগে বুড়া কভু নাহি জান রণ।
আমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য মরণ।।
জগৎ জিনিয়া ভ্রমি আপনার তেজে।
অবশ্য মরণ যে আমার সনে যুঝে।।
গর্ব্ব করে বলে রাজা মরণের কালে।
শাপ বর দিব যারে, ততক্ষণে ফলে।।
অনরণ্য বলে কিবা কর অহঙ্কার।
কভু হারি কভু জিনি রণ-ব্যবহার।।
বহু যুদ্ধ করি তুষিলাম দেবগণে।
নানারত্নে দানেতে তুষিলাম ব্রাহ্মণে।।
রাজা হয়ে করিলাম প্রজার পালন।
তিন লক্ষ দ্বিজে নিত্য করাই ভোজন।।
এ সব আমার পুণ্য জানে সবে ভালে।
তোরে যে বধিবে সে জন্মিবে মম কুলে।।
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গপুর।
দিগ্বিজয় করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর।।
তব পূর্ব্বপুরুষেরে জিনিল যে রণে।
সে রাবণ পড়িল শ্রীরাম তব বাণে।।
পূর্ব্বকথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস।
গাহিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ

শ্রীরাম বলেন বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ব্বল।
তেকারণে হয়েছিল রাবণ প্রবল।।
বীরশূন্যা পৃথিবী ছিলেন সে সময়।
তেঁই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয়।।
সেকালের রাজা ব্রহ্ম অস্ত্র নাহি জানে।
রাবণের পরাজয় নহে তেকারণে।।
মুনি বলেন, দশানন নানা মায়া ধরে।
রাক্ষস করিলে মায়া কোন্ জন তরে।।
মায়া-রণ দেখা-রণে অনেক অন্তর।
তেকারণে পরাজিত নহে লঙ্কেশ্বর।।
মানুষ হইয়া যিনি বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
তাঁর ঠাঁই রাবণ যে পায় অপমান।।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা ছিল চন্দ্রবংশে।
সে সহস্র হাত ধরে জন্ম বিষ্ণু অংশে।।
নানা মূর্ত্তি ধরিয়া সে রাজ্য রাজ্য রাখে।
যাঁর নামে হারাধন আসিত সম্মুখে।।
শত শত কামিনী লইয়া কুতূহলে।
অর্জ্জুন করিত কেলি নর্ম্মদার জলে।।
মাহিষ্মতী-নগরে তাঁহার ছিল ঘর।
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজি রণ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কি করিল পলায়ণ।।
রাক্ষস-কটক চাপ অতি ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন রাজার কাছে কার নাহি ডর।।
লোক বলে কিবা চাহ তুমি এই স্থলে।
করেন ভূপতি ক্রীড়া নর্ম্মদার জলে।।
নর্ম্মদায় যায় বীর অর্জ্জুন উদ্দেশে।
পথে যেতে বিন্ধ্যাগিরি দেখিল হরিষে।।
নানা ফল ফুল দেখে অতি মনোহর।
নানা পক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর।।
নৃত্য করে ময়ূর, ঝঙ্কারে মধুকর।
নানা হংস কেলি করে দেখিতে সুন্দর।।

www.bengaliebook.com

দানব গন্ধর্ব্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর।
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর।।
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে।
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্ব্বত উপরে।।
উভরড়ে দেবগণ পলাইল ত্রাসে।
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে।।
নির্ম্মল নদীর জল পর্ব্বতেতে বয়।
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয়।।
বিন্ধ্যগিরি এড়ি গেল নর্ম্মদার কূলে।
জলকেলি করে তথা কেশরী শার্দ্দুলে।।
সহ শুক সারণ প্রভৃতি পরিজন।
রথ হৈতে সেইখানে উলিল রাবণ।।
মধ্যাহ্নকালের রৌদ্র তাপিতা পৃথিবী।
রাবণে দেখিয়া মন্দতেজ হৈল রবি।।
দুই কূলে বাল সে স্ফটিক হেন দেখি।
বহু জন্তু কেলি করে নানাবিধ পাখী।।
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল।
ধীরে ধীরে বায়ু বহে অতি সুকোমল।।
সৈন্য সঙ্গে নামিয়া রাবণ যায় জলে।
ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে।।
সাঁতারে রাবণ রাজা নর্ম্মদার জলে।
আপনি করিয়া স্নান উঠিলেক কূলে।।
দেবদেব মহাদেব জগতের রাজা।
নানা উপচারে রাবণ করে তাঁর পূজা।।
স্বর্ণ-শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চন-মেখলা।
ভক্তিতে রাবণ পূজে দেবার্চ্চন-বেলা।।
শত সুবর্ণের পাত্র লাগে পূজা-সাজে।
শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে।।
করাইল শিবলিঙ্গে স্নান সেই জলে।
কলস করিয়া গন্ধ তদুপরি ঢালে।।
মন্ত্র জপ করিল লইয়া জপমালা।
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চ্চন-বেলা।।
কুড়ি হাত পসারিয়া নাচে রঙ্গ ভঙ্গে।
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে।।
এদিকে অর্জ্জুন রাজা হয়ে হৃষ্টমতি।
জলক্রীড়া করে সঙ্গে শতেক যুবতী।।
প্রসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল।
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল।।
ছিল যে কাঁকালি জল হইল পাথার।
শত শত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার।।
হাত সম্বরিয়া রাজা এড়ি দিল পানি।
আকুল হইয়া ডাকে যতেক রমণী।।
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাণী সব ভাসে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে।।
তাহার উপর হাত দেয় কাতে কাতে।
সে জল উজান বহে কূল ভাঙ্গে স্রোতে।।
শিবপূজা করিছে রাবণ সেই কূলে।
স্রোতে তার ফল ফুল ভাসাইল জলে।।
রাবণ আপনি গায় আপনি সে নাচে।
বার্ত্তা জানিবারে শুক সারণেরে পুছে।।
না ভাঙ্গে রাবণ মৌন, হাতে তুড়ি দিল।
বৃত্তান্ত জানিতে শুক সারণ চলিল।।
নিষ্ঠা বার্ত্তা জানিয়া যে তাহারা জানায়।
তোমারে ভেটিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চায়।।
সুন্দর অর্জ্জুন রাজা যেন দেবপতি।
জলক্রীড়া করে সব লইয়া যুবতী।।
নদীতে সহস্র হস্ত প্রসারে দীঘল।
সহস্র হস্তেতে তার বদ্ধ করে জল।।

www.bengaliebook.com

সহস্র হস্তেতে সেতু বান্ধি রাখে জল।
ভাঁটা জল উজান বয় সে অপূর্ব্ব কল।।
জাঙ্গাল সহস্র হাতে বান্ধি রাখে নদী।
তেকারণে ভাসিতেছে ফল ফুল আদি।।
যে কার্ত্তবীর্য্যের হেতু হেথা আগমন।
নর্ম্মদার জলে তারে কর দরশন।।
অর্জ্জুনের বার্ত্তা পেয়ে চলে দশানন।
দুই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ।।
অর্জ্জুন সহস্র করে করে জলখেলা।
সহস্র সহস্র তার বেষ্টিত মহিলা।।
তাহার পাত্রের স্থানে কহিছে রাবণ।
অর্জ্জুনেরে কহ গিয়া মম আগমন।।
স্ত্রী লইয়া তোর রাজা সুখে করে স্নান।
বল গিয়া রাজারে রাবণ রণ চান।।
এত যদি রাবণ পাত্রের প্রতি বলে।
কুপিল সে রাজপাত্র রাবণের বোলে।।
স্ত্রী লইয়া মহারাজ সুখে কেলি করে।
এ সময় কোন্ জন বলে যুঝিবারে।।
রনের সময় না জানিস নিশাচর।
অর্জ্জুনের হাতে আজি যাবি যমঘর।।
স্ত্রী লইয়া করে রাজা হাস্য পরিহাস।
তোর বাক্যে কেন আমি যাব তাঁর পাশ।।
কুড়িখান হাতে তোর এত অহঙ্কার।
সহস্র হস্তেতে কার্ত্তবীর্য্য-অবতার।।
বীর হেন দেখিস কি তুই আপনারে।
করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে।।
অর্জ্জুন পাইলে তোরে মারিবে আছাড়।
দশমুণ্ড ভাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড়।।
দেব দৈত্য জিনিয়া বেড়াইস যেন সর্প।
তেঁই সে কারণে তোর বাড়িয়াছে দর্প।।
অর্জ্জুন রাজার কাছে কর অহঙ্কার।
মানুষ হইয়া তিনি দেব-অবতার।।
জন্মিলি রাক্ষসকুলে নানা মায়া ধর।
হের দেখ রাজা মোর মায়ার সাগর।।
আকাশে থাকিয়া যুঝে কভু নাহি দেখি।
মেঘরূপে বর্ষে জল, উড়িলে সে পাখী।।
সরলের সোজা তিনি বাঁকা প্রতি বাঁকা।
পড়িলে তাঁহার ঠাঁই তবে যায় দেখা।।
অর্জ্জুনেরে না পারিবি এরি মারিবারে।
প্রাণ রক্ষা কর গিয়া ঝাট যাহ ঘরে।।
আমার সমরে যদি পাস অব্যাহতি।
তবে গিয়া ঘাটাইস্ অর্জ্জুন নৃপতি।।
কুপিল রাবণ রাজা মহা ভয়ঙ্কর।
রাক্ষস মানুষে যুদ্ধ বাধিল বিস্তর।।
শুক সারণ মারীচ রাক্ষস মহাবীর।
রাক্ষসের মায়ারণে নর নহে স্থির।।
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষ-সৈন্য পড়ে।
অর্জ্জুনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে।।
মারিয়া তোমার সৈন্য ফেলিল রাবণ।
অগ্নি হেন কোপে জ্বলে শুনিয়া অর্জ্জুন।।
যুঝিবারে অর্জ্জুন চলিল মহাবীর।
ভয়ে রাজ-নিতম্বিনী কেহ নহে স্থির।।
স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর।
সবারে অভয় দানি রাজা করে স্থির।।
পাত্র সহ অন্তঃপুরে পাঠায় স্ত্রীগণ।
স্বর্ণ-গদা হাতে করি ধাইল অর্জ্জুন।।
গভীর গর্জ্জনে আসে পর্ব্বত-আকার।
গদা হাতে রাক্ষসেরে বলে মার মার।।

www.bengaliebook.com

দুর্জ্জয় শরীর রাজা অতি ভয়ঙ্কর।
তিনশত যোজন যুড়িয়া পরিসর।।
ছয়শত যোজন শরীর দীর্ঘতর।
সহস্র হস্তেতে ধরে সহস্র ভূধর।।
দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের শিরে মারে লোহার মুদগর।।
পড়িল মুষল যেন ঝঞ্ঝনা চিকুর।
অর্জ্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চূর।।
অর্জ্জুন সহস্র হাতে গদা এক চাপে।
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে।।
মোহ গেল প্রহস্ত সে অত্যন্ত কাতর।
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লঙ্কেশ্বর।।
কুড়ি হাতে অস্ত্র অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ।
সহস্র হস্তেতে লোফে অর্জ্জুন রাজন্।।
দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠনঠনি।
ত্রিভুবন জল স্থল কম্পিতা মেদিনী।।
উভয় হস্তীর যুদ্ধ দন্ত হানাহানি।
দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি।।
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীর রণ করে নাহি অবসাদ।।
উভয়ে বরিষে বাণ দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর।।
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুইজন।
দেবতা অসুরে যেন পূর্ব্বে হৈল রণ।।
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠুর।
অর্জ্জুনের বুকেতে ঠেকিয়া হৈল চূর।।
ধরিল দুর্জ্জয় গদা অর্জ্জুন নৃপতি।
রাবণের বুকেতে মারিল শীঘ্রগতি।।
মোহ গেল রাবণ সে গদার আঘাতে।
এড়িয়া ধনুক বাণ লাগিল কাঁপিতে।।
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে।
গরুড় ধরিয়া যেন নিল অজগরে।।
ধরিয়া সহস্রহাতে রাখে কক্ষতলি।
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি।।
বান্ধিল সহস্র হাতে তার কুড়ি হাত।
রাবণ ভাবিছে একি হইল উৎপাত।।
সাধু সাধু আকাশে ডাকিছে দেবগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ।।
হস্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ।।
নানা অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারিভিতে।
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে।।
কত হাতে ধরিয়া রহিছে দশাননে।
কত হাতে খেদাড়ে সে নিশাচরগণে।।
মারীচ খর দূষণ প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনেরে স্তুতি করে রাক্ষস সকল।।
রাক্ষসের স্তবেতে অর্জ্জুন রাজা হাসে।
কক্ষে রাবনেরে চাপি চলিল আবাসে।।
রাবণে লইয়া রাজা পদব্রজে যায়।
রাবণের লইয়া রাজা পদব্রজে যায়।
রাবণের দুর্দ্দশা দেখিতে সবে পায়।।
অর্জ্জুনেরে ডাক দিয়া বলে দেবগণে।
চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে।।
অর্জ্জুনেরে দেবগণ করেন বাখান।
তোমার প্রসাদে আজি পাইলাম ত্রাণ।।
কুতূহলে দেবগণ করে হুলাহুলি।
রাবণেরে লয়ে পুরে সান্ধাইল বলী।।
বন্দীশালে নিয়ে ফেলে মরার আকার।

www.bengaliebook.com

রাবণের টুটিল সে সব অহঙ্কার।।
কুড়ি হাত ফুঁড়িলেক আর দশ গলা।
দৃঢ় বান্ধিলেক দিয়া লোহার শৃঙ্খলা।।
বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর।
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর।।
পাথর তুলিয়া দিল সত্তর যোজন।
পাশ উলটিতে নারে দুরন্ত রাবণ।।
রাবণেরে বদ্ধ করি রাখি কারাগারে।
অর্জ্জুন করিতে কেলি গেল অন্তঃপুরে।।
ধরিল সহস্র হাতে সহস্র যুবতী।
মনোসুখে কেলি করে অর্জ্জুন-নৃপতি।।
অর্জ্জুনের নামে হয় পাপ বিমোচন।
অর্জ্জুনের নামে পাই হারাইলে ধন।।
বিষ্ণু-অবতার রাজা বলে মহাবলী।
কৃত্তিবাস রচে অর্জ্জুনের জলকেলি।।

পুলস্ত্য কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের কারাগার হইতে রাবণের মুক্তিলাভ

দশাস্যকে বন্দী করি থুইল অর্জ্জুন।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ। ।
পুলস্ত্য যে মহামুনি স্বর্গলোকে বৈসে।
শুনিয়া নাতির বার্ত্তা মর্ত্ত্যলোকে আসে।।
দশদিক আলো করে মুনির কিরণ।
অর্জ্জুনের ঘরে আসি দিল দরশন।।
পাত্র মিত্র সহ রাজা আইল সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সে মুনির পূজা করে।।
সহস্র হস্তেতে পঞ্চশত পুটাঞ্জলি।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে কুতূহলী। ।
ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন।
কি আছে আমার কাছে প্রভু প্রয়োজন।।
আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্ম্মল।
আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল উজ্জ্বল।।
দেবগণ বন্দে গিয়া যাঁহার চরণ।
আমার আলয়ে আজি তাঁর আগমন।।
পুত্র পৌত্র আছে প্রভু, তোমা বিদ্যমান।
কি কার্য্য করিব মুনি কহ সম্বিধান।।
মুনি বলে, রাজা তব সফল জীবন।
তোমার সদৃশ প্রিয় আছে কোন্ জন।।
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবনে।
আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে।।
রাবণ আমার হয় সম্বন্ধেতে নাতি।
নাতিদান দিলে তবে পাই অব্যাহতি। ।
রাখিয়াছ বন্দী করি শুনি বন্দীশালে।
হস্ত পদ বদ্ধ তার লোহার শিকলে।।
আমার গৌরব রাখ করহ সম্মান।
আমারে করিয়া ক্ষমা দেহ নাতিদান। ।
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন।
পাত্রেরে বলিল ঝাট আনহ রাবণ।।
দুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া রড়।
খসাইল রাবণের গলার নিগড়।।
কুড়ি হাত রাবনের বদ্ধ যোড়ে যোড়ে।
রাজার আজ্ঞায় সে সমস্ত বদ্ধ ছাড়ে।।
খসাইল পায়ের দাড়াকু দৃঢ়তর।
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর।।
কুড়ি হাত ফুঁড়িয়া বান্ধিয়া ছিল চামে।
করিল বন্ধন-মুক্ত সে সকল ক্রমে। ।

www.bengaliebook.com

রাবণে আনিয়া দিল মুনি বিদ্যমানে।
মাথা তুলি না চাহে রাবণ অপমানে।।
স্নান করাইয়া পরাইল দিব্য বাস।
দিব্য অলঙ্কার দিল মাণিক্য প্রকাশ।।
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প দিয়া বিভূষণ।
পুলস্ত্য-মুনির করে করে সমর্পণ।।
মুনির বচনে তথা ধর্ম্ম-অগ্নি জ্বালি।
অর্জ্জুনে রাবণে যে করাইল মিতালি।।
পুলস্ত্য গেলেন স্বর্গে দশানন লঙ্কা।
মুনির প্রসাদে দূরে গেল তার শঙ্কা।।
অগস্ত্য বলেন মন দেহ রঘুবর।
অর্জ্জুনের পিতা তপ করিল বিস্তর।।
আপনি দিলেন বর তারে নারায়ণ।
অর্জ্জুন স্বরূপ আমি তোমার নন্দন।।
তোমার অর্জ্জুন সে সহস্র হাত ধরে।
হেন অর্জ্জুনেরে কেহ জিনিতে না পারে।।
বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকা চুরি।
রাজ্যেতে কোটাল নাহি আপনি প্রহরী।।
হারাইলে ধন পায় অর্জ্জুন-স্মরণে।
চন্দ্রবংশে রাজা নাহি সম তাঁর গুণে।।
বিষ্ণু-অংশধর মহাবীর চরাচরে।
ভৃগুরাম মারেন সেই অর্জ্জুন রাজারে।।
অনিত্য শরীর নিত্য জ্ঞান করা বৃথা।
অর্জ্জুনের এই দশা অন্যে কিবা কথা।।
অর্জ্জুনের কীর্ত্তিতে আবৃত এ সংসার।
কৃত্তিবাস রচিল অর্জ্জুন-অবতার।।

বালি ও রাবণের যুদ্ধ

শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ।।
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন।
কহ কহ শুনি প্রভু অপূর্ব্ব কথন।।
মুনি বলে সদা দুষ্ট যুদ্ধ-চিন্তা করে।
বালির নিকটে গেল কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে।।
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে নাহি অবসাদ।
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।।
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর।
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর।।
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি।
বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি।।
বলিল বানরগণ ওরে দুরাচার।
এমন বচন মুখে না আনিস্ আর।।
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর।
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর।।
লঙ্কার রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি।
বাঞ্ছা করি বালির সহিত যুদ্ধ করি।।
বলিল বানরগণ ওরে দুরাচার।
এমন বচন মুখে না আনিস্ আর।।
হইলে বালির সনে তোর দরশন।
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন।।
যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি।
হেথা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি।।
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণ-সাগরে।
কিছু কাল থাক যদি যাবে যমঘরে।।
মহাপরাক্রম বালি খ্যাত ত্রিভুবনে।
তৃণ জ্ঞান নাহি করে সহস্র রাবণে।।

বালির বিক্রম-কথা শুন নিশাচর।
দুর্জ্জয় শরীর বালি বলের সাগর।।
প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ- উদয়।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয়।।
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ব্বত শিখর।
পুনঃ হাত পসারিলে লুফে সে সত্বর।।
সপ্ত দ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমিষেতে।
কি কব অন্যের, বায়ু না পারে ছুঁইতে।।
অমর হয়েছে হেন কর অহঙ্কার।
পড়িলে বালির হাতে যাবে যমঘর।।
কুপিল রাবণ রাজা দুয়ারীর তরে।
উত্তরিল গিয়া শীঘ্র দক্ষিণ-সাগরে।।
সুমেরু পর্ব্বত যেন সাগরের কূলে।
সূর্য্যের কিরণ যেন রাঙ্গা মুখ জ্বলে।।
সত্তর যোজন দেহ উভেতে দীঘল।
উভ লেজ স্পর্শ করে গগন মণ্ডল।।
দূরে থাকি রাবণ নেহালে আছে বালি।
শজারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী।।
নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ।
সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন।।
অকস্মাৎ বালি রাজ মেলিল নয়ন।
দেখিলেন নিকটেতে আইসে রাবণ।।
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া অভিপ্রায়।
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমায়।।
বালি বলে দশানন মরিবি নিশ্চয়।
মরিবার আশে এস প্রাণে নাহি ভয়।।
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার।
আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার।।
কেমনে ফিরিয়া যাবি ঘরে আপনার।
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাহি আর।।
মারিতে আইসে যেই তারে আমি মারি।
যে জন সমর চাহে সেই জন অরি।।
আমায় জিনিতে এস মরিবার আশে।
হেন সাধ কর বেটা পুনঃ যাবি দেশে।।
নির্জীব করিব আজি তোরে লঙ্কেশ্বর।
লেজে বান্ধি ডুবাইল চারিটা সাগর।।
লেজেতে বান্ধিব আজি দুষ্ট দশাননে।
কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবনে।।
সর্প-দরশনে যেন বিনতা-নন্দন।
রাবণের দেখি বালি করেন গর্জ্জন।।
পাছু দিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি।
লেজে বান্ধি রাবণেরে গগনে উঠে বালি।।
দশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়।
ভুজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড়।।
ফাঁফর রাক্ষসগণ চায় চারিভিতে।
মেঘ যেন ধেয়ে যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে।।
অতি শীঘ্র যায় বালি পবনের বেগে।
রাক্ষস না পায় লাগ অবসাদে ভাগে।।
পূর্ব্বদিকে সাগর যোজন চারিশত।
তথা গিয়া সন্ধ্যা করে বালি শাস্ত্রমত।।
সেই স্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজেতে রাবণ নড়ে সর্ব্বলোকে হাসে।।
লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মূর্চ্ছিত।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত।।
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতলি।
উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বালি।।
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগন।
লেজে বদ্ধ রাবণেরে দেখে সর্ব্বজন।।

www.bengaliebook.com

রাবণের দুর্গতিতে সবে হাস্য করে।
পশ্চিম সাগরে বালি গেল তার পরে।।
ডুবায় বান্ধিয়া লেজে বালি লঙ্কেশ্বরে।
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে।।
আকট বিকট করে পড়িয়া তরাসে।
রাবণ জলের মধ্যে, বালিতো আকাশে।।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করি মন্ত্র পড়ে।
রাবণে লইয়া বালি কিষ্কিন্ধ্যায় নড়ে।।
দেশে গিয়া বালিরাজ রাবণেরে এড়ে।
হাসি বলে কোথা থেকে আইলে এধারে।।
রাবণ বলিছে আমি বীরকে পরখি।
তোমা হেন বীর আমি কোথাও না দেখি।।
বরুণ পবন আর তুমি যে বানর।
তিন জন দেখিলাম একই সোসর।।
দেখাইল সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর অন্ত।
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত।।
আমা হেন বীরে তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুড়ে।
চারি সাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নড়ে।।
বলে টুটা পাই যদি আছাড়িয়া মারি।
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি।।
আজ হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর।
মোর লঙ্কা তোমার সে ভোগের ভিতর।।
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি করি সাক্ষী।
উভয়ে উভয় প্রতি হইলেক সুখী।।
শ্রীরাম সে উভয়ে পড়িল তব বাণে।
যে জানে তোমার তত্ত্ব সেই সব জানে।।
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস।
গাহিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

রাবণের যমলোক দর্শন

কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ।
আর কিছু কহ ত পুরাণ ইতিহাস।।
সেখানে হারিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।।
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ।
নারদের সনে পথে হইল দর্শন।।
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কহেন তপোধন।।
রাবণ ব্রহ্মার বর পেলে বহু তপে।
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে।।
রোগে শোকে লোক সব জরায় পীড়িত।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ আনন্দিত।।
অবশ্য মরণ-পথ কেহ নাহি দেখি।
বন্ধু বান্দবের শোকে সর্ব্বলোকে দুঃখী।।
যমের মুখে পড়িয়াছে সকল সংসার।
যমেরে এড়িয়া অন্যে মার কি আচার।।
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয়।
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নির্ভয়।।
বিষ্ণু দৈত্য মারি লোকে করিলেন সুখী।
লোকের হিতার্থে সর্প খায় গরুড়-পাখী।।
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন।
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ।।
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস।
যম হেতু লোক মরে লোকে উপহাস।।
যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার।
রাবণ তাঁহার কথা করিল স্বীকার।।

www.bengaliebook.com

শুনিয়া মুনির কথা বলিছে রাবণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিব ত্রিভুবন।।
আগে মর্ত্ত্য জিনিব তৎপরেতে পাতাল।
তবে সে জিনিব গিয়া অষ্টলোকপাল।।
ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটী।
বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুষেতে ঘাটি।।
মুনি বলে যদি যমে না কর দমন।
তবেত রহিবে সর্ব্বলোকের মরণ।।
কুড়ি পাটি দশনে সে দশমুখে হাসে।
চতুর্দ্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।।
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে।
তোমার আজ্ঞায় যাব যমে জিনিবারে।।
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে।
সে গেলে নারদ মুনি ভাবে মনে মনে।।
হেন জন নাহি যে যমের নহে বশ।
যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস।।
যত প্রাণী আছে যম সবার ঈশ্বর।
ভুবন-বৃত্তান্ত যত তাহার গোচর।।
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুর্জ্জয় রাবণ।
শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্ জন।।
উভয়ের কে জিনিবে জানিতে না পারি।
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যমপুরী।।
অবিবাদে বিসম্বাদ ঘটায় নারদ।
নারদ যাহাতে চায় ঘটায় আপদ।।
হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্ব্বলোকে।
রাবণে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মুখে।।
না যাইতে রাবন মুনির আগুসার।
সেখানে করেন যম ধর্ম্মের বিচার।।
নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সম্ভ্রমে।
জিজ্ঞাসেন প্রণাম করিয়া ভক্তিক্রমে।।
ত্রিদিব ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন।
আমার নিকটে তব কোন্ প্রয়োজন।।
নারদ বলেন যম ছিলে নিরুদ্বেগে।
তোমা সহ যুঝিতে রাবণ আসে বেগে।।
দণ্ড হস্তে সমর করিও দণ্ডধর।
দেখিবারে আইলাম দোঁহার সমর।।
নারদের বাক্যে যম চাহে বহুদূর।
রাক্ষস-কটক চাপ দেখিল প্রচুর।।
চড়িয়া পুষ্পক-রথে আইসে রাবণ।
বহু সৈন্য প্রবেশিল যমের ভুবন।।
আগে থানা সান্ধাইল তার পূর্ব্বদ্বার।
দেখ তথা সর্ব্বলোক ধর্ম্ম-অবতার।।
দেব-পিতৃভক্ত সত্যবাদী যেই জন।
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ।।
গো-দান করিয়া যে তুষিয়াছে ব্রাহ্মণ।
ঘৃত দুগ্ধে দেখে তার অপূর্ব্ব ভোজন।।
দুঃখীকে দেখিয়া যে করয়ে অন্নদান।
সুবর্ণের থালাতে সে করে সুধাপান।।
বস্ত্রহীন বস্ত্র দেয় পিপাসায় জল।
রাবণ তাহার দেখে সম্পদ সকল।।
ব্রাহ্মণেরে ভূমিদান করে যেই জন।
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন।।
অন্যকে তুষিল যে বলিয়া প্রিয়বাণী।
তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী।।
যে করে অতিথি-সেবা দিয়া বাসাঘর।
সোণার আবাস তার দেখে লঙ্কেশ্বর।।
স্বর্ণদান করিয়া যে তুষেছে ব্রাহ্মণ।
স্বর্ণ-খাটে শুয়ে আছে দেখিল রাবণ।।

www.bengaliebook.com

ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে একমনে।
তাহার সম্পদ দেখি রাবণে বাখানে।।
যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কন্যাদান।
সবা হৈতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান।।
যে বিষ্ণু-কীর্ত্তন করিয়াছে নিরন্তর।
তাহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর।।
চতুর্ভুজ যম তারে করিয়া স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে দিলেন আসন।।
বৈকুণ্ঠে না যায় সেই যায় স্বর্গবাস।
দিব্য-দেহ ধরি তারে দিলেন প্রকাশ।।
চতুর্ভুজ-রূপে তারে সম্ভাষ করিল।
নানাবিধ প্রকারেতে তাহারে তুষিল।।
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে।
আপনা ভাবিয়া দশানন পুড়ে মরে।।
দেখিয়া লোকের সুখ হৃষ্ট লঙ্কেশ্বর।
পূর্ব্ব দ্বার এড়ি গেল পশ্চিম দুয়ার।।
বহু তপ পুণ্য করিয়াছে যেইজন।
তাহার সম্পদ দেখি হরিষ রাবণ।।
রাবণ উত্তর দ্বারে করিল গমন।
তথা পুণ্যবান লোক করে দরশন।।
আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজা।
পুত্র হেন পালিয়াছে যেবা নিজ প্রজা।।
পরহিংসা পরদার না করে যে জন।
মহামহৈশ্বর্য্য তার দেখিল রাবণ।।
পূর্ব্ব আর পশ্চিম দুয়ার যে উত্তর।
তিন দ্বারে ধার্ম্মিক লোক দেখে ত বিস্তর।।
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার।
রাত্রিদিন নাহি তথা সব একাকার।।
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে।
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে।।
চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে।
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে।।
যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর।
কলরব শুনি তথা গেল লঙ্কেশ্বর।।
প্রবেশিল দক্ষিণ দ্বারেতে দশানন।
প্রথম প্রহার তথা দেখিছে তখন।।
যত যত পাপ করিয়াছে যত জন।
যমদূতে প্রহারিছে যাহার যেমন।।
যেই যত পরদার করেছে কৌতুকে।
সেই কুম্ভীপাকে পড়ি ডুবিছে নরকে।।
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে তার গাত্র ছাল।।
অগম্যা গমন করে, যে হরে ব্রাহ্মনী।
তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী।।
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা।
কশিয়া ডাঙ্গস মারে তায় লৌহ কাঁটা।।
সর্ব্বাঙ্গ ছেদনেতে তাহার পচে মাংস।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পোকা খুলে যায় অংশ।।
হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে তুলি মারে লৌহ বাড়ি।।
মস্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে।
পরিত্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রহারে।।
গদাঘাতে মাথা চিরে রক্ত পড়ে স্রোতে।
বিষম প্রহার তারে করে যমদূতে।।
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে।
বিষ্ঠা খেয়ে পাপীলোকে ফাঁফরিয়া মরে।।
গৃধিনী শকুনি মাংস টানে চারিভিতে।
উপাড়ে সাঁড়াসি দিয়া চক্ষু যমদূতে।।

www.bengaliebook.com

হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন জিহ্বায়।
লোহার মুগদর মারে অসহ্য সে দায়।।
পাপ পুণ্যভাগী হয় সে ইন্দ্রিয়গণ।
বিষম প্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন।।
পরস্ত্রীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন।।
লৌহময়ী এক স্ত্রী আনিয়া যমদূতে।
অগ্নি মধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে।।
সেই লোহা জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল।
পাপী সব তাহাতে ধরিয়া দেয় কোল।।
গাত্র-মাংস জ্বলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী।
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী।।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে।
জ্বালায় জ্বলিত পাপী ধড়ফড় করে।।
পরদার করিয়াছে রাবণ বিস্তর।
বিষম প্রহার দেখি চিন্তিত অন্তর।।
পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে।
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে।।
করিছে বিষম যমের দূত তাড়না।
হরিলে পরের নারী এতেক যন্ত্রণা।।
পরস্ত্রী হরিয়া যেবা করেছে রমণ।
চিরকালাবধি ভোগে নরকে সে জন।।
তাহাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।
কোটি কল্পে না হয় সে নরকে উদ্ধার।।
তথাপি নরের মনে নাহি জ্ঞানোদয়।
পরধন পরদারে সদা মন লয়।।
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ।
করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান।।
বিপরীত পিপাসায় তালু তার শোষে।
পানীয় চাহিলে যমদূতে মারে রোষে।।
ব্রাহ্মণ দেবের বস্তু হরে যেই জন।
তার প্রহারের কথা করি নিবেদন।।
হস্ত পা বান্ধে তার দিয়া চর্ম্মদড়ি।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি।।
বুকে শূল মারে কেহ চক্ষু টানি ধরে।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে।।
দেবতা স্থাপিয়া যেবা না করে পূজন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন।।
হাত পা বান্ধিয়া ফেলে দিয়া চর্ম্মদড়ি।
তাহার উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।।
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে অগ্নির ভিতর।
বিষম প্রহারে ভুঞ্জে সহস্র বৎসর।।
পরধন যে জন করিল ডাকা চুরি।
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি।।
পরহিংসা পরদ্বেষ করেছে যে জন।
তার প্রহারের কথা অকথ্য কথন।।
মিথ্যা শাপ দেয় আর বলে মিথ্যা বাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী।
সুতপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।।
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি।।
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন।
নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ।।
ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুষলে তারে মারে তার রক্ষা নাই।।
পরহিংসা করে, বলে অসত্য বচন।
বিষম তাহার যম যমের তাড়ন।।
অপাত্রেতে কন্যা দেয় আরো লয় কড়ি।
তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুপড়ি।।

www.bengaliebook.com

মাংস লহ লহ বলি সদা ডাক ছাড়ে।
মাংসের রসানি তার বুক বয়ে পড়ে।।
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বসি।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াসি।।
তার পূর্ব্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ।।
অতিথি পাইয়া যেই না করে জিজ্ঞাসা।
অপার দুর্গতি তার নরকেতে বাসা।।
একজন দান করে অন্যে হয় হাতা।
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল-জাঁতা।।
সীমা হরে যেই জন পোড়ায় পর- ঘর।
বিষম প্রহার করে যমের কিঙ্কর।।
উভয়ের ন্যায়ে এক পক্ষে পক্ষপাতী।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাতী।।
হারাণে জিনিয় যেই হইয়া সপক্ষ।
যমদূতে মারে তারে কহিতে অশক্য।।
চুরি ডাকা করে যে, না করে লোকহিত।
যমদূতে তাহারে প্রহারে বিপরীত।।
লোকে পীড়া দিয়া যে তুষিয়াছে ঈশ্বর।
পায় সে কুক্কুর-জন্ম সহস্র বৎসর।।
লোক রক্ষা না করি যে রাজা করে নাশ।
হইয়া শৃগাল-জন্ম খায় মৃত-মাস।।
না চিন্তিয়া রাজ-হিত চিন্তে প্রজা-হিত।
বিষম প্রহার তারে হয় যে উচিত।।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
বিষম যাতনা ভোগ করে অনুক্ষণ।।
গুরুপত্নী হরণেতে যত পাপ হয়।
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয়।।
মরণে মরণ নাহি দুঃখ মাত্র সার।
কর্ম্মভোগ ভুঞ্জে লোক না দেখে নিস্তার।।
ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী গমন যে প্রমাদ।
সে সবার পাপেতে স্বধর্ম্ম হয় বাদ।।
চণ্ডাল-জনম হয় শূদ্রাণী-গমনে।
সর্ব্ব কর্ম্ম নষ্ট হয় তার দরশনে।।
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করে শুদ্ধমতি।
কর্ম্ম নষ্ট হয় যদি দেখে শূদ্রা প্রতি।।
পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভাষে।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্মলোপ হয় সেই দোষে।।
রাজা হয়ে প্রজাগণে না করে পালন।
পরলোকে তাহার নরক অখণ্ডন।।
পুত্র পালনেতে যদি রাজা পালে প্রজা।
কোটিকল্প স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সেই রাজা।।
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ।
শুদ্ধমনে যে জন সে না করে পূজন। ।
যেবা হরে দেবস্ব বা করে দুরাচার।
দেবলিয়া ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার।।
হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য উপরে।
সেই ঘৃত উঠে তার নখের ভিতরে।।
সে ঘৃত অন্নের তাপে উনাইয়া পড়ে।
অন্ন সহ ঘৃত যায় শরীর ভিতরে।।
শাস্ত্রে আছে সঘৃত নৈবেদ্য করে পূজা।
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জরের রাজা।।
এ সকল কথা শুনি হৈল চমৎকার।
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহিক নিস্তার।।
যেই শূদ্র হইয়া হরিয়াছে ব্রাহ্মণী।
তাহার বিষম রোল বড় ডাক শুনি।।
লক্ষ লক্ষ সাঁড়াসিতে গায়ের মাংস টানে।
খুলে খায় গাত্র-মাংস সহস্র সঞ্চানে।।

www.bengaliebook.com

ডাঙ্গসের বাড়ি মারি করে খান খান।
কোটি কল্প পাপ ভুঞ্জে নাহিক এড়ান।।
যে জন করিয়া ঋণ না করে শোধন।
তার পিতৃলোকে ভুঞ্জে যমের তাড়ন।।
বিঘত প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে।
তথির উপরে ফেলে ধরি তার মুণ্ডে।।
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল।
তাহার উপরে ফেলে যায় গাত্র ছাল।।
অগ্নিমধ্যে সাঁড়াসি তাতায় ভালমতে।
তাহা দিয়া গাত্র-মাংস কাটে যমদূতে।।
ইত্যাদি নরক ভোগ করে বহুবার।
ব্রহ্মস্বের পাপে তার নাহিক নিস্তার।।
পরহিংসা করে যেবা সুজনেরে নিন্দে।
চামদড়ি দিয়া তারে যমদূতে বান্ধে।।
গলায় বঁড়সি দিয়া করে টানাটানি।
খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি।।
ছোট কাঁটা দিয়া তারে বড় কাঁটায় লয়।
গলায় গলগণ্ড তার বড়ই সংশয়।।
দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা।
ইহা হইতে বাইশ গুণ নারীর যাতনা।।
ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ।
পাপানুসারেতে ভুঞ্জে শমনের তাপ।।

রাবণ কর্ত্তৃক যমের পরাজয়

লোকের যাতনা ভাবি দশানন চিন্তে।
বন্দীমুক্ত করে সে মারিয়া যমদূতে।।
শরাঘাতে রাবণ করিছে চূরমার।
যমদূতে মারি করে বন্দীর উদ্ধার।।
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জিবে সে তারি।
পাপেতে বান্ধিয়া আনে গলে দিয়া দড়ি।।
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহি দেখে।
পাপ-দোষে আরবার পড়িল নরকে।।
দশানন বলে বন্দী করিনু উদ্ধার।
আরবার কেন তারে করিছ প্রহার।।
দূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জে।
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঞ্জে।।
ইহলোক রাবণ তুমি যত কত পাপ।
পরলোক এমনে ভুঞ্জিবে পরিতাপ।।
পরলোক তব সনে হেথা হবে দেখা।
তখন তোমার সনে হবে লেখাজোখা।।
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
সন্ধান পূরিয়া বাণ যমদূতে হানে।।
যমের কিঙ্কর যত নানা অস্ত্র ধরে।
শেল জাঠি মুদগর ফেলিছে তদুপরে।।
যমদূত সকল সহজে ভয়ঙ্কর।
রাবণের সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর।।
বড় বড় শালগাছ ফেলিছে পাপর।
ভাঙ্গিল রথের চাকা রাবণ ফাঁফর।।
ব্রহ্মার বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয়।
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়।।
নানা শিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ।
বিচক্ষণ শেলে রাবণ করিছে তারণ।।
তিতিল রাবণ-অঙ্গ আপন শোণিতে।
রাবণের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।।
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর।
রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর।।

www.bengaliebook.com

নীল হরিতাল-বাণ যমদূতে মারে।
মূর্চ্ছিত হৈয়া রাবণ রথ হৈতে পড়ে।।
ছটফট করিতেছে বাণের জ্বালায়।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূতপানে চায়।।
থাক থাক করি তারে গর্জ্জিছে রাবণ।
পাশুপত-বাণ এড়ে রুষিয়া তখন।।
আলো করি আসে বাণ অগ্নি অবতার।
যমদূত পুড়ে সব হইল সংহার।।
পুড়িয়া মরিল যমদূত অগ্নিতেজে।
রাবণের রথোপরে জয়ঢাক বাজে।।
রথোপরে সিংহনাদ ছাড়িছে রাবণ।
বাহির হইল রথে রবির নন্দন।।
রাঙ্গামুখ রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে।
ত্বরিতে আসিয়া রাবণের অগ্রে বহে।।
যে মূর্ত্তিতে যমরাজ পৃথিবী সংহারে।
সে মূর্ত্তিতে যমরাজ আইল সমরে।।
কালদণ্ড মহা অস্ত্র যমের প্রধান।
যুঝিবার বেলা আসি হৈল অধিষ্ঠান।।
যমেরে কহিছে প্রভু কর আজ্ঞা দান।
পরশিরা রাবণেরে করি খান খান।।
পরশিয়া কিবা কাজ দরশনে মরে।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া মারি লঙ্কেশ্বরে।।
যম বলে মৃত্যু দেখ সংগ্রাম সরস।
দণ্ড হাতে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস।।
তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক।
মারি পাড়ি রাবণেরে দেখহ কৌতুক।।
কালদণ্ড-মুখে উঠে অগ্নি খরশান।
যার দরশনে লোকে হারায় পরাণ।।
চারিভিতে অস্ত্র যায় সর্পের আকার।
কালদণ্ড-অস্ত্রে কারো নাহিক নিস্তার।।
হেন কালদণ্ড যম তুলে নিল হাতে।
তাহা হৈতে সর্প বাহিরায় চারিভিতে।।
অজগর কালসর্প শঙ্খিনী চিত্রাণী।
মুখে বিষ অগ্নি তার শিরে জ্বলে মণি।।
সর্পের বিকট দন্ত স্পর্শ মাত্র মরি।
দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি।।
বাণ-মুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস।
সর্ব্বলোকে দেখে দশাননের বিনাশ।।
ডাক দিয়া যমেরে করিতেছে বাখান।
রাবণ মরিলে দেবগণ পায় ত্রাণ।।
আজি যদি যম তুমি মারহ রাবণে।
তোমার প্রসাদে বেড়াইবে দেবগণে।।
দেবতা সহিত ব্রহ্মা ছিল অন্তরীক্ষে।
যম-হাতে দণ্ড দেখে আইল সমক্ষে।।
শমনেরে চতুর্ম্মুখ কহেন বচন।
ক্ষান্ত হও যমরাজ না করিও রণ।।
রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে।
রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে।।
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ।
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ত্রিভুবন।।
যাহার দর্শন মনে স্পর্শে কিবা কথা।
হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বৃথা।।
দণ্ড ব্যর্থ হবে, নাহি মরিবে রাবণ।
আমার বচন শুন না করিহ রণ।।
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ডধর।
রাবণেরে জয় দিয়া যাহ তুমি ঘর।।
যম বলে তব বরে সবার ঠাকুরাল।
লঙ্ঘিয়া তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল।।

www.bengaliebook.com

যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু তিনজন।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।।
যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে।
পলায় রাক্ষস-সৈন্য চুল নাহি বান্ধে।।
বড় বড় রাক্ষস রাবণের সোসর।
এ তিনের মূর্ত্তি দেখি হইল ফাঁফর।।
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে।
পলায় রাক্ষস সব এড়িয়া রাবণে।।
অমাত্য পলায় সব এড়িয়া রাবণে।
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে।।
যুঝিবারে কাজ থাক দেখি যমরাজে।
হেন বীর নাহি যে সম্মুখ হৈয়া যুঝে।।
নির্ভয় রাবণ রাজা বিধাতার বরে।
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাহি করে।।
দশদিক দশানন ছাইলেক বাণে।
রাবণের বাণ যম কিছুই না জানে।।
জাঠি ঝকড়া শেল এড়ে রবির নন্দন।
রাবণ জর্জ্জের হয় তবু করে রণ।।
ছাইল যমের রথ রাবণের বাণে।
দশ বাণে সারথিরে বিন্ধে দশাননে।।
সন্ধান পূরিয়া সে ধনুকে যোড়ে শর।
সহস্রেক বাণ এড়ে যমের উপর।।
মৃত্যুর উপরে করে বাণ বরিষণ।
বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবণ।।
অতি মত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে।
মৃত্যুর উপর বাণ ফেলে নাহি ডরে।।
মৃত্যুর নাহি যে মৃত্যু কি করিবে বাণে।
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তাঁর সনে।।
মৃত্যু বাণ খাইয়া অধিক কোপে জ্বলে।
যোড়হাতে করিয়া যমের আগে বলে।।
নিবেদন করি প্রভু কর অবধান।
তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান।।
মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত্যগণ।
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ।।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্জ্জয়।
তার সহ যুদ্ধ করা উঠিত না হয়।।
তোমার বচন প্রভু করি আমি দড়।
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড়।।
রথ হৈতে যমরাজ হৈল অদর্শন।
ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন।।
মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণ রাজা ভাষে।
যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে।।
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ।
আমি যম জয়ী বলি ভাবে দশানন।।
কৃত্তিবাস কবিত্ব শুনিতে চমৎকার।
সর্ব্বলোকে রামায়ণ হইল প্রচার।।

রাবণ কর্ত্তৃক বাসুকির পরাজয় ও নিপাতকের সহিত যুদ্ধ

শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
বিষম শুনিনু আমি যমের তাড়ন।।
পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার।
পাতক করিলে কি না হয় প্রতীকার।।
মুনি বলে রাম তুমি কর অবধান।
তব অবতারেতে পাপীর পরিত্রাণ।।
যেইজন শুদ্ধচিত্তে শুনে রামায়ণ।
যমের সহিত তার নাহি দরশন।।

www.bengaliebook.com

ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ।
রামনাম শুনিবেক পাপী সাবধান।।
চারি বেদ অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়।
একবার রামনামে ততো ফলোদয়।।
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ।।
সেথা হৈতে কোথা গেল দুষ্ট দশানন।
কহ কহ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।।
মুনি বলে রাবন জিনিল সর্ব্বদেশ।
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ।।
বাসুকির বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন।
তাহারে জিনিতে যায় পাতাল-ভুবন।।
চলিল রাবণ রাজা অদ্ভুত সাজনি।
আইল তিরাশী কোটি কালভুজঙ্গিনী।।
এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে।
নাগিনী তিরাশী কোটি রাবণেরে বেড়ে।।
চারিভিতে বেড়ে সর্প রাবণ ফাঁফর।
রাবণে এড়িয়া সেনাপতি দিল রড়।।
রাবণ মুদগর ঘোর ফেলে চারিভিতে।
পলায় নাগিনী সব না পারে সহিতে।।
বাসুকিরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে।
আসিয়া রাবণ রাজা বাসুকিরে বেড়ে।।
বাসুকি করিল বিষ-বাণ অবতার।
ব্রহ্মজাল বাণে রাবণ করিল সংহার।।
বিষজাল মহাবিষ বাসুকিতে এড়ে।
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে।।
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানা সন্ধি।
বাসুকিরে মহাজাল-বাণে করে বন্দী।।
বাসুকিরে বন্দী করি তার পুরী লোটে।
বিচিত্র আবাস ঘর নাগপুরে বটে।।
বন্দী হয়ে বাসুকি মানিল পরাজয়।
রাবণ তাহার প্রতি দিলেক অভয়।।
শত মুখ সহস্র মস্তক যেই ধরে।
যায় বিষাগ্নিতে সর্ব্ব চরাচর পুড়ে।।
মুখে জ্বলে অগ্নি যার শিরে জ্বলে মণি।
হেন সবে সর্পেরে পাতালে গিয়া জিনি।।
জিনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী।
নিপাতকের রাজ্যেতে চলিল শীঘ্রগতি।।
নিপাতকের রাজ্যে তার কারে নাহি ডর।
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুর্দ্ধর।।
রাবণ ডাকিয়া বলে নিপাতকের ঠাঁই।
লঙ্কার রাবণ আমি আজি যুদ্ধ চাই।।
নিপাতক রাজা সেই যম- দরশন।
ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ।।
শেল জাঠি ঝকড়া যে অস্ত্র খরশান।
খাঁড়া আর ডাঙ্গস বিচিত্র ধনুর্ব্বাণ।।
নানা অস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ।
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন।।
দুই হস্তী রণে যেন দন্ত হানাহানি।
দুই সূর্য্য তেজে যেন ছাইল মেদিনী।।
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই জনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।।
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার।
সকল পাতালপুরী হৈল অন্ধকার।।
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর।
দুইজনে যুদ্ধ করে মাসেক অন্তর।।
একমাস যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে।
দেবগণ লয়ে ব্রহ্মা আইল সত্বরে।।

www.bengaliebook.com

ব্রহ্মা বলে নিপাতক শুনহ বচন।
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ।।
নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞ্চি তখন।
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন।।
রাবণ তোমারে বলি শুনহ বচন।
নিপাতকে জিনিতে না পারিবে কখন।।
মম বরে দুইজন হয়েছ দুর্জ্জয়।
দুই জনে প্রীতি করি থাকহ নির্ভয়।।
কেবা লঙ্ঘিবারে পারে ব্রহ্মার বচন।
দুইজনে প্রীতি করে ছাড়ি অস্ত্রগণ।।
নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে।
এক বর্ষ রাবণ রহিল সেই স্থানে।।

রাবণ কর্ত্তৃক বরুণপুরী বিজয়

লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জি তার ঘর।
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্কেশ্বর। ।
রত্নেতে নির্ম্মিত পুরী দিক্ আলো করে।
সুরভী আছেন সেই বরুণ-নগরে।।
রাবণ করিল সুরভীরে দরশন।
ক্ষীরধারা বহিতেছে তাঁর অনুক্ষণ।।
যাঁর ক্ষীরে ভরিয়াছে ক্ষীরোদ-সাগর।
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লঙ্কেশ্বর।।
সুরভীকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে।
যে যা চায় তাই পায় আমি চাই তবে। ।
বরুণে জিনিয়া যেন আসি শীঘ্রগতি।
গমন সময়ে তোমা লইব সংহতি।।
বরুণে জিনিতে করে রাবণ পয়ান।
হেনকালে সুরভী হইল অর্ন্তদ্ধান। ।
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকিল রাবণ।
কোথা গেলে বরুণ আসিয়া দেহ রণ।।
বরুণের পাত্র বলে তিনি নাহি ঘরে।
কার ঠাঁই যুদ্ধ চাহ এ শূণ্য নগরে।।
রাবণ বলিছে কোথা গিয়াছে বরুণ।
তথা গিয়া আজি আমি করি মহারণ।।
বরুণের পুত্রগণ সবে মহাবীর।
লইয়া সামন্ত সৈন্য হইল বাহির।।
তা সবারে রাবণ যে আকাশে নিরখে।
রাবণ চড়িয়া রথে যায় অন্তরীক্ষে। ।
বরুনের পুত্র করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন।।
বাণেতে হইয়া বিদ্ধ হলেন কাতর।
তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস মহোদর।।
মহোদরের বাণ যেন মদমত্ত হাতী।
বাণেতে বিন্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি।।
পড়িল সারথি তার বাণ বিন্ধে বুকে।
তিন ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে। ।
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরিষণ।
বাণে বিদ্ধ মহোদর হল অচেতন।।
অচেতন মহোদরে দেখি লঙ্কেশ্বর।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর।।
আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর।
ভূমিতে পড়িয়া তিতে ধূলায় ধূসর।।
তিন ভায়ে ধরিল অনেক অনুচর।
ধরিয়া আনিল তারে পুরীর ভিতর।।
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর।
বরুণেরে অন্বেষণ করে লঙ্কেশ্বর। ।

বরুণের পুত্রে জিনি বরুণেরে চাহে।
প্রভাস নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে।।
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর।
গিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর।।
এত শুনি গেল রাজা ভিতর আবাস।
পালঙ্কে পাইল বরুণের নাগপাশ।।
নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে।
বিদায় হইয়া রাবণ তথা হতে নড়ে।।

বলি কর্ত্তৃক রাবণের বন্ধন ও লাঞ্ছনা

অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ।।
সেখা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ- কথন।।
মুনি বলে বলিরাজা পাতালেতে বৈসে।
দশানন গেল তথা জিনিবার আশে।।
পাতালে আবাস ঘর অতি সুনির্ম্মিত।
দেখিয়া রাবণ রাজা হৈল চমকিত।।
সোণার প্রাচীর ঘর পর্ব্বত প্রমাণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।।
প্রহস্তকে পাঠায় রাবণ জানিবারে।
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত গেল দ্বারে।।
বলির দুয়ারে দ্বারী স্বয়ং নারায়ণ।
শরীরের জ্যেতিঃ কোটি সূর্য্যের কিরণ।।
আছেন বসিয়া দ্বারে রত্ন-সিংহাসনে।
শ্বেত-চামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে। ।
প্রহস্ত বিস্মিত হয়ে আসিয়া সত্বর।
নিবেদন করিছে শুনছে লঙ্কেশ্বর।।
দেখিতেছি মহারাজ দুয়ারে বলির।
পরম পুরুষ এক সুন্দর শরীর।।
আজানুলম্বিত বাহু ভুজ চতুষ্টয়।
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ তথি শোভা পায়।।
শ্যামল কোমল তনু সুপীত বসন।
তড়িত জড়িত যেন দেখি নবঘন।।
বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ শোভিত অতিশয়।
বনমালা তদুপরি করিছে আশ্রয়।।
শুনিয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে।
রাবণেরে দেখিয়া পুরুষ মৃদু হাসে।।
রূপে আলো করিতেছি বলির দুয়ার।
নিরখিয়া রাবণের লাগে চমৎকার।।
রাবণ বলিছে দ্বারী পলাবে কোথায়।
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ দেও আমায়।।
শুনিয়া পুরুষ মৃদু হাসিয়া সম্ভাষে।
বলি সনে যুঝ ভিতর আবাসে।।
বীর মধ্যে বীর আমি মুনি মধ্যে মুনি।
ত্রিভুবন সব আমি দিবস রজনী।।
আমা সহ যুঝিবে শুনিতে উপহাস।
কালো সনে যুঝিতে না করি অভিলাষ। ।
সমানে সমানে যুদ্ধ হয়ত উচিত।
তোমার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত।।
আমি বলি তোমারে শুনহ দশানন।
বলিকে জিজ্ঞাসা কর আমি কোন্ জন। ।
এতেক শুনিয়া দশানন রাজা হাসে।
বলির নিকটে গেল ভিতর আবাসে।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন।
জিজ্ঞাসিল পাতালেতে এলে কি কারণ।।

সে বলে পাতালে বিষ্ণু রাখিল তোমারে।
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে।।
বলি বলে হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে।
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে।।
দুয়ারে যাঁহার সনে হৈল দরশন।
সে পুরুষ সৃজিলেন এই ত্রিভুবন।।
যাঁহার উপরে কারো নাহি অধিকার।
সকলি সৃজিয়া তিনি করেন সংহার।।
রাবণ বলিছে যম মৃত্যু কালদণ্ড।
ইহা হৈতে কোন্ জন আছে হে প্রচণ্ড।।
বলি বলে তাই কি করিবে যমরাজ।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি পুরুষ-সমাজ।।
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল।
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল।।
ইহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর।
তাঁর বড় বীর নাই ত্রৈলোক্য ভিতর।।
দানব রাক্ষস আদি বড় বড় বীর।
পুরুষ দর্শনে তাই কেহ নহে স্থির।।
সেই সে পুরুষবর স্বয়ং নারায়ণ।
তোমায় কিঞ্চিৎ কহি শুন রে রাবণ।।
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী।।
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির।
পুরুষের দেখা নাই অদৃশ্য শরীর।।
রাবণ বলিল ত্রাসে হৈল অর্দশন।
পাইলে চাপড়ে তার বধিতাম জীবন।।
রাবণ আবার গেল পুরুষ উদ্দেশে।
উপস্থিত হইল সে ভিতর আবাসে।।
বলি বলে রাবণের নাহি পাই মন।
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ।।
পাত্র লৈয়া বলি তবে করে অনুমান।
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান।।
বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে।
আপনি বন্ধনে পড়ি গেল ততক্ষণে।।
বন্ধনে পড়িল দুষ্ট আপনার দোষে।
রাবণ পড়িল বন্দী বলিরাজা হাসে।।
রাবণ বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।।
যত দেবকন্যা তারা করে হুলাহুলি।
বলির উপরে ফেলে পুষ্পের অঞ্জলি।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর দেবঋষি।
স্বর্গবাসে নাচিয়া বেড়ায় স্বর্গবাসী।।
আজি হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার।
দেখিয়া রাক্ষসগণ করে হাহাকার।।
এই মত বন্দীশালে রহিল রাবণ।
কৌতুকে নাচিয়া বুলে যত দেবগণ।।
বলি ভূপতির আছে সাত শত দাসী।
দেখিলে মোহিত অন্যে পরমা রূপসী।।
উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ স্বর্ণথালে।
পাখালিতে যায় তারা সাগরের জলে।।
রাবণ বলয়ে কন্যা শুনহ বচন।
এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রাখহ জীবন।।
চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বর।
দিতেছি তুলিয়া অন্ন মেল ত অধর।।
দয়া করি চেড়ী অন্ন দিল যতক্ষণ।
মুখ প্রসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ।।
রাবণ বলে শুন চেড়ী আমার বচন।
বারেক চুম্বন দিয়া রাখহ জীবন।।

এতেক বলিল যদি রাজা দশানন।
ত্রাসে পলাইয়া যায় যত চেড়ীগণ।।
চেড়ী বলে রাবণ তুমি হ মহারাজ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ।।
বন্ধন করিবে বলি ভেবেছিলে মনে।
আপনার বন্ধন লইলে ততক্ষণে।।
লজ্জা পাইয়া রাবণ করিল হেঁট মাথা।
রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা।।
যথায় যথায় আছে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান।।
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরাম কৌতুকী।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন হয়ে সুখী।।
সেথা হৈতে আর কোথা গেল ত রাবণ।
কত দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।।

রাবণের সহিত মান্ধাতার যুদ্ধ ও সখ্যতা স্থাপন

মুনি বলে রাবণ আছয়ে রথোপর।
দিব্য রথে চড়ি যায় এক নরবর।।
সোনার রথখান সে বহে রাজহংসে।
সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে।।
কেহ হাসে কেহ নাচে কারো মুখে বাঁশী।
সে পুরুষ স্ত্রীগণ বেষ্টিত স্বর্গবাসী।।
রথের উপরে যায় শৃঙ্গার-কৌতুকে।
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে।।
রাবণ বলিছে কোথা পুরুষ পলাও।
লঙ্কার রাবণ আমি মোরে যুদ্ধ দাও।।
দেখিয়া তোমার নারী ব্যাকুলিত প্রাণ।
কতগুলা নারী মোরে দিয়া যাও দান।।
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেশ্বর।
বহুদিন করিলাম তপস্যা বিস্তর।।
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান।
তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ।।
না করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয়।
স্বর্গবাসে যাই আমি এ কথা নিশ্চয়।।
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পূর্ব্বমুনি নামে।।
স্ত্রীগণ বেষ্টিত আমি যাই স্বর্গবাসে।
এমন সময়ে যুদ্ধ যুক্তি না আইসে।।
রাবণ বলিল তুমি মোর ধর্ম্মবাপ।
পূর্ব্বে মোর পিতৃসহ তোমার আলাপ।।
দিগ্বিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি।
কার সনে যুদ্ধ করি মনে অনুমানি।।
দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে।
তুমি যুক্তি বল আমি যুঝি কার সনে।।
পূর্ব্বমুনি বলে আছে মান্ধাতা নৃপতি।
তার সনে যুঝহ সে সপ্তদ্বীপপতি।।
উত্তর দিকেতে গেল সে দেশ ভ্রমিতে।
থাক আজি বাসা করি রম্য এ পর্ব্বতে।।
এ পর্ব্বতে তার সনে হবে দরশন।
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিও তখন।।
এত বলি পূর্ব্বমুনি গেল স্বর্গবাসে।
হেনকালে মান্ধাতা কটক শুদ্ধ আসে।।
মান্ধাতাকে দেখিয়া সে রুষিল রাবণ।
মান্ধাতা রাবণ দোঁহে বাজে মহারণ।।
দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুইজন।
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ।।

www.bengaliebook.com

দুইরাজা নানা অস্ত্র করে অবতার।
উভয় রাজার সেনা পলায় অপার।।
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গি পাক দিয়া এড়ে।
রাবণ খাইয়া টাঙ্গি রথ হৈতে পড়ে। ।
পড়িল রাবণ রাজা বেড়ে সেনাপতি।
হর্ষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি।।
চক্ষুর নিমিষে পায় রাবণ সম্বিত।
ধনুক পাতিয়া যুঝে মান্ধাতা চিন্তিত।।
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ।
জ্বলিয়া আগ্নেয়-বাণ উঠিল গগন।।
দেখিয়া ত্রিদশগণে লাগে চমৎকার।
মান্ধাতা পড়িল সৈন্য করে হাহাকার।।
সম্বিত হইয়া উঠে চক্ষুর নিমেষে।
উঠি সিংহনাদ করে মান্ধাতা হরিষে।।
উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে।
দুই রাজা বাণ এড়ে দুই রাজা কাটে।।
দুই রাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর।
মহাশব্দ করে বাণ তূণের ভিতর।।
কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ।
একই সমান যুদ্ধ করে দশমাস।।
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্ব্বত।।
সপ্ত-স্বর্গ কাঁপে আর সে সপ্ত-সাগর।
শুনিয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর।।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা ভার্গব মহর্ষি।
অবিলম্বে কহিছেন সেইখানে আসি।।
সমর সম্বর ক্রোধ না কর মান্ধাতা।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলেন শুন তার কথা।।
আছে যে ব্রহ্মার বর রাবণ না মরে।
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে।।
তব বংশে যে পুরুষ জন্মিবেন শেষে।
তাঁর ঠাঁই দশানন মরিবে সবংশে।।
তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ।
অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুই জন।।
মুনির বচন রাজা না করিল আন।
সম্প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজস্থান।।
মান্ধাতা রাবণেতে সমান গেল রণে।
জয়-পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে।।
অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লাসিত।
কহ বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত।।
মান্ধাতা ছাড়িয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি মুনি শুনি অপূর্ব্ব কথন।।

চন্দ্র জিনিতে রাবণের চন্দ্রলোকে গমন

মুনি বলে, একদিন ঘটিল এমন।
রথোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন।।
হেনকালে গগনে হইল চন্দ্রোদয়।
দেখিয়া হইল রুষ্ট দুষ্ট স্পষ্ট কয়।।
আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান।
আমার উপর দিয়া করিছে পয়ান।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কম্পিত যার ডরে।
লঙ্কার রাবণ আমি গ্রাহ্য নাহি করে।।
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল।
তাহারে জিনিব আর হরিব সকল।।
এইমত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে।
চন্দ্রলোকে গেল চন্দ্রে জিনিবার আশে।।

www.bengaliebook.com

চন্দ্রলোক দুই লক্ষ যোজনের পথ।
সপ্ত-স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চড়ি রথ।।
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন।
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন।।
উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে।
সহস্র যোজন উঠে পর্ব্বত হইতে।।
উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথী।
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী।।
রাজহংস আদি পক্ষী চরে গঙ্গানীরে।
রাবণ কটক সহ গঙ্গাস্নান করে।।
গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপন।
সকল কটক সহ গঙ্গাস্নান করে।।
গঙ্গাতটে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপন।
সকল কটক রথে করিল গমন।।
আছেন শঙ্কর গৌরী তাহার উপর।
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর।।
গৌরীভক্ত যেজন পূজিয়াছে পার্ব্বতী।
সে স্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি।।
তদুপরি শিবালোকে উঠিল রাবণ।
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ।।
তিন কোটি দেব ছিল ধূর্জ্জটির পাশে।
রাবণে দেখিয়া তারা পালায় তরাসে।।
তদুপরি বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ।
পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।।
ব্রহ্মলোকে গেল সে ব্রহ্মার নিজ স্থান।
আড়ে দীর্ঘ তার দশ সহস্র প্রমাণ।।
তাহাতে সহস্র স্বর্গ দেখিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মাকৃত পুরী অদ্ভুত বিধান।।
সপ্ত-স্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন।।
রাবণে দেখিয়া চন্দ্রদেব বড় রোষে।
সহস্র সহস্রগুণ তুষার বরিষে।।
হিম বরিষণে কটকের হৈল জাড়।
কটকের হস্তপদ জাড়ে হৈল আড়।।
হস্ত পদ নাহি সরে বদ্ধ হয় জাড়ে।
তথাপি রাবণ রাজা রণ নাহি ছাড়ে।।
প্রহস্ত বলিছে জাড়ে জোর নাহি হাতে।
পলাইয়া চল যাই বাঁচি কোন মতে।।
রাবণ কাতর হৈল যুঝিতে না পারে।
প্রাণ যায় তথাপি সংগ্রাম নাহি ছাড়ে।।
রাবণ করিল এই উপায় বিধান।
বাহির করিল অগ্নিময় মহাবাণ।।
ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে সে বাণের অগ্রভাগে।
সে বাণের প্রতাপে সবার জাড় ভাঙ্গে।।
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল জরজর।।
বাণাঘাতে চন্দ্রমা হইল অচেতন।
পাইয়া চেতন পুনঃ উঠিল তখন।।
উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ।
চীৎকার ছাড়িয়া পলায় যত তারাগণ।।
প্রাণ লয়ে গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ।
ব্রহ্মলোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিষাদ।।
ক্রন্দন করেন চন্দ্র ব্রহ্মা পান দুঃখ।
ত্বরিতে গেলেন ব্রহ্মা রাবণ-সম্মুখ।।
ব্রহ্মা বলিলেন শুন অবোধ রাবণ।
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ।।
সর্ব্বলোকে বন্দে দেখ দ্বিতীয়ার চন্দ্র।
পূর্ণিমার চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ।।

www.bengaliebook.com

সর্ব্বলোকে হরষিত ধবল-রজনী।
চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি।।
কারো মন্দ না করে সবার করে হিত।
হেন চন্দ্রে মারিতে তোমার অনুচিত।।
শুন রে রাবণ তোর মন্ত্র কহি কাণে।
পরেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে।।
দুইজনে যুদ্ধ হইলে মরে এক জন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ।।
বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন।
রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন।।
অগস্ত্যের কথা শুনি হৃষ্ট রঘুমণি।
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন কহ মুনি।।
চন্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন।
কহ দেখি মুনি শুনি পুরাণ- কথন।।

রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত যুদ্ধ

অগস্ত্য বলেন শুন জানকী-বল্লভ।
রাবণের দিগ্বিজয় কহি আমি সব।।
জম্বুদীপ পার হয়ে গেল লঙ্কেশ্বর।
কুশদ্বীপে দেখ এক পুরুষ-প্রবর।।
সুমেরু-পর্ব্বত যেন দেহের আকার।
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার।।
বার যোজনের পথ আড়ে পরিসর।
বার শত যোজন শরীর দীর্ঘতর।।
রাবণ বলিছে হে পুরুষ কেবা তুমি।
দেহ রণ সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভ্রমি।।
পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তর্জ্জে।
অজগর-সর্প যেন সে পুরুষ গর্জ্জে।।
পুরুষ বলেন আমি ঘুচাই বিষাদ।
ততদিন তোর আর সব অপরাধ।।
কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে।
পুরুষের গায়ে ঠেকি উখারিয়া পড়ে।।
নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ।।
পর্ব্বত যুগল যেন উরু দুই খণ্ড।
আজানুলম্বিত দুই মহাবাহু দণ্ড।।
অষ্ট বসু আছে সেই পুরুষ-শরীরে।
বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ-উদরে।।
দশদিকপাল আছে পুরুষের পাশে।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সহ বায়ু বৈসে।।
হৃৎখণ্ডে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি।
নাভিপদ্ম-আসনে বৈসেন হৈমবতী।।
তাঁহার ললাটে সন্ধ্যা গায়ত্রী লিখন।
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পতন।।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব দানব বিদ্যাধর।
তিন কোটি দেবকন্যা তাঁহার দোসর।।
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার।
গাত্রে লোমাবলীরূপে আছে অবতার।।
বাসুকির বিষজালে বিশ্ব দগ্ধ করে।
সে বাসুকি পুরুষের মস্তক উপরে।।
রসনায় সরস্বতী সদা স্ফূর্ত্তিমতী।
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে দ্যুতি।।
রাবণেরে চারি হাতে ধরেন তখন।
বিশ হাতে রাবণ হইল অচেতন।।
অচেতন হয়ে ভূমে লোটায় রাবণ।
পুরুষ গেলেন পরে পাতাল-ভুবন।।

উলটিয়া চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর।
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর।।
শরীর ঝাড়িয়া শুক সারণেরে পুছে।
পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে।।
শুক সারণ বলে শুনহ লঙ্কেশ্বর।
তোমারে মারিয়া গেল পাতাল-ভিতর।।
রাবণ পাতালে গেল পুরুষ-উদ্দেশে।
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে।।
সকল পাতাল-পুরী করে নিরীক্ষণ।
মায়ারূপী তিনি তাঁরে না চিনে রাবণ।।
ত্রাস পেয়ে মনে মনে চিন্তিত রাবণ।
পুরুষ রাবণে দেখা দেন ততক্ষণ।।
পুরুষ সুবর্ণখাটে হরিষ অন্তরে।
তিন কোটি দেবকন্যা পরিচর্য্যা করে।।
বসিয়াছে দেবকন্যাগণ কুতূহলে।
কামার্ত্ত রাবণ ধরিবারে যায় বলে।।
কোপদৃষ্টে পুরুষ রাবণ পানে চায়।
অগ্নিতে পুড়িয়া ভূমে রাবণ লোটায়।।
উঠ উঠ বলিয়া পুরুষ ডাকে তারে।
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে।।
রাবণ বলিছে তুমি কোন্ অবতার।
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার।।
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন রে রাবণ।
তোরে পরিচয় দিব কোন্ প্রয়োজন।।
যোড়হাত করিয়া বলিছে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর।।
তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ।
তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে রাবণ।।
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস।
নিতান্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ।।
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে।
রাবণ বিদায় হয়ে তথা হৈতে সরে।।
শ্রীরাম বলেন কহ মুনি মহাশয়।
সে পুরুষ কোন্ জন দেহ পরিচয়।।
অগস্ত্য বলেন তিনি ভুবনের সার।
চতুর্ভুজ তিন কোটি তাঁর পরিবার।।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যা-নন্দন।
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ।।
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
রাবণের পূর্ব্বকথা কহি তব স্থান।।

www.bengaliebook.com

রাবণের রম্ভাবতী হরণ ও নলকুবের কর্ত্তৃক রাবণের প্রতি অভিশাপ প্রদান

কৈলাস পর্ব্বতে গেল বেলা অবসানে।
বাসা করি রাবণ রহিল সেই স্থানে।।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে জাগে দশানন।
চন্দ্রের উদয় হেতু নির্ম্মল গগন।।
সুশীতল রাত্রি বহে বায়ু মনোহর।
ধবল রজনী শোভা করে সুধাকর।।
রাবণ মদনে মত্ত নারী নাহি পাশে।
হেনকালে রম্ভা যায় উপর আকাশে।।
রম্ভা নামে অপ্সরা সে পরমা সুন্দরী।
কপালে তিলক তার শোভে সারি সারি।।
রুপেতে করিল আলো যেন চন্দ্রকলা।
দেখিয়া রাবণ রাজা কামে হৈলা ভোলা।।
রম্ভা রম্ভা বলিয়া রাবণ ধরে হাতে।
তুষিতে কাহার প্রাণ যাহ এত রাতে।।
কোন্ নাগরের প্রতি যাহ রসবতী।
তাহারে এড়িয়া মোরে ভজ লো যুবতী।।
রতিশাস্ত্র অষ্টাদশবিধ আমি জানি।
তুমি আমি কেলি করি দিবস যামিনী।।
লাজে হেঁটমাথা রম্ভা বলে যোড়হাত।
আমার শ্বশুর তুমি রাক্ষসের নাথ।।
শ্বশুর হইয়া তুমি না ধরিহ হাতে।
কেন বা আইনু আমি হেন ছার পথে।।
রাবণ বলিল তুমি কাহার সুন্দরী।
কি সম্বন্ধে তুমি সে আমার বহুয়ারী।।
রম্ভা বলে যদি কর সম্বন্ধ বিচার।
আমাকে ছাড়িয়া দেহ করি পরিহার।।
শ্রীনলকূবর নামে কুবের-কুমার।
পতিব্রতা হই আমি রমণী তাঁহার।।
কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী।
তাঁর পুত্রবধূ যে তোমার বহুয়ারী।।
শ্বশুর হইয়া কর বধূরে ধারণ।
আমাকে অপেক্ষি আছে কুবের-নন্দন।।
ধর্ম্মে মতি দেহ রাজা ছাড় পরিহাস।
হাত ছাড়ি দেহ যাই নায়কের পাশ।।
ছাড়ি দেহ লঙ্কেশ্বর আজিকার রাতি।
কল্য আসি তব সঙ্গে করিব পিরীতি।।
শুনিয়া রম্ভার কথা হাসিল রাবণ।
এ সময়ে পেলে নারী ছাড়ে কোন্ জন।।
পুরুষ হইয়া যদি পায় সে রমণী।
প্রাণান্তে নাহিক ছাড়ে শুন সুবদনি।।
মনেতে ভাবিয়ে রম্ভা দেখহ আপনি।
ইন্দ্ররাজা হরিলেন গুরুর রমণী।।
এতেক কহিল যদি রাজা লঙ্কেশ্বর।
মনে মনে ভাবে রম্ভা যা করে ঈশ্বর।।
দশানন বলে তুমি কি ভাবিছ আর।
কালি হইতে ভ্রাতৃবধূ হইও আমার।।
রম্ভা বলে মহারাজ কর পরিহার।
কালি আমি তব সঙ্গে করিব বিহার।।
রম্ভার বচন শুনি দশানন হাসে।
আজি বহুয়ারী কালি ঘুচিবেক কিসে।।
রম্ভা বলে আমার নিয়ম বলি শুন।
যে দিন যাহার পাশে করিব গমন।।

www.bengaliebook.com

সেই দিন পতি সেই জানিহ নিশ্চয়।
একথা অন্যথা নাহি কদাচিৎ হয়।।
বিধির নির্ব্বন্ধ শুন রাক্ষসের পতি।
চিরদিন ধর্ম্ম রাখি এইরূপে সতী।।
নলকূবরের লাগি করিয়াছি যাত্রা।
আজি ছাড়ি দেহ রাজা রাখ এই বার্ত্তা।।
ধর্ম্ম রাখ নলকূবরের অনুরোধ।
বিলম্ব দেখিলে তিনি করিবেন ক্রোধ।।
আজি রাজা ছাড়ি দেহ তুমি মোর আশ।
দশ দিন থাকিব আসিয়া তব পাশ।।
বিশ্বশ্রবার পুত্র তুমি সুবুদ্ধি সুধীর।
পণ্ডিত হইয়া কেন এতেক অস্থির।।
রাবণ বলেও কথা আমারে নাহি লাগে।
আর দিন তব কাছে কেবা রতি মাগে।।
দৈবের ঘটনে আজি হাতে গেছ পড়ে।
হেন জন কেবা আছে স্ত্রী পাইলে ছাড়ে।।
পৃথিবীর নারী যদি হয়ত ঘটনা।
পাইলে না ছাড়ি আমি তার একজনা।।
এত যদি কহিলেক রাজা দশানন।
নাকে হাত দিয়া রম্ভা ভাবে মনে মন।।
বুঝি রাবণের হাতে পরিত্রাণ নাই।
মৌন হয়ে থাকি তবে যা করে গোঁসাই।।
এত ভাবি কহিলেক রাজা দশানন।
নাকে হাত দিয়া রম্ভা ভাবে মনে মন।।
বুঝি রাবণের হাতে পরিত্রাণ নাই।
মৌণ হয়ে থাকি তবে যা করে গোঁসাই।।
এত ভাবি মৌনভাবে থাকে রম্ভাবতী।
রাবণ বুঝিল রম্ভার হইল সম্মতি।।
কিছুই না বলে রম্ভা মৌনেতে থাকিল।
রম্ভারে চাহিয়া তবে রাবণ বলিল।।
হেঁটমুখে রহে রম্ভা রাবণ গোচর।
ভাল মন্দ রম্ভা কিছু না দিল উত্তর।।
অনুমানে বুঝিল রাবণ তার মন।
ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাজা দশানন।।
একেত রাবণ তাহে রম্ভার ইঙ্গিত।
ইঙ্গিতে শৃঙ্গার রাজা করে বিপরীত।।
একে দশানন তাহে শৃঙ্গারে প্রবীণ।
একাসনে শৃঙ্গার করয়ে সপ্তদিন।।
রাবণের শৃঙ্গার না সহে কোন নারী।
সবে মাত্র সহে রম্ভা আর মন্দোদরী।।
হাত পা আছাড়ে রম্ভা রাবণের কোলে।
রাবণ শৃঙ্গার করে ধরি তার চুলে।।
রহ রহ বলি রম্ভা বলে রাবণেরে।
মুখেতে তর্জ্জন করে হরিষ অন্তরে।।
পুরুষের অষ্টগুণ স্ত্রীলোকের কাম।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ শ্রীরাম।।
স্বভাবে পুরুষ হতে কামে মত্তা নারী।
তবু স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে না পারি।।
হৃদয়ে আনন্দ মুখে করয়ে তর্জ্জন।
তিন লোকে নারীর বুঝিতে নারে মন।।
প্রকাশ না করে মুখে মনে পুড়ে মরে।
প্রকাশিয়া নাহি কয় পুরুষ-গোচরে।।
কঠিন রমণী-জাতি সৃজিলেন ধাতা।
অন্তরে পুড়িয়া মরে নাহি কয় কথা।।
পুরুষ অধিক নারী কামেতে পাগল।
তথাচ পুরুষ মন্দ স্বভাবে চঞ্চল।।
রমণী চঞ্চলা হয় কদাচ না শুনি।
রমণী এমন জাতি ভুলে যায় মুনি।।

www.bengaliebook.com

লোভ মোহ কাম ক্রোধ ছাড়িয়া সকল।
হেন মুনি স্ত্রী দেখিলে হয়েন পাগল।।
কেহ না বুঝিতে পারে স্ত্রীলোকের ছল।
পুরুষ ভুলাতে নারী ফাঁদে নানা কল।।
শাস্ত্রমুখে জানি রাম সর্ব্ব বিবরণ।
নারীতে মজিলে যম গৌরব নিধন।।
রাম বলে যত বল সকলি স্বরূপ।
বিশেষ পুরুষ নাহি নারী অন্যরূপ।।
মুনি বলিলেন যার বড় ভাগ্যোদয়।
লোভ সম্বরণ করি তার নারী রয়।।
শৃঙ্গারেতে রমণী বাড়ায় অভিলাষ।
জনম অবধি তার নাহি পূরে আশ।।
দিনে দিনে বাড়ে লোভ নহে সম্বরণ।
সম্বরিতে পারে যদি নারী করে মন।।
যে রমণী পাপকর্ম্মে নাহি করে মতি।
উত্তমা রমণী জান সেই গুণবতী।।
সতীর অনেক গুণ শুন রঘুপতি।
অনেক খুঁজিলে নাহি মিলে এক সতী।।
এক গুণ নহে সতীর অনেক লক্ষণ।
সর্ব্ব গুণ ধরে দেহে সতী যেই জন।।
সতীর দেহেতে মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিমান।
পূজা কৈলে পাপ খণ্ডে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান।।
শত সহস্রেতে নারী মিলয়ে একটি।
সতী পাওয়া দুর্ল্লভ অসতী কোটি কোটি।।
আপনা উদ্ধার করে কুলের প্রতীকার।
অসতী হইলে কভু নাহিক নিস্তার।।
সতীর প্রশংসা রাম সকল পুরাণে।
অসতীর অপমান দেখ ত্রিভুবনে।।
অসতী অসত্যবাদী শুনহ লক্ষ্মণ।
প্রধান এক দোষ তার অধিক ভোজন।।
যাহা দেখে তাহা খাইতে করে সাধ।
রাত্রিদিন খায় তবু করয়ে বিষাদ।।
যত খায় ক্রমে ক্রমে তত বাড়ে আশ।
যার ঘরে হেন নারী তার সর্ব্বনাশ।।
তাহারে উদরে যত সন্তান-সন্ততি।
মাতৃদোষে তারা সবে হয়তো কুমতি।।
যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ে করে অনাচার।
অনাচারে ব্রহ্মশাপে বংশের সংহার।।
বিপরীত ব্রহ্মশাপ হয় তার কুলে।
ব্রহ্মশাপে সবংশেতে পড়ে ডালে মূলে।।
পাপমতি স্ত্রী-পুরুষ যেই কুলে থাকে।
পাপে মজি তার বংশ যায় ত নরকে।।
অপকীর্ত্তি গায় তার সকল সংসার।
মরিলে নরকে যায় নাহিক নিস্তার।।
অসতী দেখিলে পাপ বাড়য়ে বিস্তর।
সতীরে দেখিলে পাপ পলায় সত্বর।।
সত্যের পালন করে মিথ্যা পরিত্যাগ।
দিনে দিনে ধর্ম্মপথে বাড়ে অনুরাগ।।
ধার্ম্মিকের বংশে জন্মি করে অনাচার।
আপনার দোষে হয় সবংশে সংহার।।
মুনিপুত্র দশানন জন্ম ব্রহ্ম-অংশে।
অনাচার অপকর্ম্মে সর্ব্বলোকে হিংসে।।
সৃষ্টিরে সৃজিয়া ব্রহ্মা করেন পালন।
বিশ্বশ্রবা করেন দেখ ধর্ম্ম-উপাসন।।
হেন বংশে জন্মি রাবণ করে কোন্ কর্ম্ম।
ধর্ম্মের নাহিক লেশ সকলি অধর্ম্ম।।
শ্রীরাম বলেন তব নাহি অগোচর।
রম্ভার বৃত্তান্ত কিছু কহ আরবার।।

মুনি বলিলেন শুন পুরাণ- কথন।
তদন্তরে রম্ভাবতী করিল গমন।।
শৃঙ্গারে রম্ভার বেশ হইল সংচূর।
স্বামীর চরণ ধরি কান্দিল প্রচুর।।
বলয়ে নলকূবর বেশ কেন আন।
কার ঠাঁই পাইয়াছ এত অপমান।।
কান্দিতে কান্দিতে রম্ভা তার পায়ে পড়ে।
তব কোপানলে প্রভু ত্রিভুবন পুড়ে।।
এতদিন ভ্রমি আমি ত্রিভুবনময়।
হেন অপমান মম কভু নাহি হয়।।
কোথাকার কার্য্য কোথা বিধাতা ঘটায়।
আচম্বিতে রাবণ আমার দেখা পায়।।
যে দিন যা হইবে বিধাতা সব জানে।
দৈবের ঘটনা হেন বুঝি অনুমানে।।
এমত বিপত্তি নাহি দেখি কোন কালে।
পথে পেয়ে রাবণ চাপিয়া ধরে কোলে।।
ধর্ম্মলোপ করিলেক বলে চেপে ধরি।
বলহীনা নারীজাতি কি করিতে পারি।।
দেবতা না পারে তারে আমি নারীজাতি।
রাবণের হাতে কিসে পাব অব্যাহতি।।
যতেক মিনতি করি তত কোপ বাড়ে।
সপ্ত রাত্রি পাপিষ্ঠ আমারে নাহি ছাড়ে।।
নলকূবর বলে রম্ভা জানি তুমি সতী।
তব দোষ নাহি রাবণ রাক্ষস দুর্ম্মতি।।
কুকর্ম্ম দেখিয়া নলকূবরের রোষ।
ধ্যানেতে সে জানিল রম্ভার নাহি দোষ।।
ক্রোধে নলকূবর লাগিল জ্বলিতে।
হাতে নিল জল রাবণেরে শাপ দিতে।।
আজি হৈতে শাপ মোর হউক প্রচার।
বলে ধরি রাবণ যেই করিবে শৃঙ্গার।।
সেইক্ষণে মরিবেক যাবে দশ মাথা।
নলকূবরের শাপ না হবে অন্যথা।।
রাবণের শাপ হইল হৃষ্ট দেবগণ।
সীতার সতীত্ব রক্ষা এই সে কারণ।।
উঠে নিদ্রা হইতে রাবণ রতিসাধে।
শাপ শুনি অমনি সে বসিল বিষাদে।।
শুনিয়া রাবণ রাজা দুঃখ ভাবে চিতে।
কেন আইলাম আমি হেন ছার পথে।।
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন।
বলে রতি করিতে না পারিব কখন।।
আর শাপ দিত যদি তাহা প্রাণে সয়।
ঘোর শাপ দিল মোরে পুড়িছে হৃদয়।।
এই সে রহিল মোর মনে অনুতাপ।
ভাইপো হইয়া মোরে দিল হেন শাপ।।
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস।
মুনি আর কিছু তার কহ ইতিহাস।।
রম্ভারে হরিয়া কোথা গেল সে রাবণ।
কহ কহ শুনি মুনি পুরাণ- কথন।।

সূর্পণখার বৈধব্যের বিবরণ

মুনি বলে দশানন দেশে দেশে চলে।
একদিন উঠিল সে গগন-মণ্ডলে।।
তিনকোটি দৈত্য তথা কালকুলপতি।
রাবণেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি।।
তিনকোটি দৈত্য তারা যমের দোসর।
রাবণেরে বিন্ধি তারা করিল জর্জ্জর।।

জিনিতে না পারি দৈত্য চিন্তিত রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন।।
অগ্নিবাণ এড়িলেক অগ্নি অবতার।
অগ্নিবাণে দৈত্য সব হইল সংহার।।
এক বাণে তিনকোটি করিল সংহার।
রাবণ বলিল লুঠ দৈত্যের ভাণ্ডার।।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা ভাণ্ডার দাঁদুড়ি।
বাছিয়া বাছিয়া লুঠে পরমা সুন্দরী।।
সে সবার রূপ দেখি কামে দহে মন।
শাপভয়ে শৃঙ্গার না করে দশানন।।
রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতূহলে।
লুঠিয়া সুন্দরীগণে রথে নিল তুলে।।
সে সবার নেত্রজলে রথখান তিতে।
শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন স্রোতে।।
কন্রাগণে ব্রবোধে প্রবোধে নাহি মানে।
কান্দিতেছে কেবল রাবণ বিদ্যমানে।।
রাবণ প্রার্থনা করে চাহে রতি দান।
কন্যাগণ পিতৃ-মাতৃ-শোকে হতজ্ঞান।।
রাবণ ভাবিছে যদি না হৈত শাপ।
তবে এতক্ষণ কেবা সহে কাম-তাপ।।
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন।
বলে ধরি শৃঙ্গার না করি সে কারণ।।
পাপিষ্ঠ কামিনীজাতি সৃজিল বিধাতা।
অন্তরে পুড়িয়া মরে তবু নাহি কথা।।
মহোদর বলে রাজা মম কথা শুন।
লজ্জা ভয়ে তোমারে না ভজে কন্যাগণ।।
একে কুলবালা তাহে মনে ভয় বাসে।
সব কন্যা ভজিবেক তুমি গেলে দেশে।।
লঙ্কায় তোমার দশ সহস্রেক রাণী।
রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিভুবন জিনি।।
এত স্ত্রী থাকিতে তব না পূরিল সাধ।
তবে কেন রম্ভা হরি পাড়িলে প্রমাদ।।
মহোদর কহে যত রাবণ লজ্জিত।
দেশেতে প্রস্থান করে হয়ে ত্বরান্বিত।।
দিগ্বিজয় করে রাজা শতেক বৎসর।
উপস্থিত হিইল লঙ্কাতে লঙ্কেশ্বর।।
সঙ্গে ছিল দৈত্য-কন্যা পরমা সুন্দরী।
লইয়া যে সব কন্যা গেল অন্তঃপুরী।।
রাবণ যাহার পায় অঙ্গীকার বাণী।
অন্তঃপুরে লয়ে তারে করে মুখ্য রাণী।।
যে কন্যার রাবণ না পায় অঙ্গীকার।
থুইয়া অশোক বনে করে ত প্রহার।।
রাবণ প্রতাপী অতি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে।
দশ হাজার স্ত্রী সহ সুখে কেলি করে।।
সূর্পণখা নামে ছিল রাবণ-ভগিনী।
রাবণের কাছে কান্দে চক্ষে পড়ে পানি।।
সূর্পণখা বলে ভাই তুমি মোর অরি।
বিধবা করিলে মোরে মোর পতি মারি।।
তিন কোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে।
মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে।।
পাত্র মিত্র আদি আর বিভীষণ ভাই।
সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাঁই।।
যে দিন বিবাহ, সেই দিন হৈনু রাঁড়ী।
সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি।।
সূর্পণখার হাতে ধরি বলে মহারাজ।
অজ্ঞাতে হইল কর্ম্ম নাহি দেহ লাজ।।
দুই ভাই আছ খর আর যে দূষণ।
তাহারা তোমায় সদা করিবে পালন।।

স্বতন্ত্রা হইয়া তুমি থাক সেই স্থানে।
স্বতন্ত্রের নামে রাঁড়ী হৃষ্ট হয় মনে।।
আর যত রাণ্ডী ঘরে বঞ্চয়ে যৌবন।
স্বতন্ত্রা করিল তারে কুবুদ্ধি রাবণ।।
সূর্পণখা চলিল রাবণের আদেশে।
সবংশে রাবণ মরে সে রাঁড়ীর দোষে।।
সে রাণ্ডীর নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ।
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ।।
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ।।

www.bengaliebook.com

রাবণের স্বর্গ জিনিতে গমন

অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
ইন্দ্র রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান।।
কৌতুকে রাবণ রাজা আছে লঙ্কাপুরে।
দেব দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে।।
পরনারী লয়ে কেলি করে দশানন।
হেনকালে রাবণেরে বলে বিভীষণ।।
তুমি বলে হরে আন পরের সুন্দরী।
মধুদৈত্য আসি তব ভগ্নী কৈল চুরি।।
যত পাপ কর তুমি তোমারে সে ফলে।
কুম্ভনশী ভগ্নী তব দৈত্যে হরে নিলে।।
প্রহস্ত মামার কন্যা নামে কুম্ভনশী।
রাত্রিতে করিল চুরি মধুদৈত্য আসি।।
অপমান শুনি তবে করিছে বিষাদ।
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনাদ।।
সুমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদের বাণে।
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে।।
তুমি আছ বিভীষণ ভাই মহোদর।
এত বীর সবে আছ লঙ্কার ভিতর।।
কারো শক্তি নাহি যুদ্ধ করে দৈত্য সনে।
তোমা সবাকারে ধিক্ কি ফল জীবনে।।
কুম্ভকর্ণ বীর যদি লঙ্কাপুরে জাগে।
ভুবনের শত্রু নাহি আসে তার আগে।।
দিগ্বিজয় করে আইলাম ত্রিভুবন।
থাকুক দৈত্যের কাজ পলায় দেবগণ।।
ত্রিভুবন জিনিয়া আইনু একেশ্বর।
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর।।
কুম্ভকর্ণ আর আমি আছি দুই জন।
মেঘনাদ আদির বিক্রম অকারণ।।
লজ্জা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ।
কারো দোষ নাহি দোষ দেহ অকারণ।।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী।
ফল মূল খাই আমি থাকি উপবাসী।।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন।
সন্ধান পাইয়া হানা দিল দৈত্যগণ।।
রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ।
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ।।
মেঘনাদের কথা যত কহে বিভীষণ।
বিচিত্র যজ্ঞের কথা শুনিছে রাবণ।।
বিচিত্র যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষতলা।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে নামে নিকুম্ভিলা।।
অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রি দিন থাকে।
দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে।।
স্বর্ণ নামে আছিল প্রধান পুরোহিত।
তাহারে লইয়া যাগ করয়ে ত্বরিত।।
ন্যাস করি পুরোহিত অগ্নিকুণ্ড পূজে।
অগ্নি আসি অধিষ্ঠান হন মন্ত্র-তেজে।।
অধিষ্ঠান হয়ে অগ্নি রহিলা সম্মুখে।
মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে।।
যজ্ঞের আহুতি খেয়ে অগ্নি সন্তোষ।
মেঘনাদে বর দেন হয়ে পরিতোষ।।
অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিনু তোরে।
যজ্ঞ করি যথা তথা যাহ যুঝিবারে।।
পরাজয় না হইবে আমি দিনু বর।
অন্তরীক্ষে যুঝিবে রিপুর অগোচর।।
যজ্ঞে আমি বর দিনু তব বিদ্যমান।
এতেক বলিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থান।।

www.bengaliebook.com

চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া রাবণে।
রাবণ বলে মেঘনাদ চল মোর সনে।।
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর।
তোমারে লইয়া আমি জিনি পুরন্দর।।
ত্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজা।
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা।।
সাক্ষাতে দেখিব তোর যজ্ঞের পরীক্ষে।
ইন্দ্র সনে কেমনেতে যুঝ অন্তরীক্ষে।।
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের উপর।।
চৌদ্দ বর্ষ অনাহারে আছে মেঘনাদ।
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ।।
নয় হাজার রাণী তার পরমা সুন্দরী।
দেব দানবের কন্যা রূপে বিদ্যাধরী।।
অন্তঃপুরে নাহি যায় সে চৌদ্দ বৎসর।
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর।।
নারী-সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে।
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে।।
শতকোটি হস্তী নড়ে অর্ব্বুদ কোটি ঘোড়া।
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি ও ঝকড়া।।
সারথি জানিল আজি সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন।।
সাজায়ে আনিল রথ অতি মনোহর।
সংগ্রামের অস্ত্র তুলে রথের উপর।।
বীরদাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত নড়ে মুড়ে মুড়ে।।
নিজ ঠাটে মেঘনাদ করিছে সাজনি।
মেঘনাদের বাদ্যভাণ্ড তিন অক্ষৌহিণী।।
রাজার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগতি।।
মহোদর মহাপাশ খর ও দূষণ।
তালভঙ্গ সিংহবর ঘোর দরশন।।
মহাবাহু শুকবাহু আর যজ্ঞধূম।
বাঁকামুখ মেঘমালী দুর্জ্জয় বিক্রম।।
শুক সারণ শার্দ্দূল চলিল বিদ্যুন্মালী।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী।।
চলে ষট্ নিষট্ সে বিক্রমকেশরী।
রাবণের সৈন্য যত কহিতে না পারি।।
রথে গজে অশ্বেতে কুমারভাগে নড়ে।
শিক্ষামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে।।
অক্ষয়কুমার আদি চলে দেবান্তক।
বীরবাহু অতিকায় চলে নরান্তক।।
নানা অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ত্রিশিরা।
রথের সাজনি কত মাণ্যিক্যাদি হীরা।।
কুম্ভকর্ণ-পুত্র কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন।
যাহাদের ভয়েতে কম্পিত ত্রিভুবন।।
কনক রচিত রথ প্রভাকর জ্যোতি।
চড়ে তাহে প্রধান যতেক সেনাপতি।।
তিনকোটি সাজায়ে চলিল তাজি ঘোড়া।
শত অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি ও ঝকড়া।।
মুদগর মুষল টাঙ্গি খাণ্ডা খরশান।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতর বাণ।।
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাই লঙ্কার ভিতর।।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হৈল সেই দিনে।
ইন্দ্রে জিনিবারে চলে রাবণের সনে।।
এক দিন জাগে ছয় মাসের অন্তর।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উঠে ক্ষুধায় কাতর।।

www.bengaliebook.com

ছয় মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্ন জল।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল।।
সাত শত খাইলেক মদের কলসী।
পর্ব্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি।।
অর্দ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ।
সাজিল যে কুম্ভকর্ণ করিবারে রণ।।
ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয় করে।
টলমল করে লঙ্কা কটকের ভরে।।
রাবণের রথ লৈয়া যোগায় সারথি।
রাজহংসে বহে রথ পবনের গতি।।
হস্তী ঘোড়া নড়ে ঠাট কটক অপার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে লাগে চমৎকার।।
ইন্দ্রে জিনিবারে করে এতেক সাজনি।
নিজ ঠাট রাবণের শত অক্ষৌহিণী।।
ইন্দ্রে জিনিবারে সবে করিল গমন।
চারিদিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন।।
শত লক্ষ কাঁশী তিন লক্ষ করতাল।
সহস্রেক ঘণ্টা বাজে শুনিতে রসাল।।
ভেরী ও ঝাঁঝরী বাজে তিন কোটি কাড়া।
আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া।।
খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণা।
অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা।।
ঢেমচা খেমচা বাজে ঝম্প কোটি কোটি।
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি।।
বিরানব্বই লক্ষ বীণা তিন কোটি শঙ্খ।
দোহারী মোহারী শাণী গণিতে অসঙ্খ্য।।
পাখোয়াজ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাঁসী।
খঞ্জনীতে মিলাইতে দুই লক্ষ বাঁশী।।
গভীর শব্দেতে বাজে অসঙ্খ্য মাদল।
প্রলয়-কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল।।
রাবণের সাজনে দেবতা চমৎকার।
মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার।।

মধুদৈত্যের সহিত রাবণের মিলন

মনেতে ভাবিয়া তবে বলে লঙ্কেশ্বর।
আগে মধুদৈত্য জিনি পিছে পুরন্দর।।
সাগর হইয়া পার সৈন্যে দিল ত্বরা।
চক্ষুর নিমেষে গেল নগর মথুরা।।
ঘেরিল মধুরাপুরী রাক্ষস সকল।
সুখে নিদ্রা যায় মধুদৈত্য মহাবল।।
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি।
কুম্ভনশী বাহির হইল একেশ্বরী।।
রাবণ বলে কহ ভগ্নী দৈত্য গেল কোথা।
আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথা।।
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর।
সেই দিন পাঠাতাম তারে যমঘর।।
রাবণের কথা শুনি কুম্ভনশী ভাষে।
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে।।
তোমার বাণেতে ভাই কারো নাই রক্ষা।
সহোদরা ভগ্নী রাঁড়ী কৈলে সূর্পণখা।।
তার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ।
মোরে রাঁড়ী করি ভাই সাধিবে কি কাজ।।
ধর্ম্মপথে হইয়াছে পতি সে আমার।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে এই ভাগিনা তোমার।।
আপনার কথা ভাই আপনি বাখানি।
চৌদ্দ হাজার জায়া তব বিভা কায় রাণী।।

তুমি বলে ধরে আন পরের সুন্দরী।
সবে মাত্র বিভা তব রাণী মন্দোদরী।।
হইলে তোমার কোপ কম্পে দেবগণ।
অনন্ত বাসুকি পলায় দৈত্য কোন্ জন।।
কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী দেহ দান।
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদ্যমান।।
কুড়ি পাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।।
দশানন বলে আমি না মারিব প্রাণে।
ইন্দ্রে জিনিবারে যাব আসুক মোর সনে।।
কুম্ভনশী চলিল রাবণ আজ্ঞা পেয়ে।
শুয়েছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধেয়ে।।
কুম্ভনশী ধেয়ে যায় আলুয়িত চুল।
নিদ্রাভাঙ্গি উঠে মধুদৈত্য মহাবল।।
ঘূর্ণিত লোচনে দৈত্য শয্যাপরি বৈসে।
কুম্ভনশী-ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে।।
আচম্বিতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল।
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল।।
কুম্ভনশী বলে তুমি না জান কারণ।
তোমারে বধিতে আইল লঙ্কার রাবণ।।
লঙ্কা হৈতে তুমি বলে আনিলে আমারে।
সেই কোপে আইল তোমারে কাটিবারে।।
দৈত্য বলে শীঘ্র আন শঙ্করের শূল।
সবংশে রাবণে আজি করিব নির্ম্মূল।।
শুনিয়া দৈত্যের কথা কুম্ভনশী কয়।
রাবণের সনে বাদ মরণ নিশ্চয়।।
থাকুক তোমার কার্য্য না পারে বিধাতা।
রাবণের সঙ্গে বাদ অন্যের কি কথা।।
রাবনের দোষ নাই তুমি সর্ব্ব দোষী।
আমারে আনিলে হরে তিন প্রহর নিশি।।
অবিচার কর্ম্ম কেন করিলে আপনে।
আপনি করহ কোপ কিসের কারণে।।
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে।
তুষ্ট করি আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে।।
তুষ্ট হয়ে কহিল আমার বিদ্যমানে।
দৈত্য এসে সম্ভাষ করুক মোর সনে।।
প্রধান কুটুম্ব তব হয় মম ভ্রাতা।
আদরে বাটীতে আন কয়ে মিষ্ট-কথা।।
পূর্ব্ব কোপে যদি কিছু কহে মোর ভাই।
সহ্য সমাবেশ কর তাহে ক্ষতি নাই।।
কুম্ভনশী-কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে।
যোড় হাত করি গেল রাবণের পাশে।।
রাবণ বলে করেছিলে বড়ই প্রমাদ।
আমার ভগিনী আন এত বড় সাধ।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমারে করে ডর।
যম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর।।
কত বল ধর তুমি কত আছে সেনা।
কোন্ সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা।।
তোরে বান্ধি লইতাম সাগরের পার।
ভস্মরাশি করিতাম মথুরা নগর।।
অগ্নী আসি বিস্তর কান্দিল পায়ে ধরে।
ভগ্নীরে কাতর দেখি ক্ষমিলাম তোরে।।
মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ।
যোড়হাত করি বলে শুনহ রাজন।।
তোমার সংগ্রামে হরি হরে করে ভয়।
আমারে করহ কোপ উপযুক্ত নয়।।
হীনবীর্য্য দৈত্য আমি তুমি মহাবল।
অপরাধ ক্ষমা কর আমার সকল।।

www.bengaliebook.com

পরম পণ্ডিত তুমি লঙ্কার ঈশ্বর।
আমার মথুরা তব ভোগের ভিতর।।
অবোধ জনার দোষ মার্জ্জনা করহ।
আমার আলয়ে আসি পদধূলি দেহ।।
হাসি হাসি রথ হৈতে নামিয়া রাবণ।
মধুদৈত্য-আলয়েতে করিল গমন।।
আগে আগে মধুদৈত্য পশ্চাতে রাবণ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল দুই জন।।
সিংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে।
যথাযোগ্য স্থানে বসায় অন্য যত জনে।।
দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর।
দশানন বলে তব চরিত্র সুন্দর।।
মধুদৈত্য বলে আজি থাক এইখানে।
কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর সনে।।
রাবণ বলে কালি কুম্ভকর্ণের শয়ন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন্ জন।।
নানা ভোগে রাবণের ভুঞ্জায় দানব।
তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরব।।
রাবণ বলিছে দৈত্য শুন মোর বাণী।
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী।।
কত অস্ত্র আছে তব জাঠি আর ঝকড়া।
কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া।।
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর।
লুটিব অমরাবতী রাত্রির ভিতর।।
রাত্রির ভিতর স্বর্গে করিব সংগ্রাম।
আসিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম। ।
মধুদৈত্যের হাতী ঘোড়া কটক বিস্তর।
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর।

রাবণ কর্ত্তৃক অমরাবতী আক্রমণ

অন্তরীক্ষে ঠাট কটক উঠে মুড়ে মুড়ে।
রাত্রি দুই প্রহরে অমরাবতী বেড়ে।।
বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে।
অসংখ্য বেড়িয়া ঠাট রহে চারিভিতে।।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অমর-নগরী।
প্রবাল মাণিক্য মণি শোভে সারি সারি।।
সুবর্ণ-নির্ম্মিত পুরী বিচিত্র গঠন।
উভেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন।।
শত যোজন সুরপুরী আড়ে পরিসর।
দীর্ঘে ওর নাহি তার বায়ু-অগোচর। ।
একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন।
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ।।
সোণার কপাট খিল পর্ব্বতের চূড়া।
সোণার হুড়কা তায় নবরত্ন বেড়া।।
শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা।
চারি অংশ করি সেনা চারি দ্বারে থানা।।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা থাকে চারি দ্বার।
কাহারো নাহিক শক্তি পথ লঙ্ঘিবারে।।
শত বৃন্দ ভিতরে আছয়ে অন্তঃপুরী।
শচী দেবকন্যা তথা পরমা সুন্দরী। ।
পরমা সুন্দরী শচী তিনি মুখ্যা রাণী।
ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতা-মোহিনী।।
পদ্মকোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর।
নানা রত্নে পরিপূর্ণ পরম সুন্দর।।
রত্নেতে নির্ম্মিত ঘর দুয়ার চৌতারা।
দেবকন্যাগণ তাহে রূপে মনোহরা।।

www.bengaliebook.com

স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা।
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র করে তাতে খেলা।।
নাহি শোক দুঃখ, নাহি অকাল- মরণ।
ত্রিভুবন জিনি স্থান ভুবন-মোহন।।
সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম।
যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম।।
নানা রঙ্গে নৃত্য করে বহু পক্ষিগণ।
কুসুম-গন্ধেতে সবে আনন্দে মগন।।
প্রমাদ পড়িল তাহা ইন্দ্র নাহি জানে।
অমরা-নগরী গিয়া বেড়িল রাবণে।।
রাবণ বেড়িল স্বর্গ শুনি পুরন্দর।
দেবগণ লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর।।
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন।
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ।।
দেখিয়া ইন্দ্রের ত্রাস হাসে নারায়ণ।
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন।।
নারায়ণ বলেন শুনহ পুরন্দর।
এ শরীরে আমি না মারিব লঙ্কেশ্বর।।
তোমারে কহি যে ইন্দ্র শুনহ কারণ।
আমা বিনা কারো হাতে না মরে রাবণ।।
ব্রহ্মা বর দিয়াছেন তপে হয়ে তুষ্ট।
বিনা নর বানরেতে না মরিবে দুষ্ট।।
পৃথিবী-মণ্ডলে আমি হব অবতার।
সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার।।
দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ।
যুদ্ধ করি খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ।।
বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগতি।
যুঝিবার সাজিলেন অমরের পতি।।
ত্রিভুবন উপরে ইন্দ্রের অধিকার।
দশ দিকপাল আসি হৈল আগুসার।।
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে।
যক্ষ রক্ষ লয়ে আইলা যুঝিবারে তরে।।
একবার রাবণের যুদ্ধে পাইল লাজ।
আরবার আইল কুবের যক্ষরাজ।।
যম মৃত্যু সংগ্রামে আইল দুই জন।
একবার যুদ্ধে দোঁহে জিনিল রাবণ।।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল রাবণের যুদ্ধে।
আরবার আইল ইন্দ্রের অনুরোধ।।
পাতালেতে বাসুকিরে জিনিল রাবণ।
সেই কোপে যুঝিতে আইল নাগগণ।।
আইল তিরাশি কোটি চিত্রানী শঙ্খিনী।
যাহার বিষের জ্বালে কাঁপয়ে মেদিনী।।
একবার বরুণেরে জিনেছে রাবণ।
সেই কোপে যুঝিবারে আইল বরুণ।।
মরুত অসুর আর আইল বিদ্যাধর।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আইল বিস্তর।।
চন্দ্র সূর্য্য আইল নক্ষত্র আদি বার।
রাবণের রণেতে আইল বার বার।।
শনি রাহু কেতু আদি যত গ্রহগণ।
রাত্রি আর ঝড় বৃষ্টি এল সর্ব্বজন।।
সমর দেখিতে আইলেন মহেশ্বরী।
চৌষট্টি যোগিনী তাঁর সঙ্গে সহচরী।।
দেবীর অসীম মূর্ত্তি ষোড়শী বগলা।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী দেবী ব্রহ্মাণী কমলা।।
নারসিংহী বারাহী ধরেন নানা কলা।
কাত্যায়নী চামুণ্ডা গলেতে মুণ্ডমালা।।
রণে আইলেন দেবী বেশ ভয়ঙ্কর।
আছুক অন্যের কাজ দেবে লাগে ডর।।

www.bengaliebook.com

রক্তবীজ আদি করি মারিলা কটাক্ষে।
রাবণের তরে রহিলেন অন্তরীক্ষে।।

রাবণসহ দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়

স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
চারিদিকে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল।।
নানা অস্ত্র পড়ে, নাহি যায় সংখ্যা করা।
অমরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধারা।।
নানা অস্ত্র রাক্ষস করিছে অবতার।
সুরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার।।
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মুদগর।
খাণ্ডা খরশাণ বাণ অতি ভয়ঙ্কর।।
পড়ে গদা সাবল নাহিক লেখা জোখা।
চারিদিকে ফেলে বাণ যার যত শিক্ষা।।
রথে রথে ঠেকাঠেকি ভাঙ্গি পড়ে কত।
হস্তী ঘোড়া চাপনেতে হস্তী ঘোড়া হত।।
পড়ে দেব দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
লেখা জোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর।।
দেব-অস্ত্র রাক্ষসাস্ত্র করে অবতার।
সকল অমরাবতী বাণে অন্ধকার।।
দুই সৈন্য যুদ্ধে পড়ে রক্তে হৈয়া রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসের গঙ্গা।।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত রক্তোপরি ভাসে।
হরিষে পিশাচগুলা মনে মনে হাসে।।
বিম্বকে বিম্বকে রক্তে বান্ধি উঠে ফেনা।
শকুনি গৃধিনী তাহে করিছে পারণা।।
ইন্দ্র বলে, রাবণ করিস যুদ্ধ ছল।
জনে জনে যুঝ দেখি কার কত বল।।
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হাসিল রাবণ।
মোর সনে যুঝেছে সকল দেবগণ।।
বরুণ কুবের যম জিনেছি মান্ধাতা।
যুঝিবে আমার সনে কে আছে দেবতা।।
হেনকালে শনি গেল রাবণের পাশে।
দশমাথা খসে পড়ে দেবগণ হাসে।।
বিকৃত আকার রাবণ সংগ্রাম ভিতরে।
দেখি যত দেবগণ উপহাস করে।।
দশ মাথা খসে পড়ে বল নাহি টুটে।
ব্রহ্মার বরেতে তার দশ মাথা উঠে।।
একবার ভিন্ন শনির আর নাহি রণ।
উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ।।
ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে না মরে।
শনি পলাইয়া গেল রাবণের ডরে।।
শনি পলাইল যে রাক্ষসগণ হাসে।
হেনকালে যম গেল রাবনের পাশে।।
যমেরে দেখিয়া তবে দশানন হাসে।
মরিবারে কেন যম এলি মোর পাশে।।
যম বলে রাক্ষস কি করিস্ অহঙ্কার।
সেই দিন আমি তোরে করিতাম সংহার।।
ভাগ্যেতে বাঁচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ।
ব্রহ্মা আজ নাহি হেথা জীবি কতক্ষণ।।
আছয়ে চৌষট্টি রোগ যমের সংহতি।
রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীঘ্রগতি।।
ত্রিভুবনের মায়া জানে রাজা দশানন।
ব্রহ্ম-অগ্নি শরীরেতে জ্বালিল তখন।।
পুড়ে মরে রোগ সব ডাকে পরিত্রাহি।
সহিতে না পারে সবে গেল যম ঠাঁই।।

www.bengaliebook.com

রোগ পীড়া পলাইল দশানন হাসে।
মোর কাছে যম তুমি দর্প কর কিসে।।
যম বলে রাবণ কি করিস্ অহঙ্কার।
আমার হাতেতে তোর সবংশে সংহার।।
রোগ পীড়া পলাইল মনে পাইলি আশ।
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ।।
করিলি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর।।
অবশ্য মরণ হবে যাবি মোর ঘরে।
চক্ষু পাকাইয়া গর্জ্জে যমের কিঙ্করে।।
যম আর রাবণে দুজনে গালাগালি।
দূর হৈতে শুনে কুম্ভকর্ণ মহাবলী।।
ধেয়ে যায় কুম্ভকর্ণ যমে গিলিবারে।
কুম্ভকর্ণে দেখি যম পলাইল ডরে।।
পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর।
দেখিয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর।।
সর্ব্বজন মরে যম তোমা দরশনে।
যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্ জনে।।
হেনকালে পবন বহিল মহাঝড়।
উড়াইয়া রাক্ষসে একত্র কৈল জড়।।
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল।
ভয়েতে রাবণ রাজা চিন্তিত হইল।।
কুম্ভকর্ণ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে।
কুম্ভকর্ণ চলিল পবনে গিলিবারে।।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া পবন দিল রড়।
পলাইল পবন ঘুচিল সর্ব্ব ঝড়।।
পবন পলায়ে গেল মনে পেয়ে ডর।
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর।।
বরুনের মায়াতে সকল জলময়।
জল দেখি রাবণের লাগে বড় ভয়।।
কুম্ভকর্ণের নাহি ভয় দুর্জ্জয় শরীর।
আর যত সেনা সব হইল অস্থির।।
বরুণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ।
অগ্নিবাণ ধনুকেতে যুড়িল তখন।।
রাবণের অগ্নিবাণ অগ্নি-অবতার।
অগ্নিবাণে সব জল করিল সংহার।।
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাবণ।
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ।।
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ ভাস্কর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইল দীপ্তিকর।।
একবারে হইল দ্বাদশ সূর্য্যোদয়।
ভয়েতে রাক্ষসগণ গণিল সংশয়।।
ধনুকেতে যোড়ে রাজা বাণ ব্রহ্মজাল।
বাণ হইতে বরিষয়ে অগ্নির উথাল।।
রাবণের বাণেতে দেবতাগণ কাঁপে।
সূর্য্য তেজ নিভাইল রাবণ-প্রতাপে।।
সকল দেবতাগণে জিনিল রাবণ।
মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ।।
দুই রাজপুত্র যুঝে দুজনে প্রধান।
কেহ কারে নাহি জিনে দুজনে সমান।।
মেঘনাদ-বাণেতে জয়ন্ত পায় ডর।
পলায়ে জয়ন্ত গেল পাতাল ভিতর।।
পৌলব দানব তার মাতামহ হয়।
পাতালে লুকায়ে রহে তাহার আলয়।।
ইন্দ্রস্থানে বার্ত্তা কহে যত দেবগণ।
আচম্বিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ।।
মেঘনাদের বাণ বুঝি না পারি সহিতে।
আছে কি না আছে বেঁচে না পারি বলিতে।।

www.bengaliebook.com

অন্তঃপুরে নারীগণ যুড়িল ক্রন্দন।
যম গিয়া ইন্দ্রে কহে প্রবোধ বচন।।
পরলোক গেলে মোর সঙ্গে হৈত দেখা।
মরে নাই জয়ন্ত সে পাইয়াছে রক্ষা।।
পৌলব দানব তার পাতালে নিবাস।
লুকাইয়া জয়ন্ত রয়েছে তার পাশ।।
যমের প্রবোধে ইন্দ্র সম্বরে ক্রন্দন।
তবে ইন্দ্র রাজা গেল চণ্ডীর সদন।।
তোমা বিদ্যমানে দেবগণের সংহার।
রাবণে মারিয়া মাতা কর প্রতিকার। ।
চৌষট্টি যোগিনী ছিল দেবীর সংহতি।
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগতি।।
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে কাচে কাচে।
রক্ত মাংস খাইয়া যোগিনী সব নাচে।।
দেখিতে যোগিনী সব মহা ভয়ঙ্করে।
একেক যোগিনী শত রাক্ষসে সংহারে। ।
দশানন বলে মাতা কর অবধান।
যুদ্ধ সম্বরিয়া তুমি যাহ নিজ স্থান।।
রাবণ যোগিনী-যুদ্ধ দেখি ভয়ঙ্কর।
যোড়-হাতে স্তুতি করে দেবীর গোচর।।
মোর সনে মাতা তব কিসে বিসংবাদ।
তোমার চরণে কিছু নাহি অপরাধ।।
শঙ্কর-সেবক আমি, তুমি মা শঙ্করী।
এ কারণ তবে সনে যুদ্ধ নাহি করি। ।
আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কাজ।
তুমি যদি হার মাতা পাবে বড় লাজ। ।
রাবণের বচনে চণ্ডীর হৈল হাস।
চৌষট্টি যোগিনী লয়ে চলিলা কৈলাস।।
একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ।
ইন্দ্র আর রাবণ দুজনে বাজে রণ।।
ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র বজ্র-অস্ত্র হাতে।
সাজিয়া রাবণ রাজা এল দিব্য-রথে। ।
ইন্দ্রের যে বজ্র-অস্ত্র করিছে গর্জ্জন।
বজ্রের গর্জ্জন শুনি চিন্তিত রাবণ।।
হেনকালে কুম্ভকর্ণ আইল ধাইয়ে।
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহিল দাণ্ডায়ে।।
কুম্ভকর্ণ বলে ইন্দ্র আর যাবি কোথা।
স্বর্গপুরী নিবসতি করিব দেবতা।।
বজ্র বিনা ইন্দ্র তোর আর নাহি বাড়া।
দন্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাব গুঁড়া।।
ইন্দ্র বলে কুম্ভকর্ণ ছাড় অহঙ্কার।
বজ্র-অস্ত্রে আমি তোর করিব সংহার।।
মহামন্ত্র পড়ি ইন্দ্র বজ্র-অস্ত্র ফেলে।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ সেই বজ্র গিলে।।
বজ্র-অস্ত্র গিলে বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখি যত দেবগণ গণিল প্রমাদ।।
চলিল সে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলিতে।
ভয়েতে দেবতাগণ পলায় চারিভিতে।।
সৃষ্টিনাশ হেতু তারে সৃজিল বিধাতা।
চারিভিতে লাফ দিয়ে গিলিছে দেবতা।।
অমর দেবতাগণ নাহিক মরণ।
নাসিকা কর্ণের পথে পলায় তখন।।
শ্রবণ নাসিকা-পথ ঘরের দুয়ার।
তাহা দিয়া দেবগণ বেরয় অপার।।
স্বর্গ হৈতে দেবগণে আছাড়িয়া ফেলে।
হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় পড়ি ভূমিতলে।।
কুম্ভকর্ণের রণে কারো নাহি অব্যাহতি।
হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি।।

www.bengaliebook.com

এক দিন রাত্রি মাত্র জাগে কুম্ভকর্ণ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল সুখী দেবগণ।।
ছয় মাসে এক দিন জাগে কুম্ভকর্ণ।
রজনী প্রভাত হলে সবার এড়ান।।
রাত্রি পোহাইল বীর নিদ্রায় বিভোল।
এতক্ষণে রক্ষা পাইল দেবতা সকল।।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল রাবণ চিন্তিত।
রথে তুলি লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত।।
ইন্দ্র সহ রাবণে বাজে মহারণ।
দুই জনে নানা বাণ করে বরিষণ।।
দুই জনে বাণ মারে নাহি লেখাজোখা।
চারিদিকে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা।।
দুই জন সম কেহ না পারে জিনিতে।
পদ্মাপন বাণ ইন্দ্রের পড়িল মনেতে।।
ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ।
পদ্মাপন বাণে বন্দী করিব রাবণ।।
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি ইন্দ্র পদ্মাপন এড়ে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র রাবণের গায়ে গিয়া পড়ে।।
ছুঁলে মাত্র নিদ্রা যায় হেন পদ্মপন।
রথোপরি রাবণ নিদ্রায় অচেতন।।
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপরে।
সকল দেবতা আসি বেড়ে রাবণেরে।।
লোহার শিকল বান্ধে হাতে ও গলায়।
রাবণে বান্ধিয়া লৈল ঐরাবত পায়।।
অবনীতে লোটায় রাবণের দশ মাথা।
তাহার অবস্থা দেখি হাসেন দেবতা।।
হিঁচড়িয়া লয়ে যায় বুকে ছড় যায়।
ঐরাবত-দন্ত ঠেকে রাবণের গায়।।
খান্ খান্ হয় অঙ্গ দন্ত দিয়া চিরে।
পরিত্রাহি ডাকে রাবণ বিষম প্রহারে।।
হরিষ দেবতাগণ জিনিয়া রাবণ।
শিরে হাত দিয়া কান্দে নিশাচরগণ।।
রাবণ হইল বন্দী মেঘনাদ দেখে।
রথে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তরীক্ষে।।
মেঘনাদ গর্জ্জে যেন মেঘের গর্জ্জন।
ঘরে না যাইস্ ইন্দ্র ফিরে দেহ রণ।।
রাবণ-কুমার আমি নাম মেঘনাদ।
আজিকার যুদ্ধে তোর পাড়িল প্রমাদ।।
পিতারে করিলি বন্দী আমা বিদ্যমানে।
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে।।
গর্জ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে।
মেঘনাদ গর্জ্জনেতে ইন্দ্ররাজ হাসে।।
তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
পিতা হৈতে পুত্র বড় কোথাও না শুনি।।
এত যদি দুইজনে হৈল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।।
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয়ে লুকি।
মেঘের আড়েতে যুঝে মেঘনাদ ধানুকী।।
নানা অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে।
ফাঁফর হইল ইন্দ্র না পারে সহিতে।।
অন্তরীক্ষে থাকি বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কোথা হৈতে পড়ে বাণ কেহ নাহি দেখে।।
খাণ্ডা খরশান শেল শূল এক ধারা।
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা।।
নানা অস্ত্র মেঘনাদ করে বরিষণ।
জর্জ্জর হইল বাণে যত দেবগণ।।
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন।
একেশ্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারণ।।

www.bengaliebook.com

সন্ধান পূরিয়া ইন্দ্র ঊর্দ্ধদৃষ্টে চায়।
কোথা হৈতে আসে বাণ দেখিতে না পায়।।
সহস্র চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে।
দেখিতে না পায় আর না পারে সহিতে।।
মেঘনাদ যুড়িলেক বন্ধন নাগপাশ।
তাহা দেখি দেবগণে লাগিল তরাস।।
মেঘনাদ জানে বাণ বড় বড় শিক্ষা।
যজ্ঞেতে পাইল বাণ কারো নাহি রক্ষা।।
এক বাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল।
হাতে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া পাড়িল।।
বিষের জ্বালাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত।।
স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ।
রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন।।
ইন্দ্রে বান্ধে মেঘনাদ পিতা বিদ্যমান।
মেঘনাদে করিতেছে রাবন বাখান।।
আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ।
হেন ইন্দ্রে বান্ধিয়া করিলা পুত্র-কাজ।।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া পুত্র লহ লঙ্কাপুরী।
তবে আমি লুটিব এ অমর-নগরী।।
মেঘনাদ বলে পিতা আজ্ঞা কর তুমি।
ইন্দ্রকে বাঁধিয়া আগে লয়ে যাই আমি।।
শুনি মেঘনাদের বচন দশানন।
আজ্ঞা দিল কর তাহা যাহে তব মন।।
আজ্ঞা পেয়ে মেঘনা ইন্দ্রকে ধরিল।
রথের নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল।।
পিতারে বান্ধিয়াছিলে ঐরাবত-পায়।
বান্ধিব তোমারে ইন্দ্র রথের চাকায়।।
ইন্দ্রে বান্ধি পাঠাইল লঙ্কার ভিতর।
অমর-নগরী লুটে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
একে দশানন তাহে ইন্দ্রের নগরী।
বাছিয়া বাছিয়া লুটে স্বর্গ-বিদ্যাধরী।।
নানা রত্ন-মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে নিল।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী তথা অনেক পাইল।।
শচীরে চাহিয়া বেড়ায় রাজা দশানন।
শচী লয়ে দেবগণ হৈল অদর্শন।।
শচী জন্য রাবণের ছিল বড় আশ।
শচী না পাইয়া রাজা হইল নিরাশ।।
ইন্দ্রের নন্দন-বন দেখে মনোহর।
প্রবেশে নন্দন-বনে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
পারিজাত-বৃক্ষ উপাড়িল ডালে মূলে।
লুটিয়া অমরাপুরী চলে কুতূহলে।।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া করিল দেয়ান।
কটক ছত্রিশ কোটি সম্মুখে প্রধান।।
মেঘনাদ গিয়া তবে বাপের গোচর।
রাবণ বলে কোথায় রেখেছ পুরন্দর।।
ইন্দ্র করিয়াছে বড় আমার অবস্থা।
হেন ইন্দ্রে বান্ধি পুত্র রাখিয়াছ কোথা।।
মেঘনাদ বলে তবে বাপের গোচর।
বান্ধিয়া রেখেছি ইন্দ্রে লঙ্কার ভিতর।।
লোহার শিকলে বান্ধিয়াছি হাতে গলে।
বুকে পাথর চাপায়ে রেখিছি যজ্ঞশালে।।
এত যদি কহে মেঘনাদ বীরবর।
রাজপ্রসাদ পায় বহু বাপের গোচর।।
মেঘনাদে রাজা তবে করিছে বাখান।
ধন্য ধন্য পুত্র মোর বীরের প্রধান।।
নানা অলঙ্কার দিল, মাথে দিল মণি।
অযুতের বিদ্যাধরী দিলেন নাচনী।।

www.bengaliebook.com

বাপের প্রসাদ পেয়ে হরিষ অন্তরে।
কুতূহলে দেবকন্যা লয়ে রতি করে।।
বহু ধন পায় লুটি অমর-নগরী।
দিগ্বিজয়ী-দ্রব্য রাজা আনে লঙ্কাপুরী।।
দেব দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে।
ত্রিভুবন জিনিল যে রাজা লঙ্কেশ্বরে।।
কৌতুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কেশ্বর।
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর।।
আচম্বিতে ব্রহ্মা তব সৃষ্টি হয় নাশ।
দিবা রাত্রি গেল চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ।।
আচম্বিতে স্বর্গ আসি বেড়ি লঙ্কেশ্বর।
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর।।
দেবগণ ছাড়িয়াছে স্বর্গের বসতি।
কি প্রকারে দেবরাজা পাবে অব্যাহতি।।
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ভাবেন বিষাদ।
রাবণেরে বর দিয়া পাড়িনু প্রমাদ।।
দেবগণে রাখি ব্রহ্মা চলিল সত্বর।
একেশ্বর ব্রহ্মা গেল লঙ্কার ভিতর।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল রাবণ।
ভক্তিভাবে পূজে রাবণ ব্রহ্মার চরণ।।
আচম্বিতে কেন প্রভু হেথা আগমন।
আজ্ঞা কর আছে তব কোন্ প্রয়োজন।।
বিরিঞ্চি বলেন তুই সৃষ্টি কৈলি নাশ।
রাত্রি দিবা গেল চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ।।
ইন্দ্রে বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ।
স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ।।
যোড়হাতে বলে রাবণ ব্রহ্মার গোচর।
ত্রিভুবন জিনিলাম পাইয়া তব বর।।
সকলি জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে।।
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দর।
আজ্ঞা কর আনি আমি তোমার গোচরে।।
ব্রহ্মা বলিলেন রাজা চলে যজ্ঞশালা।
মেঘনাদের যজ্ঞ দেখাইবে নিকুম্ভিলা।।
আগে আঘে ব্রহ্মা যান পশ্চাতে রাবণ।
তার পিছু চলিল রাক্ষস বিভীষণ।।
মেঘনাদের যজ্ঞ দেখি ব্রহ্মার হৈল হাস।
মেঘনাদে ব্রহ্মা কহে করিয়া প্রকাশ।।
তোর বাপ ইন্দ্র-রণে পাইলে পরাজয়।
হেন ইন্দ্রে জিন তুমি সংগ্রামে দুর্জ্জয়।।
তোর বাণে ত্রিভুবন হইল কম্পিত।
আজি হৈতে নাম তোর হৈল ইন্দ্রজিৎ।।
বর মাগ ইন্দ্রজিৎ তুষ্ট হৈনু আমি।
সৃষ্টি রক্ষা কর, ইন্দ্রে ছাড়ি দেহ তুমি।।
ইন্দ্রজিৎ বলে আগে দেহ তুমি বর।
তবে আমি ছাড়িব এ রাজা পুরন্দর।।
অমর বর দেহ আমায় করি সম্বিধান।
অন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান।।
ইন্দ্রজিৎ-কথা শুনি ব্রহ্মার হৈল হাস।
তুমি অমর হৈলে আমার সৃষ্টি নাশ।।
ব্রহ্মা বলে দিনু বর শুন ভালমতে।
ত্রিভুবন জিনিবে যে জজ্ঞের ফলেতে।।
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন।
সেই জন হবে তোর বধের কারণ।।
শুনেছিল এ সন্ধি রাক্ষস বিভীষণ।
তারি জন্যে ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ।।
ইন্দ্রে এনে দিল তবে ব্রহ্মা-বিদ্যমান।
অধোমুখে রহে ইন্দ্র পেয়ে অপমান।।

www.bengaliebook.com

ব্রহ্মা বলিলেন ইন্দ্র কিবা ভাব মনে।
এ দুঃখ পাইলে তুমি শাপের কারণে।।
তোমার শাপের কথা পড়ে মোর মনে।
পূর্ব্বকথা কহি ইন্দ্র শুন সাবধানে।।
কৌতুকেতে এক কন্যা সৃজিলাম আমি।
রাজ্যভোগে পূর্ব্বকথা পাসরিলে তুমি।।
অহল্যা কন্যার নাম রাখিনু যতনে।
আইল গৌতম মুনি আমা দরশনে।।
অহল্যার রূপ দেখি মুনি অচেতন।
লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন।।
বুঝিয়া মুনির মন কন্যা দিনু দান।
কন্যা লয়ে কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান।।
তপস্যাতে গেল মুনি তমসার কূলে।
হেনকালে গেলে তুমি পড়িবার ছলে।।
অহল্যা গৌতম-পত্নী পরমা-সুন্দরী।
গৌতমের রূপে তুমি গেলে তার পুরী।।
সতীকন্যা অহল্যা যে সর্ব্বলোকে জানে।
জলাসন দিল সে তোমারে স্বামী-জ্ঞানে।।
নারীজাতি নাহি জানে মায়া-ব্যবহার।
বলে ধরে তুমি তারে করিলে শৃঙ্গার।।
হেনকালে তপ করি মুনি আইল ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ গৌতম-মুনি চিনিল তোমারে।।
অহল্যারে শাপ আগে দিল মুনিবর।
পাষাণ হইয়া থাক অনেক বৎসর।।
আপনি হবেন প্রভু রাম-অবতার।
তিনি পদধূলি দিলে তোমার নিস্তার।।
অহল্যা পাষাণী হৈল সে মুনির শাপে।
তোমারে শাপ দিল সে মুনি মহাকোপে।।
তোর অনাচার ইন্দ্র রহিল ঘোষণা।
তোরে পড়াইয়া পাইলাম এ দক্ষিণা।।
ভগে অভিলাষ তোর ইন্দ্র তুই ঠগ।
আমার শাপেতে তোর গায়ে হক ভগ।।
শাপ দিল মহামুনি খণ্ডণ না যায়।
হইল সহস্র ভগ ইন্দ্র তব গায়।।
ধরিয়া মুনির পায়ে করিলে ক্রন্দন।
পরদার-পাপ মোর করহ খণ্ডন।।
মুনি বলে খণ্ডন না যায় এই পাপ।
এই পাপে তুমি অন্তে পাবে বড় তপ।।
মুনির বচন কভু না যায় খণ্ডন।
এত দুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারণ।।
বিরিঞ্চি বলেন ইন্দ্র কহি তব কাণে।
রামনাম দুই বর্ণ জপ রাত্রি দিনে।।
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার।
রামনামে হয় সর্ব্ব পাপের সংহার।।
এক নামে সহস্র নামের ফল হয়।
রাম নামের তুল্য নাহি চারি বেদে কয়।।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ স্থান।
ইন্দ্র গেল সুরপুরে পাইয়া প্রাণদান।।
ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পেয়ে অব্যাহতি।
আইল অমরাবতী আপন বসতি।।
রামনাম দেবরাজ রাত্রিদিন জপে।
পরিত্রাণ পান ইন্দ্র পরদার পাপে।।
দিগ্বিজয় করি রাবণ আইল নিজ ঘর।
চৌদ্দ যুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর।।
আর চৌদ্দ যুগ দিল রাবণের আয়ু।
সীতার চুলেতে ধরি হইল অল্পায়ু।।
লঙ্কাতে করিল রাজ্য মালী ও সুমালী।
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী।।

www.bengaliebook.com

তৎপরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ।
তোমার এ ঘোষণা রহিল ত্রিভুবন।।
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ।।
রাবণের দিগ্বিজয় কহিলা যে মুনি।
রাবণ অধিক হনুমানেরে বাখানি।।
বহু স্থানে শুনিলাম রাবণ-পরাজয়।
হনুমান পরাজয় কোথাও না হয়।।
গন্ধমাদন-পর্ব্বত রাত্রি মধ্যে আনে।
হনুমান সম বীর নাহি ত্রিভুবনে।।

হনুমানের জন্মকথা ও বরপ্রাপ্তির বিবরণ

অগস্ত্য বলেন, কি কহিব তার কথা।
হনুমানের কত গুণ না জানে দেবতা।।
তাহার যতেক গুণ কহিতে না জানি।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন রঘুমণি।।
জননী অঞ্জনা তার পিতা যে পবন।
হনুমানের জন্মকথা কহি বিবরণ।।
অঞ্জনা বানরী ছিল পরমা-সুন্দরী।
তারে বিভা করিলেন বানর কেশরী।।
বানরীর রূপ গুণ বড়িই অদ্ভুত।
রূপে আলো করে যেন পড়িছে বিদ্যুৎ।।
মলয় পর্ব্বতোপরি কেশরীর ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর।।
প্রবেশিল চৈত্রমাস বসন্ত সময়।
আইল পবনদেব পর্ব্বত মলয়।।
অঞ্জনার রূপে বায়ু আকুল হৃদয়।
কহিতে না পারে কিছু কেশরী দুর্জ্জয়।।
এক দিন একাকিনী পাইয়া পবন।
পরিধান উড়াইয়া দিল আলিঙ্গন।।
অঞ্জনা বলেন বায়ু কৈলে জাতিনাশ।
দেবতা হইয়া তব বানরী-বিলাস।।
বায়ু বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা।
তোর রূপ দেখে আমি পাসরি আপনা।।
শাস্ত্রে মহাপাপ পর-রমণী গমনে।
জাতি কুল বিচার করয়ে কোন্ জনে।।
সকল সম্বরি তুমি যাহ নিজ ঘরে।
জন্মিবে দুর্জ্জয় বীর তোমার উদরে।।
এতেক বলিয়া বায়ু গেল নিজ স্থান।
আঠার মাসেতে জন্ম নিল হনুমান।।
অমাবস্যা দিনে হৈল হনুর জনম।
জন্মমাত্রে সেই দিন বিশাল বিক্রম।।
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তন্যপান।
রক্তবর্ণ উদয় হইল ভানুমান।।
ফলজ্ঞানে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে।
অঞ্জনার কোল হৈতে উঠে অন্তরীক্ষে।।
পর্ব্বত সূর্য্যেতে হয় লক্ষৈক যোজন।
এক লাফে উঠে তথা পবন-নন্দন।।
জন্মামাত্র বালক সে উঠিল আকাশে।
সূর্য্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে।।
সূর্য্যতে গ্রহণ লাগিবেক সে দিবসে।
ধাইয়াছে রাহু সূর্য্যে গিলিবার আশে।।
হনুমানে দেখে রাহু পলাইলা ডরে।
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে।।
মম অধিকার ইন্দ্র দিলে তুমি কারে।
না জানি কে আসিয়াছে সূর্য্যে গিলিবারে।।

www.bengaliebook.com

শুনিয়া রাহুর কথা দেবের তরাস।
সূর্য্যকে গিলিতে কেবা করিয়াছে আশ।।
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র হাতে লয়ে।
সূর্য্যের নিকটে হনু দেখিল আসিয়ে।।
হনুমানে দেখি ইন্দ্র ভয়েতে অস্থির।
সুমেরু পর্ব্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর।।
ঐরাবতের মাথা রাঙ্গা হিঙ্গুলে মণ্ডিত।
তাহা দেখি হনুমান হৈল হরষিত।।
সূর্য্যে এড়ি যায় ঐরাবতেরে ধরিতে।
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র বজ্র লয়ে হাতে।।
ক্রোধ হইলে দেবরাজ আপনা পাসরে।
বিনা দোষে বজ্রাঘাত তার শিরে করে।।
হনুমান পীড়িত হইল বজ্রাঘাতে।
অচেতন হয়ে পড়ে মলয়-পর্ব্বতে।।
নিরখিয়া অঞ্জনার উড়িল পরাণ।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে হনুমান।।
পুত্র পুত্র বলি করে অঞ্জনা ক্রন্দন।
হেনকালে আইলেন দেবতা পবন।।
অঞ্জনা বলেন নাথ তব অপকর্ম্মে।
পাপেতে জন্মিল পুত্র মরিল অধর্ম্মে।।
অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে।
জগতের প্রাণ আমি ধরি কোন্ কাজে।।
জগতেতে হই আমি জীবনের নিধি।
পুত্র মরে আমার কৌতুক দেখে বিধি।।
বিধাতা করিল সৃষ্টি বড় করি আশ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি আজি করিব বিনাশ।।
বহে শ্বাস পবন সে লোকের জীবন।
পবন ছাড়িল অচেতন ত্রিভুবন।।
স্থাবর জঙ্গম আদি মরে যত জীবী।
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী।।
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা।
সৃষ্টিনাশ হয় দেখি চিন্তিত বিধাতা।।
মলয়- পর্ব্বতে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর।
বলেন পবন শুন আমার উত্তর।।
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বহুতর ক্লেশে।
হেন সৃষ্টি নাশ কর যুক্তি না আইসে।।
পবনে সৃজিলাম আমি লোকের জীবন।
শ্বাসেতে পবন বহে এই সে কারণ।।
হেন বায়ু রোধ করি মারিলা জগৎ।
আপনি মরিবে বুঝি কর সেই মত।।
আত্ম রাখ সৃষ্টি রাখ শুনহ উত্তর।
চারি যুগে তব পুত্র হইবে অমর।।
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস।
রুদ্ধ ছিল সে পবন হইল প্রকাশ।।
আপনা প্রকাশ যদি করিল পবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল উঠিল ত্রিভুবন।।
বিধাতা বলেন শুন কহি দেবগণ।
হনুমানে আশীর্ব্বাদ করহ এখন।।
সর্ব্ব অগ্রে যম বলে আমি দিনু বর।
আমা হৈতে নাহি তব মরণের ডর।।
তবে বর দিলেন যে দেবতা বরুণ।
না হবে আমার জলে তোমার মরণ।।
অগ্নি বলে হনুমান দিলাম এ বর।
অগ্নিতে না পুড়িবে তোমার কলেবর।।
যত যত দেবতা যতেক বল ধরে।
আপন আপন বল দিলেন তাহারে।।
ইন্দ্র বলে হনুমান পবন-নন্দন।
বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ।।

www.bengaliebook.com

যেই বজ্রাঘাতে তুমি হইলে অস্থির।
সে বজ্র সমান হউক তোমার শরীর।।
ব্রহ্মা বলে মারুতি আমার এই বর।
এই বরে হও তুমি অজর অমর।।
আপনি দিলেন বর আপনি বিমর্ষে।
ধ্যানে জানিলেন ব্রহ্মশাপ হবে শেষে।।
বর দিয়া দেবগণ গেল নিজ স্থান।
মলয়-পর্ব্বতে রহিলেক হনুমান।।
পিতৃঘরে আছে বীর পর্ব্বত-শিখর।
নানা বিদ্যা মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর।।
পড়িবারে গেল বীর ভার্গবের স্থানে।
চারি বেদ মল্লযুদ্ধ শিখে চারি দিনে।।
গুরু পড়াইতে নারে তারে ঘৃণা করে।
কুপিয়া ভার্গব মুনি শাপ দিল তারে।।
বানর হইয়া রে গুরুকে কর ঘৃণা।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে পাসর আপনা।।
সেই শাপে হনুমান আপনা পাসরে।
তেঁই পলাইয়া ছিল সে বালির ডরে।।
হনুমান বীর যদি আপনারে জানে।
ভুবন জিনিতে পারে একদিন রণে।।
অযুত বৎসর যদি করি পরিশ্রম।
বলিতে না পারি হনুমানের বিক্রম।।
রাম তুমি আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
তোমার সেবক আর কি কব কথন।।
যত গুণ ধরে বীর কি কহিতে পারি।
শ্রীরাম বিদায় দেহ দেশে গতি করি।।
সে দুই বৎসর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় হইয়া।।
নানা ধনে পূজা রাম করেন তাঁহার।
মহাহৃষ্ট অগস্ত্য পাইয়া পুরস্কার।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাব্য সুধাভাণ্ড।
বাল্মীকি- আদেশে গায় গীত উত্তরকাণ্ড।।

ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মার রম্যবন গঠন ও তন্মধ্যে রাম-সীতার কেলি

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্মপরায়ণ।
রাজ্যে নাহি দুর্ভিক্ষ কি অকাল মরণ।।
শ্রীরাম বলেন ভরত শুনহ বচন।
করহ রাজ্যের চর্চ্চা লয়ে সভাজন।।
যুদ্ধ করে অবসাদ হয়েছে আমার।
অন্তঃপুরের রব আমি দিয়া রাজ্যভার।।
কিছু দিন বিশ্রাম করিব আছে মন।
তিন ভাই মিলে কর প্রজার পালন।।
মন দিয়া শুন ভাই বচন আমার।
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজ্যভার।।
অন্তঃপুরে রব আমি করিয়াছি মনে।
সদা সাবধানেতে পালিবে প্রজাগণে।।
যোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন।
সেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন।।
চৌদ্দ বৎসর রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন।
পাদুকা করিয়া রাজা পালি প্রজাগণ।।
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর।
ত্রিভুবন ভিতরেতে কারে নাহি ডর।।
সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে।
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে।।
ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈল রঘুনাথ।
আলিঙ্গন দিলা রাম প্রসারিয়া হাত।।

তিন ভাই শ্রীরামে করিল প্রণিপাত।
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ।।
অন্তঃপুরে গেলেন রাম হরষিত মন।
সীতা করিলেন রামের চরণ বন্দন।।
রাম বলে, শুন সীতা আমার বচন।
লঙ্কাপুরে যেমন সোণার অশোকবর।।
দেবকন্যা লয়ে রাবণ তথা কেলি করে।
তাহার অধিক পুরী রচিব সুন্দরে।।
তুমি আমি তাহে কেলি করিব দুজন।
নানা বর্ণ বহু পুষ্প করিব রোপণ।।
শ্রীরামের আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলকিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিল ত্বরিত।।
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা কর অবধান।
শ্রীরামের অশোকবন করহ নির্ম্মাণ।।
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকর্ম্মা হরষিত।
অযোধ্যা- নগরে আসি হৈল উপনীত।।
বসিয়াছে রঘুনাথ হরষিত মন।
হেনকালে বিশ্বকর্ম্মা বন্দিলা চরণ।।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া মোরে দিল তব স্থান।
সুবর্ণের অশোকবন করিতে নির্ম্মাণ।।
মনে মনে বিশ্বকর্ম্মা করেন যুকতি।
নির্ম্মায়ে অশোকবন জন্মাব পিরীতি।।
সোণার অশোকবন করিল নির্ম্মাণ।
দেখিতে সুন্দর বড় হইল সেই স্থান।।
সুবর্ণের বৃক্ষ সব ফল ফুল ধরে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে।।
সুললিত পক্ষীনাদ শুনিতে মধুর।
নানা বর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দ প্রচুর।।
বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে।
রাজহংসগণ তথা আসি কেলি করে।।
সরোবর চারিপাশে সুবর্ণের গাছ।
জলজন্তু কেলি করে নানা বর্ণ মাছ।।
মণি-মাণিক্যেতে বান্ধা যত গাছের গুঁড়ি।
স্থানে স্থানে স্থাপিয়াছে রত্নময় পিঁড়ি।।
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে।
তেমনি উদ্যান-বন পুরীর ভিতরে।।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিল অশোকবন।
ত্রিভুবন জিনি স্থান অতি সুশোভন।।
অশোকবন দেখি রাম হইলেন সুখী।
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী।।
অশোকের বৃক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে।
জানকীরে লইয়া তথা বসাইলা সঙ্গে।।
শত শত বিদ্যাধরী সীতার যে দাসী।
নানা মতে সেবা করে রঘুনাথে তুষি।।
সীতা-রূপ দেখি রাম হরষিত মনে।
সীতারে তোষেণ রাম মধুর বচনে।।
বিদ্যাধরীগণ আইল অপ্সরা বিমলা।
প্রথম যৌবনী তারা জিনি শশীকলা।।
বিদ্যাধরীগণ আছে শ্রীরামের পাশে।
সীতারে দেখিয়া রাম অন্যে নাহি বাসে।।
প্রথম যৌবনী সীতা লক্ষ্মী-অবতরী।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রুপ পরমা-সুন্দরী।।
এত রূপ দিয়া সীতায় সৃজিলা বিধাতা।
কাঁচা স্বর্ণ বর্ণরূপে আলো করে সীতা।।
দেখিয়া সীতার রূপ যুড়ায় যে আঁখি।
চন্দ্রবদন রামচন্দ্র সীতা চন্দ্রমুখী।।
পূর্ণ-অবতার রাম সীতা মনোহরা।
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায় তারা।।

www.bengaliebook.com

আনন্দে আছেন রাম সীতা সম্ভাষণে।
রাজকর্ম্ম এড়ি রাম কেলি রাত্রি দিনে।।
সীতার সেবাতে রাম সদা তুষ্টমতি।
শচীর সেবাতে যেন তুষ্ট শচীপতি।।
একেক দিবসে সীতা একেক মূর্ত্তি ধরে।
এক দিন অন্যরূপ বিষ্ণু-ভাণ্ডিবারে।।
সাত হাজার বর্ষ রাম সীতাদেবী সঙ্গে।
ষড়ঋতু বঞ্চন করেন নানা রঙ্গে।।
নিদাঘকালেতে চৈত্র বৈশাখ যে মাসে।
আনন্দে ডুবেন রাম কেলি রঙ্গরসে। ।
বিকশিত পদ্ম শোভে চারি সরোবরে।
মধুলোভে নলিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে। ।
রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে রবি সে প্রবল।
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল।।
বরিষা দেখিয়া রাম পরম কৌতুকী।
জলজন্তু কলরব তৃষিত চাতকী।।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে।
অশোকবণেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে।।
সীতার সঙ্গেতে রাম পরম উল্লাস।
বরিষা হইল গত শরৎ প্রকাশ।।
আসিয়া শরৎ ঋতু প্রকাশ হইল।
নির্ম্মল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুটিল।।
ফুটিল কেতকী দেখি অতি সুশোভন।
ছাড়িল বরিষা ডাক শরৎ গর্জ্জন।।
মন্দ মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধীরে।
আনন্দেতে শরৎ বঞ্চিলা রঘুবরে।।
কার্ত্তিকে হেমন্ত ঋতু আইসে সঘনে।
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে।।
সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর সুন্দর।
নারিকেল সমুদয় ফল বহুতর।।
পরম হরিষ রাম সুখের বিশেষ।
এরূপে শ্রীরামের হেমন্ত হৈল শেষ।।
শিশির উদয়ে যে প্রবল হৈল শীত।
শীতকাল পেয়ে রাম পরম পিরীত।।
দিনে দিনে মলিন হইল শশধর।
রজনী প্রবল হৈল অতি ভয়ঙ্কর।।
দেখি কোটি সূর্য্য-তেজ ধরে রঘুবর।
দূরে গেল শীত রাম করেন বিহার।।
উদয় বসন্ত ঋতু সর্ব্ব ঋতু সার।
কৌতুক-সাগরে রাম করেন বিহার।।
ফুটিল অশোক যে মাধবী নাগেশ্বর।
প্রমত্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর।।
পরম কৌতুকী রাম দেখি ঋতুরাজ।
কেলিরস বিনা রামের কিছু নাহি কাজ।।
এইরূপে দোঁহে সাত হাজার বৎসর।
রাত্রি দিন কেলিরসে থাকে নিরন্তর।।
পঞ্চমাস গর্ভ হৈল সীতার উদরে।
কৌতুকে শ্রীরাম কিছু জিজ্ঞাসে সীতারে।।
গর্ভবতী হৈলে কিবা খেতে অভিলাষ।
কোন্ দ্রব্য খাবে সীতা করহ প্রকাশ।।
লাজে হেঁটমাথা করে সীতা চন্দ্রমুখী।
দ্রব্যে অভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি।।
এক দ্রব্য খাইতে মোর হইয়াছে মন।
একদিন আজ্ঞা পাইলে যাই তপোবন।।
যমুনার কূলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে।
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিক্যা সনে। ।
মুনিপত্নী সঙ্গে যেতাম স্নান করিবারে।
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইতাম তীরে।।

www.bengaliebook.com

যোগী ঋষি মুনি তথা করে পিণ্ডদান।
হংসেতে ভাঙ্গিয়া পিণ্ড করে খান খান।।
সত্য করিয়াছি আমি মুনি-পত্নী স্থানে।
দেশে গেলে সম্ভাষ করিব তব সনে।।
এই সত্য পালিবারে দেহ যে মেলানি।
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী।।
সীতার কথায় রাম বিস্ময় যে মনে।
কালি দিব মেলানি যাইতে তপোবনে।।

শ্রীরামের ভদ্র পাত্রের নিকট সীতার অপবাদ শ্রবণ

এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে।
সাত হাজার বৎসরান্তে আইলা বাহিরে।।
সহস্র বৃহন্দ বাহির আইলা যখন।
পাত্র মিত্র কাণাকাণি করিছে তখন।।
রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশমাস।
হেন সীতা লয়ে রাম করেন বিলাস।।
হেনকালে আইল রাম বাহির চৌতারা।
দেওয়ানে বসিল রাম সভাখণ্ড পূরা।।
পাত্র মিত্র ভয় পেয়ে করে কাণাকাণি।
সীতা-নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি।।
সীতা-নিন্দা শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে।
সীতাদেবী না জানেন আছে অন্তঃপুরে।।
ধর্ম্ম-রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ।
নানা সুখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ।।
আমি রাজা হৈতে হে কে আছে কেমন।
রাজ্য-ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ।।
এতেক জিজ্ঞাসে রাম সভার ভিতর।
নিঃশব্দ হইল লোক না দেয় উত্তর।।
ভদ্র নামে মহাপাত্র উঠে আচম্বিতে।
রামের সম্মুখে কথা কহে যোড়হাতে।।
পাত্র সে দুর্ম্মুখ বড় কারে নাহি ভয়।
নিষ্ঠুর হইয়া কথা আগে কয়।।
পাত্র বলে রঘুনাথ কর অবধান।
রঘুবংশে আছি আমি পাত্রের প্রধান।।
সর্ব্বলোকে চিন্তে প্রভু তোমার কল্যাণ।
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান।।
দশরথ-রাজার রাজত্ব যেই কালে।
সুবর্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেলে।।
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর।
নিধন হতেছে রাজ্য শুন রঘুবর।।
শ্রীরাম বলেন কেন নির্ধন সংসার।
রাজা হয়ে করিলাম কোন্ অনাচার।।
রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে অতি সুখে।
রাজা পাপ করিলে দুঃখেতে প্রজা থাকে।।
ভদ্র বলে রঘুনাথ কহিতে না পারি।
পাত্র হয়ে অধিক কহিতে ভয় করি।।
শ্রীরাম বলেন ভদ্র না হও চিন্তিত।
পাত্র যে নির্ভয়ে কহে সেই সে উচিত।।
যোড়হাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম।
মোর এক নিবেদন শুন প্রভু রাম।।
ভদ্র বলে রঘুনাথ যাই যথা তথা।
সর্ব্বলোকে কহে এই সীতার বারতা।।
দেবাসুর যুদ্ধ মত হইয়াছে রণ।
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ।।
দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছে ঘরে।
নির্ম্মল-কুলেতে কালি দিলা রঘুবরে।।

www.bengaliebook.com

যে নারী কোলেতে করি লইল রাক্ষসে।
সেই নারী রাখিয়াছে নিজ গৃহবাসে।।
এই অপযশ তব সর্ব্বজন ঘোষে।
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ত্রাসে।।
এত যদি কহে ভদ্র পাত্র সে দুর্ম্মুখ।
বজ্রাঘাতে পড়ে যেন রামের সম্মুখ।।
রামের নিকটে ছিল যত পাত্রগণ।
শ্রীরাম বলেন কহ যথার্থ বচন।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পাত্রগণ।
যে বলিল ভদ্র, প্রভু সে সত্য বচন।।
শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ ছাড়েন নিঃশ্বাস।
গাহিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

সীতার বনবাস

পাত্র মিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি।
অভিমানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানি।।
নিদাঘ-সময় রবি অতি খরতর।
সরোবরে স্নান হেতু যান রঘুবর।।
একেশ্বর যান কেহ নাহিক সহিত।
সরোবর-কূলে গিয়া হৈলা উপনীত।।
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরোবর-পাড়।
চারিধারে শোভিছে বিচিত্র ফুলঝাড়।।
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণপাটে।
স্নান হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে।।
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পানি।
দ্বন্দ্ব হয় রজকের শুনেন কাহিনী।।
দুই জনে কথা কহে শ্বশুর জামাই।
এই দুই জন বিনা আর কেহ নাই।।
শ্বশুর বলিছে তুমি কুলেতে কুলীন।
সর্ব্বগুণ ধর তুমি ধোপেতে ধুপিণ।।
নিজ গোত্র প্রধান আছিল তব পিতা।
ধনী মানী দেখে তোরে দিলাম দুহিতা।।
কোন্ দোষে করে কন্যা, মার কোন্ ছলে।
আমার বাটীতে একা এলো রাত্রিকালে।।
একেশ্বরী এল কন্যা পাই বড় ভয়।
পিতৃগৃহে যুবা-কন্যা শোভা নাহি পায়।।
জামাতারে এত যদি বলিল শ্বশুর।
বাকছলে জামাতা সে বলিছে প্রচুর।।
যে বাক্য কহিলে তুমি সহিতে না পারি।
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী।।
দ্বিতীয় প্রহর নিশি কেহ নাই সাথী।
কাহার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি।।
পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে।।
রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি।
জ্ঞাতি বন্ধু খোঁটা দিবে আমি হীনজাতি।।
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন।
থাকিয়া উত্তর ঘাটে শুনে নারায়ণ।।
ভদ্র যত বলিল রামের মনে লয়।
রাম বলে ভদ্রের বচন মিথ্যা নয়।।
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
ঘরে চলিলেন রাম বিরস বদন।।
মনেতে ভাবেন রাম অনেক বিষাদ।
সীতা লয়ে পড়ে হেথা আর পরমাদ।।
পঞ্চমাস গর্ভ আছে সীতার উদরে।
জায়ে জায়ে একঠাঁই বসেছেন ঘরে।।

www.bengaliebook.com

সীতার মাথায় কেহ দিতেছে চিরুণী।
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী।।
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ।।
তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দুর্গতি।
ভূমিতে লিখহ তার মুণ্ডে মারি লাথি।।
সীতা বলে সে ছারে না দেখি কোন কালে।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে।।
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ।।
রাবণ লিখিতে সীতার মনে হইল সাধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ।।
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ।।
গর্ভবতী-নারী হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন।।
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা।।
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী।।
সীতা-পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্ব্বজন।।
পড়িয়া আমার হাতে জন্মে গেল দুঃখে।
তবু উচ্চ বচন নাহিক সীতার মুখে।।
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ।
সীতাত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ।।
সীতারে দেখিয়া রাম আগত বাহিরে।
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে।।
সত্য হেতু পিতা মম আমা পুত্রে বর্জ্জে।
সত্য কার্য্য করি যদি লোকে নাহি গঞ্জে।।
সীতা সম রূপ গুণ কোথাও না শুনি।
রূপ গুণ দেখি তারে না দিনু সতিনী।।
সীতা লাগি বলিলেন পিতা দশরথে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতে হাতে।।
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস।
হেন সীতা লাগি লোকে করে উপহাস।।
উপহাস করে লোকে সহিতে না পারি।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল দুয়ারী।।
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘনে ঝাট আন।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে দ্বারী সত্বর।
তিন জনে আনি দিল রামের গোচর।।
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ।
তিন ভায়ে লয়ে যুক্তি করেন তখন।।
যে কর্ম্ম করিলে লজ্জা পায় সভা-ভাগ।
আমা সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ।।
শ্রীরাম বলেন কেন না দেহ উত্তর।
সীতা লাগি লজ্জা পাই সভার ভিতর।।
অপযশ কত সব নারীর কারণ।
অকীর্ত্তি হইলে বর্জ্জি তোমা তিন জন।।
আমার বচন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
সীতা লয়ে রাখ গিয়া মুনি-তপোবন।।
বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে।
দেশের বাহিরে সীতা লয়ে রাখ দূরে।।
কালি সীতা বলিয়াছে আমারে আপনি।
নানা রত্নে তুষিবে সে মুনির ব্রাহ্মণী।।
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন।।

www.bengaliebook.com

এ কথা কহিলে তার পড়িবেক মনে।
সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে।।
শীঘ্র যাহ লক্ষ্মণ আমার কর হিত।
রথে তুলি লয়ে যাহ সুমন্ত্র সহিত।।
তুমি আর সীতাদেবী সুমন্ত্র সারথি।
আর যেন কোন জন না যায় সংহতি।।
এত যদি নিষ্ঠুর বলিল রঘুনাথ।
তিন ভায়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত।।
হাহাকার করি লক্ষ্মণ ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
কি দোষেতে সীতারে দিবে হে বনবাস।।
তুমি স্বামী থাকিতে হইবে অনাথিনী।
কেমনে বঞ্চিবে বনে হয়ে রাজরাণী। ।
বিনা দোষে সীতারে না দিও মনস্তাপ।
রঘুবংশ নষ্ট হবে সীতা দিলে শাপ। ।
দেশের বাহির না করিহ সতী স্ত্রী।
সীতা ছাড়া হৈলে হবে হত লক্ষ্মীশ্রী।।
যদি রঘুনাথ সীতা করিবে বর্জ্জন।
ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবদেন। ।
শ্রীরাম বলেন ভাই না কর বিষাদ।
সীতা গৃহে থাকিলে হইবে অপবাদ।।
দিলাম আমার দিব্য তাহা পরিহর।
সীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার।।
শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণের লাগে বয়।
সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্থা কয়।।
রথ সহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়া দুয়ারে।
লক্ষ্মণ প্রবেশ করে সীতার আগারে।।
অশ্রুজলে লক্ষ্মণের সর্ব্ব অঙ্গ তিতে।
লক্ষ্মণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে।।
আইস দেবর আজি বড় শুভদিন।
এবে সে দেবর তুমি হয়েছে প্রবীণ। ।
চৌদ্দ বৎসর একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে।
রাজ্যশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে।।
কহিয়াছি কত মন্দ-কথা অবিনয়।
তেকারণে দেবর হে হয়েছ নির্দ্দয়। ।
বৈসহ বৈসহ দেবর সীতাদেবী বলে।
বার্ত্তা কহ দেবর হে আছত কুশলে। ।
তোমারে দেখিয়া মম সদা পড়ে মনে।
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদনে।।
লক্ষ্মণ বলেন যত বল অনুচিত।
তোমা দরশনে মন আছয়ে নিশ্চিত।।
রাজার মহিষী তুমি থাক অন্তঃপুরী।
সেবকেতে আজ্ঞা বিনা আসিতে না পারি।।
সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ।
ভাগ্যফলে পাইলাম তোমার দর্শন।।
আশীর্ব্বাদ করিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
কি কারণে অন্তঃপুরে আইলা হে তুমি।।
অকস্মাৎ দেবর হে কেন আগমন।
মনেতে বিস্ময় হৈনু না জানি কারণ।।
লক্ষ্মণ বলেন মাতা কর অবধান।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান।।
কালি তুমি কহিয়াছ রাম-বিদ্যমানে।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী সনে।।
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ।
মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন।।
মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে।
নানা রত্ন লয়ে আসি উঠ দিব্য-রথে।।
এত শুনি সীতাদেবী হইল উল্লাস।
স্বরূপ কহিলে তুমি কিবা উপহাস।।

www.bengaliebook.com

লক্ষ্মণ বলেন মাতা বুঝহ আডন।
তোমা দুজনার কথা আমি কিসে জানি।।
কহিতে এমন কথা কে সাহস করে।
পরিহাস করিতে তোমারে কেবা পারে।।
ইহা শুনি সীতাদেবী চলিলা ভাণ্ডারে।
নানা রত্ন আনিলেন অতি যত্ন করে।।
হীরা মণি মাণিক্যের আভরণ আনি।
লইয়া চন্দন গন্ধ সীতা ঠাকুরাণী।।
নানা রত্ন-লঙ্কার সীতাদেবী লয়ে।
পট্টবস্ত্রে বান্ধিলেন আনন্দিত হয়ে।।
বহুমূল্য ধন লয়ে সীতাদেবী নড়ে।
পরম কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে।।
এমন সময় সীতায় বলেন লক্ষ্মণ।
তুমি আমি সুমন্ত্র সারথি তিন জন।।
রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গুপ্তবেশে।
বাল বৃদ্ধ যুবা কেহ নাহি জানে দেশে।।
সীতা সঙ্গে যেতে চাহে অনেক রমণী।
সবারে আশ্বাস দেন সীতা ঠাকুরাণী।।
মায়া সম্বরিয়া সবে থাক নিজ ঘরে।
মুনিপত্নী প্রণমিয়া আসিব সত্বরে।।
রথেতে চড়িলা সীতা মনের হরিষে।
সবে ঘরে চলি গেল সীতার আশ্বাসে।।
সীতারূপে আলো করে দ্বাদশ যোজন।
সীতা বিনা অন্ধকার রামের ভবন।।
দুর্ব্বল হইল লোক ছাড়ে রাজলক্ষ্মী।
রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি।।
নদী স্রোত ছাড়ে, লোক ছাড়িল আহার।
দিবস দুপুরে হৈল ঘোর অন্ধকার।।
সূর্য্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবী-মণ্ডল।
সীতার বিদায় দেখি বৃক্ষ ছাড়ে ফল।।
ভরত শত্রুঘ্ন ছাড়ে রামের নিকট।
সীতা লয়ে যায় লক্ষ্মণ করিয়া কপট।।
সীতা বলে, আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
নাহি জানি রঘুনাথ চিন্তে অকুশল।।
শাশুড়ীরে না কহিলাম আসিবার কালে।
বুঝি তাঁর মনোদুঃখ হৈল সেই ফলে।।
বামেতে দেখেন সর্প, দক্ষিণে শৃগাল।
অমঙ্গল দেখি সীতা হন উতরোল।।
নানা অমঙ্গল লক্ষণ কেন দেখি পথে।
না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে।।
সীতার বচনে লক্ষ্মণ হেঁট কৈল মাথা।
রামের ভয়েতে কিছু না কহিল কথা।।
অধোমুখে কাঁদে লক্ষ্মণ চক্ষে পড়ে পানি।
উত্তর না করে লক্ষ্মণ সীতা-বাক্য শুনি।।
সীতা বলে কেন তব বিরস বদন।
দেশে ফিরে যাব রথ চালাহ লক্ষ্মণ।।
আপনি বিদায় হব প্রভুর চরণে।
তবে সে যাইব বাল্মীকির তপোবনে।।
লক্ষ্মণ বলেন, সীতা না হও ব্যাকুল।
হের দেখ আইলাম যমুনার কূল।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম খণ্ডন না যায়।
এ কূলে রাখিয়া রথ নদী-পারে যায়।।
পার হৈয়া যায় বাল্মীকির তপোবন।
আগে সীতাদেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ।।
কান্দিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পেয়ে ভয়।
লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীতা হয়।।
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ।
কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন।।

www.bengaliebook.com

লক্ষ্মণ কহেন কব কেমন সাহসে।
রামের আজ্ঞায় তোমায় আনি বনবাসে।।
মহাত্রাস পান সীতা শুনিয়া কাহিনী।
শ্রাবণের ধারা সীতার চক্ষে পড়ে পানি।।
এত দূরে আসি মোরে বলিলা লক্ষ্মণ।
কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোধন।।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা।
দেশে রেখে নাহি কেন করিল জিজ্ঞাসা।।
না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান।।
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে।
রঘুবংশে কলঙ্ক ঘুচক সর্ব্বলোকে।।
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান।
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান।।
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইয়া সভায়।
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায়।।
রাম হেন স্বামী হোক জন্মজন্মান্তরে।
আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে।।
সীতার ক্রন্দন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
দুইজনে বসিলা কাল্মীকির তপোবন।।
লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি যোড়হাত।
কান্দিয়া বলেন সীতা কোথা রঘুনাথ।।

www.bengaliebook.com

সোনার সীতা নির্ম্মাণ

সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণ বীর নড়ে।কান্দিতে
কান্দিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে।।
নৌকায় হইয়া পার চড়িলেন রথে।
কোথা রাম বলি সীতা লাগিল কান্দিতে।।
কান্দিতে লাগিলা সীতা হইয়া ফাঁফর।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর।।
চারিদিকে চান সীতা দেখে বনময়।
শার্দ্দূল ভল্লুক দেখি পান বড় ভয়।।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর।
শিষ্য সঙ্গে আইলেন বাল্কীকি মুনিবর।।
সীতা-বনবাস পূর্ব্বে রচেছেন মুনি।
আসিয়া সীতার স্থানে জিজ্ঞাসে আপনি।।
জনকের কন্যা তুমি রামের গৃহিণী।
দশরথ-বহুয়ারী, মেদিনী-নন্দিনী।।
লোক-অপবাদে রাম পাইয়া তরাস।
বিনা অপরাধে তোমায় দিলা বনবাস।।
ত্রিভুবনে সাধ্বী নাই তোমার সমান।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ।।
পরম আদরে সীতা লয়ে যান মুনি।
সীতায় রাখিল লয়ে যথায় ব্রাহ্মণী।।
সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে।
মুনিপত্নী বলে লক্ষ্মী আইলা মোর ঘরে।।
জানকীরে মুনিপত্নী দিলা আলিঙ্গন।
সীতা প্রশংসিয়া বলে মধুর বচন।।
শুভদিন হৈল মাতা এলে মোর ঘর।
তোমা দরশনে মোর হরিষ অন্তর।।
সীতা বলে কর্ম্মদোষে আমার বর্জ্জন।
তোমা দরশনে মোর সফল জীবন।।
মুনিপত্নী সহিত রহেন তপোবন।
কান্দিয়া লক্ষ্মণ তবে চলিলা ভবন।।
সুমন্ত্র বলেন, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পূর্ব্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ।।
বুড়া রাজার কথা এক পড়িয়াছে মনে।
রঘুবংশে সারথি আমি যাব অনরণ্যে। ।
বাল্মীকি-কবিতা মোর কিছু পড়ে মনে।
বুড়া রাজার যজ্ঞ-কথা শুন সাবধানে।।
সপ্তদ্বীপের যত মুনি আসে রাজা স্থানে।
দশরথ-রাজার যজ্ঞের নিমন্ত্রণে।।
যজ্ঞশালে মুনিগণ যেকালে আসিবে।
সবে মেলি রাজারে যজ্ঞের চরু দিবে।।
যজ্ঞের ফলেতে রাজার চারি পুত্র হবে।
সুরাসুর অমরাদি সকলে কাঁপিবে।।
সর্ব্বগুণ ধরিবেক তোমার কুমার।
এক অংশে চারি পুত্র বিষ্ণু-অবতার।।
চারি পুত্রের পিতা তুমি শুন গুণধাম।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ ভরত আর যে শ্রীরাম।।
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিবে রাবণ। ।
বান্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য করে পার।
রাবণে বধিয়া সীতা করিবে উদ্ধার। ।
এগার হাজার বর্ষ প্রজার পালন।
সাত হাজার বর্ষ পরে সীতার বর্জ্জন।।
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিলেন কোপে।
তোমারে বর্জিবে রাম সেই মুনির শাপে।।
এত শুনি মহারাজ হেঁট কৈল মাথা।
আমারে কহিল ব্যক্ত না কর এ কথা। ।

www.bengaliebook.com

আমারে নিষেধি রাজা গেল স্বর্গবাস।
তোমার নিকটে আমি করি যে প্রকাশ।।
সীতার লাগিয়া তুমি করহ ক্রন্দন।
তোমা হেন ভাই রাম করিবে বর্জ্জন।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই কহিনু লক্ষ্মণ।
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস বদন।।
লক্ষ্মণ কহেন তুমি কহিলে বৃত্তান্ত।
দেখিতে সীতার দুঃখ না পারি সুমন্ত্র।।
আগে কেন রাম মোরে না কৈল বর্জ্জন।
এড়াইতাম এই দুঃখ দেখিতে এমন।।
আপনার দুঃখ আমি সহিবারে পারি।
সীতার যন্ত্রণা আর দেখিতে যে নারি।।
এই কথাবার্ত্তা তবে কহে দুই জন।
অযোধ্যায় রাম কাছে গেলেন লক্ষ্মণ।।
কাঁদিতে কাঁদিতে বীর নামে নোঙায় মাথা।
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়েছি বাহিরে।
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সীতারে।।
সীতা না দেখিয়া ভাই না পারি রহিতে।
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে।।
আমার বচন শুন ভাই তিন জন।
রাত্রিতে সোণার সীতা করহ গঠন।।
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক।
দেখিয়া সোণার সীতা পাসরিব শোক।।
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা এলো তথা বুঝি তাঁর মন।।
শত মণ সোণা লয়ে দিল তার স্থান।
স্বর্ণ-সীতা বিশ্বকর্ম্মা করিলা নির্ম্মাণ।।
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে।
সবে মাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে।।
সোণার সীতারে পরায় বস্ত্র আভরণ।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য সুগন্ধি চন্দন।।
সীতা সীতা বলি রাম ডাকে নিরন্তর।
সীতা নহে রঘুনাতে কে দিবে উত্তর।।
একদৃষ্টে চাহেন সোণার সীতামুখ।
উত্তর না পেয়ে রামের বড় হয় দুখ।।
সাত হাজার বৎসর বঞ্চে সীতার সংহতি।
সোণার সীতা দেখিয়া বঞ্চিলা সাত রাতি।।
সাত রাত্রি বঞ্চিয়া রাম আইলা বাহির।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর।।
ভরত লক্ষণ শত্রুঘ্ন তিন জনে।
বাহির চৌতারে রাম বসিলা দেওয়ানে।।
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ আইল রামস্থানে।
শূন্যময় দেখে রাম সীতার বিহনে।।
বিবাহ করিতে রামের নাহি লয় মন।
সম্মুখে সোণার সীতা রাখে সর্ব্বক্ষণ।।
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ বুঝায় সকলে।
বিবাহ করহ রাম সকলেতে বলে।।
যথা যত রাজকন্যা আছে স্থানে স্থান।
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান।।
সীতা হেন নারী যার না লাগিল মনে।
সে জনার মনোমত হইব কেমনে।।
কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরন্তর।
আর বিভা না করিবে রাম রঘুবর।।
সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
গাহিল উত্তরকাণ্ডে কবি কৃত্তিবাস।।

লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু উচিত এ নয়।
সাত দিন হৈল রাজকার্য্য নাহি হয়।।
সাত দিন হইয়াছে সীতার বর্জ্জন।
সীতার শোকেতে কর্ম্মে কিছু নাহি মন।।
রাজা হৈয়া রাজকর্ম্ম না করে জিজ্ঞাসা।
পরিণামে নরক ভিতরে হয় বাসা।।
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়িলেন পূর্ব্বে রাজা নৃগ।
সেই পাপে নরক ভুঞ্জিল চারি যুগ।।
পুষ্কর দেশের রাজা নাম নৃগেশ্বর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা গুণের সাগর।।
প্রভাসের তীরে রাজা করিল গমন।
এক লক্ষ ধেনুদানে তুষিল ব্রাহ্মণ।।
অগ্নিবৈশ্যের এক ধেনু ছিল তার পালে।
নৃগরাজ দান কৈল ধেনুর মিলালে।।
অগ্নিবৈশ্য ব্রাহ্মণেরে জগতে বাখানি।
তপে জপে ব্রহ্মচর্য্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী।।
ধেনুর শোকেতে দ্বিজ জরজর তনু।
নানা দেশে তত্ত্ব করে না পাইল ধেনু।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসের তীরে।
আপনার ধেনু দেখে পালের ভিতরে।।
ধেনু দেখি ব্রাহ্মণের হরষিত মন।
জীববৎসা বলি মুনি ডাকিল তখন।।
হাম্বা রবে এল ধেনু অগ্নিবৈশ্য পাশে।
ধেনু লয়ে দ্বিজবর চলিল হরিষে।।
যারে দান দিয়াছিল নৃগ মহীপালে।
সেই দ্বিজ ধাইয়া আইল হেনকালে।।
অগ্নিবৈশ্য ধেনু লয়ে করিছে গমন।
গো-চোর বলিয়া তারে ধরিল ব্রাহ্মণ।।
ধেনু লাগি বিসম্বাদ হইল দুই জনে।
রাজদ্বারে মহাযুদ্ধ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে।।
দ্বারী দিয়া ভূপতিরে কহিল সংবাদ।
ধেনু লাগি দুই দ্বিজে হতেছে বিবাদ।।
লক্ষ ধেনু দান তুমি কৈলে যেইকালে।
অগ্নিবৈশ্যের ধেনু এক ছিল সেই পালে।।
এতেক শুনিয়া রাজা ভাবয়ে বিষাদ।
অবিচারে দান করি পড়িল প্রমাদ।।
এতেক ভাবিয়া রাজা না দিল দর্শন।
রাজদ্বারে হুড়াহুড়ি বিপ্রদুই জন।।
দুই বিপ্র কোন্দাল করয়ে রাজদ্বারে।
দুই প্রহর হৈল দেখা না পায় রাজারে।।
ভূপে দেখা না পাইয়া দোঁহে হৈল তাপ।
ক্রোধভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ।।
পরধন দান করে লাগিল কোন্দল।
দেখা না পাইয়া বিপ্র ছাড়ে রাজস্থল।।
দেখা না পাইয়া ভূপে বলে কটূত্তর।
কেঁকলাস হয়ে থাক নগর ভিতর।।
উভয়ে মিলিয়া ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ।
প্রমাদ পড়িল এত দিয়া পরধন।।
ব্রহ্মশাপ নৃগরাজা ভুঞ্জে চিরকাল।
না করে রাজ্যের চর্চ্চা এতেক জঞ্জাল।।
রাম বলে, জানি শাস্ত্রে কহে মুনি ঋষি।
অবিচারে ধর্ম্মকার্য্য কৈলে পাপরাশি।।
চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড।
করেছ ভূপতি মোরে দিয়া ছত্রদণ্ড।।
এত বলি শ্রীরাম বসিল সভা করি।
রাজদ্বারে লক্ষ্মণ বসেন হয়ে দ্বারী।।
আইল বশিষ্ঠ-মুনি কুলপুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত।।

www.bengaliebook.com

পাত্র মিত্র লয়ে চর্চ্চা করেন ভরতে।
লক্ষ্মণ আছেন দ্বারে স্বর্ণছড়ি হাতে।।
মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষ্মণ।
রঘুনাথ সঙ্গেতে করাহ দরশন।।
প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ।।
রাম হেন রাজা নাহি দেখি কোন যুগে।
পুত্র ও পৌত্রেতে লোক আছে নানা ভোগে।।

শ্রীরামের নিকট কুক্কুরের দুঃখ প্রকাশ

এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর।
হেনকালে তথা এক আইল কুক্কুর।।
রক্ত-আঁখি কুক্কুরের সর্ব্বাঙ্গ ধবল।
পথশ্রান্তে উপবাসে হয়েছে বিকল।।
তিন পদে চলে তার এক পদ খণ্ড।
দণ্ডের আঘাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ পুঞ্জ।।
তিন পদে চলিয়া আইল ধীরে ধীরে।
লক্ষ্মণে প্রণাম করে ভাসে অশ্রুনীরে।।
কুক্কুরে জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কি কারণে কুক্কুর হেথায় আগমন।।
কুক্কুর কহিছে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কহিব আমার দুঃখ শ্রীরাম- সদন।।
যদি আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া।
কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া।।
লক্ষ্মণ গেলেন তবে রামের নিকটে।
কুক্কুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে।।
দ্বারেতে কুক্কুর এক হৈল আগুসার।
সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার।।
কুক্কুরে আনিতে রাম কহেন সত্বর।
কুক্কুরে আনিল তবে রামের গোচর।।
রাজ-ব্যবহারে কুক্কুর নোঙায় মাথা।
যোড়হাতে স্তব করে বলে নীতিকথা।।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর।।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিকপাল।
তোমার সকল সৃষ্টি তুমি পরকাল।।
তুমি বিষ্ণু-অবতার পতিত পাবনে।
সফল কুক্কুর দেহ তোমা দরশনে।।
রাম বলেন কত স্তুতি কর বারে বারে।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ কহ তা আমারে।।
কান্দিয়া কুক্কুর বলে, অশ্রুজলে ভাসি।
বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সন্ন্যাসী।।
সন্ন্যাসীর দণ্ডাঘাতে হইয়া কাতর।
তিন উপবাসে আসি তোমার গোচর।।
কোন অপরাধ হেতু মোরে করে দণ্ড।
সন্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড।।
রাম বলে সভাখণ্ড শুনিলে উত্তর।
সন্ন্যাসীরে শীঘ্র আন আমার গোচর।।
ভালমন্দ বিচার করহ সর্ব্বজনে।
সন্ন্যাসী হইয়া জীব-হিংসে কি কারণে।।
রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্বরে।
কুক্কুর আসিয়া দেখাইল সন্ন্যাসীরে।।
হাতে কমণ্ডলু, স্কন্ধে মৃগছাল তার।
সন্ন্যাসীরে দেখে দূত করে নমস্কার।।
সন্ন্যাসীরে লয়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন।।

www.bengaliebook.com

সন্ন্যাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা।
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন কর জীব-হিংসা।।
অধর্ম্ম করিলে হয় নরকে নিবাস।
ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্ন্যাস।।
পরনিন্দা পরহিংসা পরম পাতক।
হিংস্রক সন্ন্যাসী হলে বিষম নরক।।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা করে ত্যজ্য।
এমন সন্ন্যাসী হয় সংসারেতে পূজ্য।।
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ।
কি দোষেতে কুক্কুরে করিলে দণ্ডাঘাত।।
যোড়হাতে কহে তবে সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ।
দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ।।
সারাদিন সন্ধ্যা জপ করি গঙ্গাতীরে।
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা আশে যেতাম নগরে।।
ক্ষুধানলে পুড়ে অঙ্গ মেগে ফিরি ভিক্ষে।
পথ যুড়ে শুয়ে আছে কুক্কুর সম্মুখে।।
পথ ছাড় বলে ডাক দিই উচ্চৈঃস্বরে।
কপটে রহিল পথ না ছাড়িল মোরে।।
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চোখে চায়।
ক্রোধে জ্বলি দণ্ডাঘাত করেছি মাথায়।।
এক কহিলাম আমি সভার ভিতরে।
যে হয় উচিত দণ্ড করহ আমারে।।
রাম বলে সভাখণ্ড করহ বিচার।
কাহারে বা দিব দণ্ড অপরাধ কার।।
যোড়হাত করে তবে সভাখণ্ড কয়।
আমাদের বুদ্ধিসাধ্য এইমত হয়।।
কারো নহে রাজপথ রাজ-অধিকার।
উত্তম অধম পথে চলে ত সংসার।।
যদি শীঘ্র কাজ থাকে যাবে এক পাশে।
সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনার দোষে।।
শ্রীরাম বলেন তবে শুন সভাখণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্ন্যাসীর কি করিব দণ্ড।।
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে সভাখণ্ড।
গঙ্গাস্নান মানা করা সন্ন্যাসীর দণ্ড।।
কুক্কুর উঠিয়া বলে সভার ভিতরে।
কদাচিৎ দণ্ড নাহি কর সন্ন্যাসীর।।
আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার।
কালিঞ্জরে সন্ন্যাসীরে দেহ রাজ্যভার।।
কুক্কুরের কথা শুনে সভাসদ হাসে।
সন্ন্যাসীরে রাজা করে কালিঞ্জর-দেশে।।
রাজ্য পেয়ে সন্ন্যাসী মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে চড়ে।
রাজদণ্ডে সন্ন্যাসীর ঐশ্বর্য্য যে বাড়ে।।
আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঞ্জর-দেশে।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখে সর্ব্বলোকে হাসে।।
পরিধান কৌপীন মস্তকে ছত্রদণ্ড।
রঘুনাথে জিজ্ঞাসা করেন সভাখণ্ড।।
আনিলে সন্ন্যাসী ধরে দণ্ড করিবারে।
কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সন্ন্যাসীরে।।
রাম বলে রাজা দিনু কুক্কুর-বচনে।
যে বৃত্তান্ত ইহার কুক্কুর ভাল জানে।।
ইহা শুনি সভাখণ্ড জিজ্ঞাসে কুক্কুরে।
কুক্কুর বিনয় করি কহিছে সত্বরে।।
পূর্ব্বজন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিনু রাজা।
নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব পূজা।।
নীলবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা অধিষ্ঠান।
রাজা বিনা অন্যজনে পূজিতে না পান।।
বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে।
প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে।।

www.bengaliebook.com

রাজারে শিবের শাপ আছয়ে এমন।
মরিলে কুক্কুরযোনি না হয় খণ্ডন।।
কালিঞ্জর-দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর।
রাজা ছিনু এবে আমি হয়েছিল কুক্কুর।।
পাইয়া কুক্কুর-দেহ এতেক দুর্গতি।
তোমা দরশনে এবে হইবে নিষ্কৃতি।।
সবে বলে সন্ন্যাসীর বাড়িল বিষয়।
বিষয় এ নহে প্রভু বড়ই সংশয়।।
কালিঞ্জরে যেই জন হয় ত রাজন।
লোকান্তরে কুক্কুর হবে না হয় খণ্ডণ।।
কুক্কুর এতেক বলি রামে নমস্কারে।
বারাণসী চলিল কুক্কুর ধীরে ধীরে।।
প্রাণ ত্যজে কুক্কুর করিয়া উপবাস।
রাম দরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস।।

শ্রীরামের নিকট মহামুনি ভার্গবের আগমন এবং লবণাসুর বধের নিমিত্ত কথন

সভাসনে রঘুনাথ বসিয়া দেওয়ানে।
পাত্র মিত্র সভাজন আছে বিদ্যমানে।।
উপনীত লক্ষ্মণ রামের বিদ্যমান।
প্রণিপাত করি কহে শ্রীরামের স্থান।।
মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে।
তোমা দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে।।
রাম কহে ঝাট আন দ্বারে কি কারণে।
বড় ভাগ্য আজি মোর মুনি দরশনে।।
শ্রীরামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বরে।
শিষ্য সহ মুনি আনে শ্রীরাম গোচরে।।
নমস্কার করি রাম বন্দিলা চরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাম বসিতে আসন।।
ভার্গব বলেন রাম কর অবধান।
মহোদুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্থান।।
পূর্ব্বে রাজগণে দিলাম যত যত ভার।
রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার।।
ত্রিভুবন রাখিলে হে মারিয়া রাবণ।
রাবণ হইতে এক আছে ত দুর্জ্জন।।
সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান।
হিরণ্যকশিপু পুত্র বড় বলবান।।
সদাশিবের প্রিয় ভক্ত দৈত্য মহাবল।
শিবের বরেতে জিনিয়াছে ভূমণ্ডল।।
জাঠা এক শিব তারে দিয়াছেন দান।
জাঠার তেজের কথা কি কব বাখান।।
মন্ত্র পড়ি মধুদৈত্য জাঠা যদি এড়ে।
জাঠামুখে ত্রিভুবন ভস্ম হয়ে উড়ে।।
হইল মধুর পুত্র লবণ মহাবল।
জিনিল জাঠার তেজে পৃথিবী-মণ্ডল।।
কুম্ভনশী-গর্ভে জন্ম রাবণ-ভাগিনে।
তাহার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।।
মহাদুষ্ট লবণ সে মথুরাতে ঘর।
জন্মাবধি মহাপাপ করে নিরন্তর।।
মধুদৈত্য মহাবীর হইল পতন।
তাহার সে জাঠাগাছ পাইল লবণ।।
জাঠার তেজে লবণ জিনে ত্রিভুবন।
লবণ মারিতে যুক্তি করহ এখন।।
জাঠাগাছ লয় লবণ যদি আসে রণে।
তাহারে রণেতে জিনি নাহি ত্রিভুবনে।।

www.bengaliebook.com

লবণের সঙ্গে হবে দুর্জ্জয় সংগ্রাম।
তার কথা কহি কিছু শুনহ শ্রীরাম।।
মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভুবন শাসে।।
ইন্দ্রে জিনিবারে গেল অমর-ভুবন।
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হইল অদর্শন।।
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর পুরন্দর সনে।।
ধনেতে অর্দ্ধেক লহ এ অমরাবতী।
ইন্দ্রের সহিত যাহ করিয়া পিরীতি।।
মান্ধাতা বলেন, চাহি করিবারে রণ।
ইন্দ্রে জিনি স্বর্গ লব শুন দেবগণ।।
পুরন্দরে জিনি আমি রাখিব পৌরুষ।
ত্রিভুবনে লোক যেন ঘোষে এই যশ।।
দেবগণে লয়ে ইন্দ্ররাজা যুক্তি করে।
বিনাযুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ারে।।
ইন্দ্র বলে শুনহ মান্ধাতা মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ।।
পৃথিবী জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে।
লজ্জা নাই আসিয়াছে স্বর্গ জিনিবারে।।
আছয়ে লবণ-দৈত্য বড়ই কর্কশ।
রাক্ষসী-গর্ভেতে জন্ম জাতিতে রাক্ষস।।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করে মথুরার দেশে।
তারে জিনি তবে স্বর্গ জিন আসি শেষে।।
ইন্দ্রের বচনে লাজ পাইয়া মান্ধাতা।
মনোদুঃখে মান্ধাতা করিল হেঁট মাথা।।
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে জিনিবারে।
দূত পাঠাইল সে লবণে জানাবারে।।
ত্বরা করি গেল দূত লবণ গোচরে।
মান্ধাতা রাজন আসে তোমা জিনিবারে।।
লবণ শুনিয়া এত ক্রোধেতে কহিল।
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলি গেল।।
দূতের অপেক্ষা দেখি মান্ধাতা ভূপতি।
যুঝিবারে গেল বীর কটক সংহতি।।
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ।
মান্ধাতার তেজ দেখি রুষিল লবণ।।
মান্ধাতার সেনাপতি যতেক যুঝার।
লবণ উপরে করে বাণ-অবতার।।
জাঠা হাতে করিয়া লবণ বীর রোষে।
এড়িলেন জাঠাগাছ মান্ধাতা উদ্দেশে।।
রথ অশ্ব কটক জাঠার তেজে পুড়ে।
মান্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হয় উড়ে।।
পুনর্ব্বার জাঠা গেল লবণের হাতে।
পড়িল মান্ধাতা যত রাজা ভয়ে চিন্তে।।
পূর্ব্বপুরুষ তোমার সে মান্ধাতা ভূপতি।
মান্ধাতা মারিয়া লবণ রাখিল খেয়াতি।।
কত শত রাজগণে করিল সংহার।
লবণে মারিয়া তুমি কর প্রতিকার।।

লবণাসুর বধার্থ শত্রুঘ্নের যুদ্ধে যাত্রা

শুনিয়া মুনির কথা ভাই তিন জন।
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের সদন।।
যোড়হাতে কহেন ঠাকুর শত্রুঘন।
তুমি ভাই লক্ষ্মণ করেছ বহু রণ।।
আমারে করহ আজ্ঞা মারিতে লবণ।
লবণে মারিলে যশ ঘোষে ত্রিভুবন।।

শত্রুঘ্নের বচনে রামের হৈল হাস।
লবণে মারিতে রাম করিলা আশ্বাস।।
শত্রুঘন চলিলেন মারিতে লবণ।
কহেন ভার্গব মুনি শুন শত্রুঘন।।
কুড়ি হাজার মত্ত হস্তী মেরে খায় দিনে।
লবণের সঙ্গে যুদ্ধ থেকো সাবধানে।।
এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্থান।
ভাইগণ লয়ে রাম করেন অনুমান।।
রাম বলেন শত্রুঘ্নে করিলাম রাজা।
লবণে মারিয়া পাল মথুরার প্রজা।।
লবণে মারিয়া তুমি হয়ে অধিকারী।
প্রজার পালন কর মথুরা-নগরী।।
শত্রুঘ্ন বলেন, প্রভু কর অবধান।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান।।
শ্রীরাম বলেন, শুন ভাই শত্রুঘন।
তোমাতে আমাতে নহে ভেদ দুই জন।।
চলিলেন শত্রুঘন মারিতে লবণ।
রামে প্রদক্ষিণ করি বন্দিয়া চরণ।।
বিষ্ণু-অস্ত্র ছিল তাঁর অস্ত্রের প্রধান।
লবণে মারিতে শত্রুঘনে দিলা দান।।
এক লক্ষ রথ নড়ে এক লক্ষ হাতী।
এক লক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গতি।।
লবণে মারিতে বীর করিল সাজনি।
শত্রুঘ্নের নিজ বাদ্য সাত অক্ষৌহিণী।।
লিখনে না যায় ঠাট কটক অপার।
শুনিয়া বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার।।
হইল আষাঢ় গত, শ্রাবণ প্রবেশে।
গেলেন যমুনা পার বাল্মীকির দেশে।।
শত্রুঘন বন্দিলেন মুনির চরণ।
শত্রুঘনে দেখি মুনি হরষিত মন।।
শত্রুঘন বলে মুনি করি নিবেদন।
রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ।।
কটক সহিত আমি আইনু এ দেশে।
অদ্য রাত্রি তবাশ্রবে বঞ্চিব হরিষে।।
এতেক শুনিয়া মুনি হরষিত মন।
ব্রহ্মমন্ত্র বেদধ্বনি করিলা তখন।।
শত্রুঘনে করাইলা উত্তম ভোজন।
জানিল লবণ শীঘ্র হইবে নিধন।।
মুনি আর শত্রুঘন দোঁহে কয় কথা।
হেনকালে দুই পুত্র প্রসবিলা সীতা।।
শিষ্যগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে।
দুই পুত্র যমজ প্রসব কৈল সীতে।।
মুনি বলে, গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ।
এই কথা যেন নাহি শুনে শত্রুঘন।।
মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্ব্বজন।
যমুনার তীরে মুনি করেন তর্পণ।।
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য এক জন।
প্রসব করিল সীতা যমজ নন্দন।।
আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষ্যে।
শিশুকে মাখাতে বল লব আর কুশে।।
শুনিয়া মুনির কথা কহিল সীতায়।
হরিষ হইয়া সীতা পুত্রেরে মাখায়।।
মুনি আসি জিজ্ঞাসিল সীতাদেবী তরে।
হাসি কহে তব পুত্রে দেখাও আমারে।।
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে।
লব মাখি লব হৈল, কুশ কুশে মেখে।।
দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথা।
এখন কহিব যে লবণ-বধ কথা।।

www.bengaliebook.com

শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণাসুর বধ

এতেক বলিয়া মুনি সানন্দা হৃদয়।
শত্রুঘন মুনি দোঁহে কথাবার্ত্তা কয়।।
কথোপকথনে দোঁহে বঞ্চিলা রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজনি।।
মুনিকে প্রণমি চলে শত্রুঘন বীর।
ভার্গবের বাটী গেল যমুনার তীর।।
মুনিরে প্রণমি করে যুক্তি সমুচিত।
মুনি বলে সুমন্ত্রণা করিব বিহিত।।
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
কিরূপে মারিব তারে শত্রুঘন কয়।।
মুনি বলে, অতিশয় দুষ্ট সে লবণ।
কহি হিত উপদেশ শুন শত্রুঘন।।
রজনী প্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে।
আপনা পাসরে যাবে মৃগের উদ্দেশে।
আপনা পাসরে বেটা ভক্ষণের আশে।।
জাঠাগাছ থুয়ে যায় শিবপূজার ঘরে।
ফিরে আসি নিবাসে দিবস দ্বি-প্রহরে।।
হিত উপদেশ বলি শুনহ সত্বর।
মৃগয়াতে গেলে বেড়ে রহ তার ঘর।।
কোন মতে জাঠাগাছ না পায় রাক্ষস।
লবণে মারিতে তবে করহ সাহস।।
জাঠা বন্দী করিতে না পার শত্রুঘন।
না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ।।
শত্রুঘন পাইয়া এতেক উপদেশ।
লবণে মারিতে যায় মুথরার দেশ।।
প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার।
শত্রুঘন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার।।
জাঠাগাছের ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে।
মৃগভার স্কন্ধেতে লবণে আসে গড়ে।।
সৈন্যেতে সকল পথ রহিল আগুলে।
কুপিল লবণ বীর মৃগভার ফেলে।।
মধুদৈত্য-পুত্র সেই মথুরাতে থানা।
বিক্রমে নাহিক অন্ত রাবণ-ভাগিনা।।
লবণ বলে মিছা কি যুড়িব ধনুর্ব্বাণ।
তোর মত কত বেটার লয়েছি পরাণ।।
কহিছেন শত্রুঘন লবণ-বচনে।
কাটিব তোমার মুণ্ড এই ধনুর্ব্বাণ।।
মামা তোর বীর ছিল সেই অহঙ্কার।
আমার ভ্রাতার হাতে তাহার সংহার।।
সেই রামের ভাই আমি তোর তত্ত্বে বুলি।
তোর মাথা কাটিয়া রামেরে দিব ডালি।।
খাইয়া মানুষ গরু পূর্ণ হৈল কাল।
তোরে মেরে মথুরা বসাব চালে চাল।।
লবণ বলিছে ক্রোধে শুন শত্রুঘন।
তোরে মারি ঘুচাইব মায়ের ক্রন্দন।।
মামারে মারিল তোর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
মায়ের ক্রন্দন শুনি জ্বলি নিরন্তর।।
সেই তাপে আজি তোর হবে সর্ব্বনাশ।
মরিতে মানুষ বেটা এলি মোর পাশ।।
তোর বংশে যত রাজা তৃণ হেন বাসি।
মান্ধাতারে পোড়ায়ে করেছি ভস্মরাশি।।
শত্রুঘন কহেন এসেছি সেই কোপে।
তোর মাথা কাটিব রাখিবে কার বাপে।।
মারিয়াছ সূর্য্যবংশে মান্ধাতা-ভূপতি।

www.bengaliebook.com

তার শোধ পাঠাইব যমের বসতি।।
রামের কনিষ্ঠ আমি বীর-অবতার।
তোরে মেরে শোধিব বংশের যত ধার।।
শত্রুঘ্নের বচনেতে রুষিল লবণ।
মানুষ বেটার কথা সব কতক্ষণ।।
হাতে হাত চাপিয়া দন্তের কড়মড়ি।
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে জাঠাবাড়ি।।
লবণের মন বুঝি শত্রুঘন হাসে।
মনে কি করেছ বেটা ফিরে যাবে বাসে।।
শুনিয়া লবণ বীর সিংহ হেন গর্জ্জে।
গর্জ্জন করিয়া আসে যুঝিবার সাজে।।
গাছ পাথর মারে লবণ সঘনে উপাড়ি।
শত্রুঘ্নের মাথে মারে দুহাতিয়া বাড়ি।।
সেই ঘায়ে শত্রুঘ্ন হইল অচেতন।
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণ করিছে গর্জ্জন।।
শত্রুঘন পড়ে সৈন্য করে হাহাকার।
ঘরে যায় লবণ লইয়া মৃগভার।।
পুনঃ উঠে শত্রুঘন সমরে দুর্জ্জয়।
ধনুক পাতিয়া যুঝে নাহি করে ভয়।।
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন যুড়িল ধনুকে।
স্থাবর জঙ্গম মেরু দিকপাল কাঁপে।।
উল্কাপাত হয় যেন সেই বিষ্ণুবাণে।
প্রলয় হইল দেখি ভাবে দেবগণে।।
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ।
শুনিয়া প্রলয়-শব্দ কাঁপে দেবগণ।।
কোন যুগে এমত শব্দ কভু নাহি শুনি।
প্রলয় হইল কি নিশ্চয় নাহি জানি।।
ব্রহ্মা বলে, দেবগণ না করিহ ডর।
লবণে বধিতে গর্জ্জে শত্রুঘন- শর।।
সৃজিলেন বাণ বিষ্ণু আপনার হাতে।
মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে।।
বাণের উপরে বিষ্ণু হন অধিষ্ঠান।
সেই বাণাঘাতে কারো নাহি রহে প্রাণ।।
বিষ্ণু-বাণ উপরেতে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে।
সেই বাণ ব্যর্থ নাহি হয় কোনকালে।।
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘন এড়িল লবণে।
শূন্যমার্গে থাকিয়া দেখেন দেবগণে।।
সিংহনাদে করি ডাকে বীর শত্রুঘন।
কোথা আছ ওরে বেটা দেহ আসি রণ।।
বাণের গর্জ্জন শুনি লবণের ডর।
কহিতেছে শত্রুঘনে ত্রাসিত অন্তর।।
ক্ষণেক ক্ষমহ মোরে খাই ভক্ষ্য পানি।
বাহুড়িয়া আসি যুদ্ধ করব এখনি।।
মনে ভাবে জাঠা আছে দেবপূজার ঘরে।
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে।।
তাহার মনের কথা পায় শত্রুঘন।
কহিতে লাগিল বীর করিয়া তর্জ্জন।।
করিবি ভোজন তুই আমি উপবাসী।
দোঁহে উপবাসে যুদ্ধ আমি অভিলাষি।।
এখন ভোজন আর উচিত না হয়।
ভোজন করিবি বেটা গিয়া যমালয়।।
কুপিল লবণ বীর দুর্জ্জয় প্রতাপ।
আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ।।
রঘুবংশে জন্ম তোর সর্ব্বলোকে জানে।
রঘুকুল উজ্জ্বল করিলি এতদিনে।।
শত্রুঘনে মারিবারে আইল লবণ।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন।।
মহাশব্দে যায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি।

www.bengaliebook.com

লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মেদিনী।।
বিষ্ণুবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ।
দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ।।
শক্তিমান জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে।
পড়িল লবণ বীর সর্ব্বলোকে দেখে।।
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ।
শত্রুঘন উপরে করে পুষ্প বরিষণ।।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে হইল মগ্ন যত সুরপুরী।।
শত্রুঘ্নের তরে ব্রহ্মা কহিলা তখন।
বর মাগ মহাবীর যাহা লয় মন।।
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারিলে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের শঙ্কা নিবারিলে।।
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে।
সে বর তোমারে দিবে সর্ব্ব দেবগণে।।
কহিছেন রামানুজ যুড়ি দুই পাণি।
মথুরাতে বসতি হউক পদ্মযোনি।।
তথাস্তু বলিয়া বর দিল ততক্ষণ।
বর দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ।।

সুন্দররূপে মথুরাপুরা নির্ম্মাণ

দেশ বসাইতে বীর পাত্রে সম্বিধান।
করিল মথুরাপুরী অদ্ভুত নির্ম্মাণ।।
বাড়ী ঘর নির্ম্মাইল আর সরোবর।
মৎস্য আদি নির্ম্মাইল নানা জলচর।।
বন উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি।
বসাইল প্রজা সে মনুষ্য নানা জাতি।।
বৃক্ষোপরি পক্ষী সব করে মধু-ধ্বনি।
মুনি-মন হরে হেরে ময়ুর নাচনি।।
রাজবাটী নির্ম্মাইল দেখিতে সুন্দর।
শত্রুঘন রহিলেন তাহার ভিতর।।
নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে।
অন্য দেশ হৈতে লোক মথুরায় আসে।।
পদ্মকোটি ঘর কৈল সুবর্ণ গঠন।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি বসিল ব্রাহ্মণ।।
দ্বাদশ বৎসর থাকি মথুরা-নগরে।
প্রজার পালন করে হরিষ অন্তরে।।
মথুরা-নগরী সব করিয়া শাসন।
অযোধ্যায় চলিলেন রাম সম্ভাষণ।।
কটক সহিত গেল বাল্মীকির দেশ।
সৈন্যসহ তপোবনে করিলা প্রবেশ।।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া মুনি হরষিত মন।
শত্রুঘন কৈল তাঁর চরণ বন্দন।।
মুনি বলে, মহাবীর তুমি শত্রুঘন।
লবণে মারিয়া রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন।।
অনেক কষ্টেতে রাম বধিল রাবণে।
লবণে মারিলে তুমি এক দিনের রণে।।
মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বণ।
লবণে মারিয়া কৈলে নগর পত্তন।।
আলিঙ্গন দিলা মুনি পরম আদরে।
রাখিলা সকল সৈন্যে অতিথি ব্যাভারে।।
সুগন্ধি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক।
নানা উপহারে ভুঞ্জে সকল কটক।।
সোণার পালঙ্কে বীর করিলা শয়ন।
মুনির বাটীতে শুনে গীত রামায়ণ।।

www.bengaliebook.com

মুনির আশ্রমে শত্রুঘ্নের রামায়ণ গান শ্রবণ

বীণার স্বরেতে নাদ হৈল আচম্বিত।
মধুস্বরে গান গায় রামায়ণ-গীত।।
দেশ ছাড়ি সীতা আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গাছের বাকল পরি প্রবেশিলা বন।।
শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্ব্ব লোক।
দশরথ মরিলেন পেয়ে পুত্রশোক।।
রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ।
যেমতে করিলা রাজার শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।।
রাম গেলা বনে, ভরত মাতুলের পাড়া।
চারি পুত্র থাকিতে রাজা হৈল বাসি মড়া।।
চৌদ্দ বৎসর রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
সীতা হরে লইলেক লঙ্কার রাবণে।।
সবংশে রাবণে রাম করিলা সংহার।
বহুযুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার। ।
সমধুর স্বরে গীত করিলা যখন।
সর্ব্ব লোক শুনিয়া মোহিত রামায়ণ।।
দুই শিশু গীত গায় বাজিতেছে বীণা।
সর্ব্বলোক শুনে যেন অমৃতের কণা। ।
শত্রুঘ্ন চক্ষের জল নারেন রাখিতে।
দুই চক্ষে বারিধারা মুছেন দু-হাতে।।
শ্রীরামের দুঃখ শুনি শত্রুঘ্ন বিকল।
মোহ সম্বরিতে নারে চক্ষে পড়ে জল।।
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন মহামুনি।
এমত অমৃত-গান কভু নাহি শুনি।।
চারি প্রহর রজনী মধুর গীত শুনে।
সর্ব্বলোক নিদ্রা যায় নিশি জাগরণে।।
শত্রুঘ্ন বলেন মুনি করি নিবেদন।
কোথাকার দুই শিশু গায় রামায়ণ।।
শুনিলাম রামায়ণ মধুর সঙ্গীত।
কহ মুনি এই গীত কাহার রচিত।।
মুনি বলে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলে শত্রুঘন।
দুই শিশু গান করে শিষ্য দুই জন। ।
আমি রচিয়াছি রামায়ণ সপ্তকাণ্ড।
শুনে লোক মোক্ষ পায় অমৃতের ভাণ্ড।।
কহিতে এ কথাবার্ত্তা প্রভাতা রজনী।
প্রভাতে চলিল বীর বন্দি মহামুনি।।
শত্রুঘ্ন সসৈন্যে যমুনা হৈল পার।
শত্রুঘ্নের সঙ্গে বাদ্য বাজিছে অপার।।
তিন দিনে গেল বীর অযোধ্যা- নগর।
যোড়হাতে রহিলেন রামের গোচর।।
শত্রুঘ্ন করিলা রামের চরণ বন্দন।
তোমার প্রসাদে প্রভু মারিনু লবণ।।
মারিনু লবণে যুদ্ধ করিয়া বিশাল।
মথুরাতে প্রজা বসাইনু চালে চাল। ।
বার বৎসর না দেখিয়া তোমার চরণ।
ধরিতে না পারি প্রাণ হৈল উচাটন। ।
তব অদর্শনে প্রভু জীবন কি কার্য্য।
কি করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য।।
শত্রুঘ্নের তরে রাম দিলা আলিঙ্গন।
রাম বলে ভাই তব মধুর বচন।।
সবার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর।
তোমারে দেখিলে দুঃখ পাসরি বিস্তর।।
পঞ্চ দিন তরে ভাই বঞ্চিব হরিষে।
পঞ্চ দিন পরে যেও মথুরার দেশে।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
চারি ভাই একত্রে হইল সম্ভাষণ।।
চারি ভাই পঞ্চ দিন একত্রে রহিলা।
শত্রুঘ্নেরে মথুরায় বিদায় করিলা।।
মথুরায় হইলেন শত্রুঘন রাজা।
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা।।
শ্রীরামের রাজ্যে লোক সর্ব্ব সুখে বৈসে।
গাহিল উত্তরকাণ্ড পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।।

বিপ্রপুত্রের অকালমৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন লাভ এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক শূদ্র-তপস্বীর মস্তক ছেদন

অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অকাল-মরণ নাই রাজ্যের ভিতর।।
অকস্মাৎ এক বিপ্র আইল কান্দিয়া।
মৃত এক শিশু পুত্র কোলেতে করিয়া।।
পঞ্চ বৎসরের মৃত পুত্র তার কোলে।
শ্রীরামের দ্বারে আসি কান্দে উচ্চরোলে।।
ধর্ম্মের সংসার মোর পাপ নাহি করি।
অকস্মাৎ পুত্রশোকে কেন পুড়ে মরি।।
না করেন রাজ্যচর্চ্চা রাম রঘুবর।
ব্রহ্মাশাপ দিব আজি রামের উপর।।
কি পাপে মরিল পুত্র কিছুই না জানি।
পুত্র কোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।।
বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চ বর্ষ পুষি।
অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্য বসি।।
পিতা মাতা রাখি পুত্র ছাড়ি গেল কোথা।
কোন্ দোষে মৈল পুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা।।
অধর্ম্মীর রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষ মড়ক।
কর্ম্মদোষে সেই রাজা ভুঞ্জয়ে নরক।।
অকালেতে মরে পুত্র শ্রীরামের রাজ্যে।
নহে অন্যদেশে যাব এই রাজ্য ত্যজে।।
এত বলি স্ত্রী পুরুষে ভাসে অশ্রুনীরে।
লক্ষ্মণ সত্বর যান রামের গোচরে।।
অকস্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি।
মৃতপুত্র লয়ে আইল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।।
বয়সেতে বৃদ্ধ দোঁহে, পুত্র নাহি আর।
ক্রন্দনেতে ব্যাকুল করিছে রাজদ্বার।।
দ্বিজ বলে পাপ নাহি আমার শরীরে।
তবে অকালেতে মোর পুত্র কেন মরে।।
এত বলি স্ত্রী পুরুষে করয়ে রোদন।
শুনিয়া শ্রীরাম হৈল বিরস বদন।।
ত্রাস পাইলা রঘুনাথ শুনিয়া বচন।
অকালেতে দ্বিজ পুত্র মরে কি কারণ।।
পাত্র মিত্র সভাসদ করে হাহাকার।
রামের আজ্ঞাতে সবে হৈল আগুসার।।
আইল বশিষ্ঠ-মুনি কুল-পুরোহিত।
কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত।।
পাত্র মিত্র লয়ে রাম বসিলা দেওয়ানে।
ব্রাহ্মণের কথা রাম কহে সভাস্থানে।।
তোমা সবে লয়ে আমি করি রাজ-কাজ।
অকালে ব্রাহ্মণ মরে পাই বড় লাজ।।
শুনিয়া রামের কথা সকলে নীরব।
শ্রীরামের পানে চাহি কহেন নারদ।।
মুনি বলে রঘুনাথ শাস্ত্রের বিচার।
সত্যযুগে তপস্যা দ্বিজের অধিকার।।

ত্রেতাযুগে তপস্যা ক্ষত্রিয়-অধিকার।
দ্বাপরেতে তপ করে বৈশ্যের বিচার।।
কলিযুগে তপস্যা করিবে শূদ্রজাতি।
তপস্যার নীতি এই শুন রঘুপতি।।
অকালে অনধিকারে শূদ্র তপ করে।
সেই রাজ্যে অকালেতে দ্বিজ-পুত্র মরে।।
কলিকালে শূদ্র আর পতিহীনা নারী।
তপস্যা করিলে সৃষ্টি নাশিবারে পারি।।
অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত।
অকাল-মরণ রীতি শুন রঘুনাথ।।
না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার।
তপস্যা করিছে কোথা শূদ্র দুরাচার।।
এই হেতু মিথ্যা দোষী করয়ে তোমাকে।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে।।
নারদের বচন রামের লয় মনে।
ডাক দিয়া সভামধ্যে আনেন লক্ষ্মণে।।
পাত্র মিত্র লয়ে ভাই বৈসহ বিচারে।
প্রিয়বাক্যে ব্রাহ্মনেরে রাখহ দুয়ারে।।
যাবৎ না আসি আমি করিয়া বিচার।
তাবৎ রাখিও দ্বিজে না ছাড়িহ দ্বার।।
নারায়ণ-তৈলে ফেলি রাখ দ্বিজসুতে।
দেহ তার নষ্ট যেন না হয় কোনমতে।।
এত বলি কৈলা রাম রথে আরোহণ।
পশ্চিম দিকেতে রাম করিলা গমন।।
পশ্চিমের যত দেশ করিয়া বিচার।
উত্তর দিকেতে রাম কৈলা আগুসার।।
উত্তরের যত দেশ করি অন্বেষণ।
পূর্ব্বদিকে রঘুনাথ করেন গমন।।
পূর্ব্বদিক বিচারিয়া গেলেন দক্ষিণে।
এক শূদ্র তপ করে মহাঘোর বনে।।
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুষ্কর।
অধোমুখে ঊর্দ্ধপদে আছে নিরন্তর।।
বিপরীত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিছে সম্মুখে।
ব্যাপিল বহ্নির ধূম সুবর্ণ নাশিকে।।
দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ত্রাস।
ধন্য ধন্য বলি রাম যান তার পাশ।।
জিজ্ঞাসা করেন তারে কমল-লোচন।
কোন্ জাতি তপ কর কোন প্রয়োজন।।
তপস্বী বলেন আমি হই শূদ্রজাতি।
শম্বুক নাম ধরি আমি শুন মহামতি।।
করিব কঠোর তপ দুর্ল্লভ সংসারে।
তপস্যার ফলে যাব বৈকুণ্ঠ-নগরে।।
তপস্বীর বাক্যে কোপে কাঁপে রাম-তুণ্ড।
খড়্গ হাতে কাটিলেন তপস্বীর মুণ্ড।।
সাধু সাধু শব্দ করে যত দেবগণ।
রামের উপরে করে পুষ্প বরিষণ।।
ব্রহ্মা বলিলেন, রাম কৈলে বড় কাজ।
শূদ্র হয়ে তপ করে পাই বড় লাজ।।
রামে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা কহেন তখন।
মনোনীত বর মাগি লহ যে এখন।।
শ্রীরাম বলেন যদি দিবে বরদান।
তব বরে জীয়ে যেন ব্রাহ্মণ সন্তান।।
ব্রহ্মা বলে এ বর না চাহ রঘুমণি।
শূদ্র কাটা গেল, দ্বিজ বাঁচিল আপনি।।
আপনা বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ।
মারিয়া বাঁচাতে পার এ তিন ভুবন।।
দৃষ্টে সৃষ্টিনাশ কর নিমিষে সৃজন।
তোমার আশ্চর্য্য মায়া বুঝে কোন জন।।

www.bengaliebook.com

এত বলি বিরিঞ্চি হৈলেন অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া রামের অতি হরষিত মন।।
এখানে বাঁচিয়া উঠে দ্বিজের কুমার।
দেখি সভাসদ লোকে লাগ চমৎকার।।
ভরত লক্ষ্মণে কহি দ্বিজ গেল ঘর।
রঘুনাথে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিস্তর।।
হইল রামের হাতে তপস্বী বিনাশ।
স্বর্গ-বিমানেতে চড়ি গেল স্বর্গবাস।।
ব্রহ্মার বচন শুনি শ্রীরামের হাস।
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব বৃত্তান্ত

অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগতি।
পাত্র মিত্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি।।
মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে।
শ্রীরাম বলেন সবে চল সেই পথে।।
অগস্ত্যের বাটী রাম যান দিব্যরথে।
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনিলেন পথে।।
গৃধিনী পেচকে দ্বন্দ্ব বাসার লাগিয়া।
আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়া।।
অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর।
নানা জাতি পক্ষী সব আছে একত্তর।।
সারস সারসী ডাক কাক কাদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা।।
শারী শুক কাকাতুয়া চড়া মৎস্যরঙ্ক।
খঞ্জন খঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া কঙ্ক।।
বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্রবাজ আর শিকরা সঞ্চাল।।
বক বকী বাদুড় বাদুড়ী নুরি টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাষ্ঠ-ঠোকরিয়া।।
জলে স্থলে আছিল যেখানে যত পক্ষ।
করিতেছে মহাদ্বন্দ্ব হয়ে দুই পক্ষ।।
গৃধিনী কহিছে পেঁচা ছাড় মোর বাসা।
পরঘরে রহিবে কেমনে কর আশা।।
পেঁচা বলে কোথা হৈতে আইলি গৃধিনী।
এতকাল বাসা মোর তোরে নাহি চিনি।।
কোন্দল উভয়ে মিলি করে মারামারি।
শ্রীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি।।
গৃধিনী বলিছে প্রভু কর অবধান।
বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান।।
যুদ্ধেতে জিনিলে তুমি দেব সুরপতি।
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি।।
দিবাকর জিনি তেজ বিশাল তোমার।
সাগর জিনিয়া বুদ্ধি গভীর অপার।।
পবন জিনিয়া তব ত্বরিত গমন।
অমৃত জিনিয়া তব মধুর বচন।।
পৃথিবী পালিতে তুমি দয়াল শরীর।
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে তোমার করে পূজা।
ত্রিভুবন মধ্যে রাম তুমি মহারাজা।।
রজোগুণ ধর তুমি সৃষ্টির কারণ।
সত্ত্বগুণে সবাকারে করহ পালন।।
সংসার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর।
আত্ম-নিবেদন করি তোমার গোচর।।
অনেক শক্তিতে আমি সৃজিলাম বাসা।
বলেতে পেচক মোর কাড়ি লয় বাসা।।

পেঁচা বলে, প্রভু তুমি বিষ্ণু-অবতার।
রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার।।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাতি।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি পরম শীতল।
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল।।
আদি অন্ত মধ্য তুমি নির্দ্ধনের ধন।
সেবক বৎসল তুমি দেব নারায়ণ।।
অন্ধের নয়ন তুমি দুর্ব্বলের বল।
অপরাধী হই যদি দেহ প্রতিফল।।
সভা কৈলা রঘুনাথ বসি বৃক্ষতলে।
পাত্র মিত্র সভাসদ বসিল সকলে।।
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল মুনিগণ।
সুমন্ত্র কশ্যপ মুনি আইল দুজন।।
শ্রীরাম কহেন কথা সভাসদ শুনে।
হেনকালে দেবগণ এল সেইখানে।।
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর।
কতকাল হৈতে তোর এই বাসাঘর।।
গৃধিনী কহিছে শুন বচন আমার।
মহাপ্রলয়েতে যবে হৈল নিরাকার।।
বিষ্ণুনাভি পদ্মমূলে ব্রহ্মার উৎ পত্তি।
দেব দানব বিধাতা সৃজিল নানা জাতি।।
তখন অবধি বাসা এ ডালে আমার।
কোন লাজে পেঁচা বেটা করে অধিকার।।
ঈষৎ হাসেন রাম গৃধিনী-বচনে।
পেঁচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচার-বিধানে।।
পেঁচা বলে নিবেদন শুন রঘুবর।
বৃক্ষের উৎপত্তি হৈল ধরণী উপর।।
তার পরে উৎপন্ন হইল যত ডাল।
এইরূপে বনমধ্যে যায় কতকাল।।
উড়িতে অশক্ত হইনু হৈল বৃদ্ধদশা।
তার পরে এই ডালে করিলাম বাসা।।
রাম বলেন সভাখণ্ড করহ বিচার।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব করে কেন এই বাসা কার।।
সভাতে বসিয়া যেবা সত্য নাহি কয়।
কোটি কল্প বৎসর নরক মাঝে বয়।।
এক এক বৎসরে বন্ধন নাহি খসে।
তিন কুল নষ্ট হয় মিথ্যা সাক্ষ্য-দোষে।।
শ্রীরামের বচনেতে কহে রাজ্যখণ্ড।
গৃধিনীর উপরে উচিত রাজদণ্ড।।
চারিবেদ সর্ব্বশাস্ত্র তোমার গোচর।
সাক্ষাতে শুনিলে প্রভু গৃধিনী-উত্তর।।
প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে।
স্থাবর জঙ্গম কিছু না ছিল সংসারে।।
ত্রিভুবন শূন্য যবে এক নিরঞ্জন।
সেই নিরঞ্জন হৈল সৃষ্টির কারণ।।
জলেতে পৃথিবী ছিল করিয়া উদ্ধার।
পৃথিবী সৃজিয়া কৈল জীবের সঞ্চার।।
বিষ্ণুনাভিপদ্মে হৈল ব্রহ্মার উৎপত্তি।
দেবাদি নরাদি সৃষ্টি কৈল নানা জাতি।।
আগে জীব সৃজিলেন বৃক্ষ হৈল পিছে।
কিরূপে গৃধিনী আসি বাসা কৈল গাছে।।
গৃধিনী অন্যায় বলে সভার ভিতর।
রাজদণ্ড অর্শে প্রভু গৃধিনী- উপর।।
সভামধ্যে মিথ্যা কহে নাহি ধর্ম্ম- ভয়।
গৃধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয়।।
দেবগণ কহে রাম করি নিবেদন।
স্বাভাবিক গৃধিনী যে নহে এই জন।।

www.bengaliebook.com

রয়েছে গৃধিনী-পক্ষী হয়ে ব্রহ্মশাপে।
শাপমুক্ত কর পক্ষী না মারিহ কোপে।।
শ্রীরাম বলেন পক্ষী হয় কোন জন।
ব্রহ্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ।।
দেবগণ কহে এই ছিল যে রাজন।
প্রত্যহ করাত লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন।।
দৈবে এক বিপ্র চুল পাইল অন্নেতে।
নৃপতির শাপ দ্বিজ দিলেক ক্রোধেতে।।
ব্রাহ্মণেরে মাংস দিয়া নষ্ট কৈলে ব্রত।
গৃধিনী হইয়া বঞ্চ, খাও মাংস রক্ত।।
শাপ শুনি ভূপতির বিরস বদন।
দ্বিজের চরণে ধরি করিলা ক্রন্দন।।
শাপ-বিমোচন প্রভু করহ এখন।
কত দিনে হবে মোর শাপ-বিমোচন।।
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিপ্র কহিতে লাগিল।
শাপে মুক্ত হবে বলি আশ্বাস করিল।।
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষ্ণু যেইকালে।
শাপে মুক্ত হবে তুমি তাঁকে পরশিলে।।
ব্রহ্মশাপে পক্ষিযোনি হইল ভূপতি।
গৃধিনীর বৃত্তান্ত শুনহ রঘুপতি। ।
বহু দুঃখ পেয়ে রাজার এতেক দুর্গতি।
তুমি পরশিলে হয় পক্ষীর সদগতি।।
দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমণি।
গৃধিনীরে স্পর্শ রাম করেন তখনি। ।
পক্ষিদেহ পরিহরি নিজ দেহ ধরি।
বিমানেতে ভূপতি চলিল স্বর্গপুরী।।
দিব্যরথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস।
গাহিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

শ্রীরামের অগস্ত্য-মুনির বাটীতে গমন এবং মুনি কর্ত্তৃক শ্রীরামকে রত্ন-অলঙ্কার দান

শ্রীরামেরে সম্ভাষিয়া যত দেবগণ।
সকলে চলিয়া গেল অমর-ভুবন।।
সৈন্য সহ রামচন্দ্র যান ততক্ষণ।
অগস্ত্যের বাটীতে দিলেন দরশন।।
অগস্ত্য-চরণ রাম করেন বন্দন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।।
যেই অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
রত্ন-অলঙ্কার মুনি রামে দিলা দান।।
রাম বলেন শুন মুনি না হয় বিধান।
ক্ষত্র হয়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান।।
অগস্ত্য বলেন রাম শুন মোর বাণী।
অবধান কর কহি ইহার কাহিনী।।
সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা।
ব্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষত্র-রাজা।।
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ করে দেবের পালন।
পৃথিবীতে ক্ষত্র-রাজা পালেন ব্রাহ্মণ।।
লোকপাল স্থঅনে ক্ষত্র নামে ক্ষত্র-রাজা।
লয়ে গেল যত্ন করে ব্রাহ্মণের পূজা।।
ইন্দ্র রাজার পুরে ক্ষত্রিয়ে দিতে দান।
লোকপালের স্থানে রাম তুমি সে প্রধান।।
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব বিষ্ণু-অবতার।
তোমারে করিতে দান উচিত আমার।।
তোমার শরীর-যোগ্য এই অলঙ্কার।
অলঙ্কার দিয়া মুনি কৈলা পুরস্কার।।

শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ।
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ।।
হেন অলঙ্কার নাহি সংসার ভিতরে।
কোথা পেলে এই রত্ন কহিবে আমারে।।
অগস্ত্য বলেন তবে শুন রঘুবর।
সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর।।
একেশ্বর তপ করি হরিষ অন্তর।
অঘোর কাননে একা থাকি নিরন্তর।।
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি আছে এক পুরী।।
পুরীখান দেখি তথা অতি মনোহর।
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর।।
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে।
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই সরোবরে।।
এক দিন প্রত্যূষেতে করি গাত্রোত্থান।
সরোবর-তীরে যাই করিবারে স্নান।।
আশ্চর্য্য দেখিনু অতি গিয়া সেই ঘাটে।
শব এক পড়ে আছে সরোবর-তটে।।
মড়া হয়ে ক্ষয় নাহি অতি মনোহর।
বিষ্ণু-অধিষ্ঠান যেন পরম সুন্দর।।
চন্দ্রের কিরণ প্রায় সূর্য্য হেন জ্যোতি।
অতি মনোহর মড়া সুন্দর মূরতি।।
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসি কারণ।
মড়া-রূপ দেখিয়া বিস্ময় হৈল মন।।
সেই মড়া-রূপ আমি করি নিরীক্ষণ।
হেনকালে অমর আইল একজন।।
সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে।
সাত শত দেবকণ্যা পুরুষের পাশে।।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বাজায় বাঁশী।
আইলেন অবনীতে অমর-নিবাসী।।
সেই সরোবর-জলে অঙ্গ পাখালিল।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া অঙ্গ শোভা কৈল।।
সেই মড়া লয়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ।
হরষিতে গিয়া রথে কৈলা আরোহণ।।
রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায়।
হেনকালে যোড়হাতে জিজ্ঞাসিনু তায়।।
দেবরথে চড়ি আছ দেব-অবতার।
দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার।।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি।
কহিতে লাগিল মোরে করি যোড়পাণি।।
স্বর্গরাজার পুত্র আমি দৈত্য নাম ধরি।
পিতা বিদ্যমানে আমি স্বর্গে রাজ্য করি।।
পিতা স্বর্গবাসে গেল কতদিন পরে।
রাজ্যভার দিয়া আমি কনিষ্ঠ সোদরে।।
নিরাহারে তপ আমি করিনু বিস্তর।
স্বর্গপ্রাপ্তি হৈল মোর ত্যজি কলেবর।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হৈলে আমি সহিতে না পারি।
জিজ্ঞাসিনু বিরিঞ্চিরে করযোড় করি।।
স্বর্গপুরে আইলাম তপস্যার ফলে।
ক্ষুধানলে সতত আমার অঙ্গ জ্বলে।।
ব্রহ্মা বলিলেন ভুঙ্গ আপনার ফল।
ক্ষুধার্ত্তেরে তুমি নাহি দিলে অন্ন জল।।
যাহা দেয় তাহা পায় বেদের লিখন।
আপনি ভাবিয়া রাজা বুঝহ এখন।।
আপনা করিলে তুষ্ট ভোজনের আশে।
নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হরিষে।।
না পচিবে না গলিবে মধুর সুস্বাদ।
সে শরীর খাইলে ঘুচিবে অবসাদ।।

www.bengaliebook.com

ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন।
এতেক দুর্গতি মোর খণ্ডন কারণ।।
কাতরে কহিনু ধরি ব্রহ্মার চরণে।
এই দুঃখ অবসান হবে কতদিনে।।
ব্রহ্মা বলিলেন কথা শুনহ রাজন।
যেমতে হইবে তব পাপ বিমোচন।।
তপ করিবারে যাবে অগস্ত্য মুনিবর।
নিদাঘেতে তপ করিবেন একেশ্বর।।
তোমার সহিত তাঁর হবে দরশন।
তাঁরে দান দিলে তব পাপ-বিমোচন।।
বহু তপ করিয়াছ না করিলে দান।
অগস্ত্যেরে দান দিলে পাবে পরিত্রাণ।।
সে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি।
এ হেন পাপেতে যদি রক্ষা কর তুমি।।
চারি যুগ মড়া খাই বিধির বচনে।
আজি শুভদিন মম তব দরশনে।।
তোমা বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
তুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্যাহতি।।
কৃপা কর মুনিবর করি পরিহার।
তুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার।।
স্তুতিবশে দান আমি করিনু গ্রহণ।
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ।।
তার দান লইলাম এই সে কারণ।
মৃতদেহ নষ্ট তার হইল তখন।।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।
তোমারে এ দান দিলে আমার মুকতি।।
মোরে দান দিয়া পাইয়াছে পরিত্রাণ।
মম পরিত্রাণ হয় তুমি নিলে দান।।
অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ।।

দণ্ডকরাজের প্রতি শুক্রের অভিশাপ এবং দণ্ডকারণের উৎপত্তি বর্ণনা

বিদর্ভ-দেশের রাজা শ্বেত নরেশ্বর।
বনমধ্যে তপ রাজা করে নিরন্তর।।
সে বনেতে জন্তু নাই কিসের কারণ।
এমন আশ্চর্য্য বন শতেক যোজন।।
মুনি বলিলেন রাম তব পূর্ব্ব বংশে।
নল নামে রাজা ছিল বিদর্ভের দেশে।।
পৃথিবী-বিখ্যাত রাজা ধর্ম্মে রাজ্য করে।
তার পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নাম ধরে।।
ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের প্রচার।
পৃথিবী ভিতরে কারো নাহি অধিকার।।
সত্য করাইয়া রাজা পাত্রে রাজ্য দিল।
তপস্যা করিয়া রাজা স্বর্গবাসে গেল।।
ইক্ষাকু-কনিষ্ঠ ভ্রাতা নামে ঋষ্যদণ্ড।
ইক্ষ্বাকু জিনিয়া সেই নিল ছত্রদণ্ড।।
সূর্য্যবংশে জন্মিয়া যে করে অনাচার।
পরাস্ত হইয়া তারে দিল রাজ্যভার।।
ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ব্বতে ভূপতি রাজ্য করে।
মধু নামে পুরী তথা বসায় নগরে।।
রচিয়া বিচিত্র পুরী দণ্ড নরেশ্বর।
ইন্দ্রের অধিক সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর।।
সুখেতে থাকিতে তায় দেবতা পাষণ্ড।
শুক্রের বাটীতে এক দিন গেল দণ্ড।।
অজা নামে ছিল এক শুক্রের কুমারী।
পুষ্প তুলিবারে আইল পরমা সুন্দরী।।

রূপে আলো করে কন্যা সুখে তুলে ফুল।
কন্যারে দেখিয়া রাজা হইল ব্যাকুল।।
দেখিয়া কন্যার রূপ কামে অচেতন।
হস্তেতে ধরিয়া কহে মধুর বচন।।
কাহার যুবতী তুমি কন্যা বল কার।
অবশ্য কহিবে মোরে সত্য সমাচার।।
কন্যা বলে শুন রাজা নিবেদন করি।
শুক্র-মুনিকন্যা আমি, অজা নাম ধরি।।
মোর পিতা হয় তব কুল-পুরোহিত।
আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত।।
রাজা বলে, তব রূপে প্রাণ নাহি ধরি।
প্রাণরক্ষা কর মোর শুন লো সুন্দরি।।
আমার রমণী হৈলে হব তব দাস।
তোমা বিনা আর নারী না লইব পাশ।।
শত শত রূপবতী করে দিব দাসী।
সর্ব্বনারী জিনি হবে আমার মহিষী।।
যদি নাহি শুন কন্যা আমার বচন।
বলে ধরি শৃঙ্গার করিব এইক্ষণ।।
রাজার বচন শুনি ক্রোধে বলে অজা।
মোরে বল করিলে মরিবে দণ্ডরাজা।।
মোরে বল করিলে পিতার মনস্তাপ।
সবংশে মরিবে রাজা পিতা দিলে শাপ।।
আমার পিতার কাছে লহ অনুমতি।
তবে আমি তব সঙ্গে করিব পিরীতি।।
রাজা বলে তব পিতা আসিবে কখন।
তদবধি ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন।।
তোমা বিনা আর মোর মনে নাহি আন।
পায়ে ধরি কন্যা মোরে দেহ রতিদান।।
প্রাণ রক্ষা কর মোরে দিয়া আলিঙ্গন।
তব আলিঙ্গন বিনা না রহে জীবন।।
যোড়হাতে ভূপতি পড়িল কন্যা-পায়।
উত্তর না দেয় কন্যা, অশেষ বুঝায়।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ, কন্যা রাজে দেয় গালি।
বলে ধরি শৃঙ্গায় করয়ে মহাবলী।।
হাত পা আছাড়ে কন্যা, আলুলিত চুল।
শৃঙ্গার সহিতে নারে করে গণ্ডগোল।।
শৃঙ্গারেতে শুক্রকন্যা কাতরা হইল।
এতেক দেখিয়া রাজা সত্বর ছাড়িল।।
শৃঙ্গার করিয়া দণ্ডরাজা গেল ঘর।
কোথা পিতা বলি কন্যা কান্দিল বিস্তর।।
আইলেন শুক্র-মুনি লয়ে শিষ্যগণ।
হেঁটমাথা করি কন্যা করিছে ক্রন্দন।।
কান্দিতেছে অজা কন্যা সম্মুখে দেখিল।
ধ্যানস্থ হইয়া মুনি সকলি জানিল।।
ক্রোধান্বিত হৈল মুনি যেন অগ্নিশিখা।
গুরুকন্যা হরে রাজা না করে অপেক্ষা।।
অভিশাপ দিল মুনি সহ শিষ্যগণে।
পুড়িয়া মরুক রাজা অগ্নি-বরিষণে।।
অগ্নিবৃষ্টি রাজ্যেতে হইল সাত রাতি।
সবংশে পুড়িয়া মরে দণ্ড-নরপতি।।
ঘোড়া হাতী পুড়ে সব অনেক ভাণ্ডার।
শতেক যোজন পুড়ে হইল অঙ্গার।।
সবংশেতে দণ্ডরাজা হইল বিনাশ।
শুক্রমুনি বসিলেন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।।
ব্রহ্মশাপে শত যোজন না হয় বসতি।
দণ্ডারণ্য বলিয়া সে বনের খেয়াতি।।
ব্রহ্মশাপে পশু পক্ষী নাহি মুনিগণ।
বনের বৃত্তান্ত শুন রাজীবলোচন।।

www.bengaliebook.com

বেলা অবসান হৈল উপনীত সন্ধ্যা।
সেই স্থানে দুইজন করিলেক সন্ধ্যা।।
মিষ্টান্ন ভোজন মুনি করাইল রামে।
সেই দিন বঞ্চিলেন মুনির আশ্রমে।।
রজনী প্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানি।
মুনিরে প্রণমি কহে সুমধুর বাণী।।
তোমা দরশনে মোর সফল জীবন।
আরবার দেখি যেন তোমার চরণ।।
মুনি বলে রাম তব মধুর বচন।
তোমার বচনে তুষ্ট যত দেবগণ।।
অনাথের নাথ তুমি ত্রিদশের পতি।
তোমা দরশনে বড় পাইলাম প্রীতি।।
মুনির চরণে রাম নমস্কার করি।
উপনীত হৈল গিয়া অযোধ্যা-নগরী।।
শুনিলে রামের গুণ সিদ্ধ অভিলাষ।
গাহিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা এবং ভরত কর্ত্তৃক তাহা নিবারণে অনুরোধ

সভা করি বসিলেন কমল-লোচন।
ভরত শত্রুঘ্ন আসি বন্দিল চরণ।।
রাম বলেন ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন।
একমনে শুন সবে আমার বচন।।
ব্রহ্মবধ করিয়া করেছি মহাপাপ।
তেকারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ।।
রাজসূয়-যজ্ঞ আমি করিব এখন।
তাহার উদ্যোগ কর ভাই তিন জন।।
ইহা শুনি তিন ভাই করে হাহাকার।
রাজসূয়-যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার।।
পূর্ব্বে রাজসূয় কৈল রাজা শশধর।
গৃহ পক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর।।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণ।
মৎস্য মকর পুড়িয়া মরিল সে কারণ।।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর।
সুরাসুর যুদ্ধ তাহে হইল বিস্তর।।
সগর নৃপতি পূর্ব্ববংশেতে তোমার।
পৃথিবীর রাজা ছিল গুণে বশ যাঁর।।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল সেই মহাশয়।
বংশ মজাইল শেষে আপনা-সংশয়।।
ভরতের কথা রামে লাগে চমৎকার।
বিনয়ে রামের প্রতি কহে আরবার।।
হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা তব পূর্ব্ব-বংশে।
রাজসূয়-যজ্ঞ করি দুঃখ পাইল শেষে।।
রাজা হরিশ্চন্দ্র দান করিয়া পৃথিবী।
পুত্র আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী।।
রাজ্য ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যায় বারাণসী।
দক্ষিণা চাহিল তাহে বিশ্বামিত্র ঋষি।।
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না।
স্ত্রী পুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা।।
এত দুঃখ তবু না পাইল স্বর্গবাস।
রাজসূয়-যজ্ঞে রাজার এত সর্ব্বনাশ।।
অন্তরীক্ষে ফিরে রাজা কর্ম্মের দোষতে।
স্থান না পাইল স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে।।
হেন রাজসূয়-যজ্ঞে কেন কর মন।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ।।

www.bengaliebook.com

অনাথের নাথ তুমি ত্রিজগৎপতি।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে ঘটিবে দুর্গতি।।
রাজসূয় না হইল ভরত কারণ।
ভরতের বাক্যে শ্রীরামের অন্য মন।।
ভরতের বাক্য যদি হৈল অবসান।
লক্ষ্মণ কহেন তবে রাম-বিদ্যমান।।
যোড়হাতে কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর কমল-লোচন।।
পূর্ব্বে ব্রহ্মবধ কৈল দেব পুরন্দরে।
ব্রহ্মহত্যা এড়াইল অশ্বমেধ করে।।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মবধ পাপ হইতে মুক্তি

বৃত্র নামে অসুর সে বিপ্রের নন্দন।
আপনার বাহুবলে জিনে ত্রিভুবন।।
বৃত্রাসুর-প্রতাপেতে কাঁপে আখণ্ডল।
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশ-মণ্ডল।।
ধার্ম্মিক যে বৃত্রাসুর ধর্ম্মে রাজ্য পালে।
বিনাবৃষ্টি বরিষণে নানা শস্য ফলে।।
পুত্রে রাজ্য গিয়া গেল তপস্যা কারণ।
অসুরের তপস্যাতে কাঁপে দেবগণ।।
দেবগণের লয়ে গেল বিষ্ণুর গোচর।
বৃত্রাসুর তপ-কথা কহে পুরন্দর।।
ধার্ম্মিক সে বৃত্রাসুর বলে মহাবল।
তার সম রাজা নাহি অবনী-মণ্ডল।।
বহু তপ করে সে পুণ্যের নাহি সংখ্যা।
যাহা চাবে তাহা পাবে কারো নাহি রক্ষা।।
বিষ্ণুর চরণে সবে করেন স্তবন।
বৃত্রাসুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ।।
বিষ্ণু কহে বৃত্রাসুর বড়ই চতুর।
আমার সেবাতে মান বেড়েছে প্রচুর।।
স্বহস্তে মারিতে কভু যুক্তি নাহি হয়।
প্রকারে বধিয়া তারে ঘুচাইব ভয়।।
তিন অংশ হইব অসুরে মারিবারে।
এক অংশ বর গিয়া পাতাল ভিতরে।।
আর এক অংশে আমি বর মর্ত্ত্যপুরে।
আর এক অংশে বর তোমার শরীরে।।
তোমার শরীরে আমি হইনু দোসর।
বৃত্রাসুরে মারিবারে চলহ সত্বর।।
যুদ্ধেতে চলিল ইন্দ্র বিষ্ণুর বচনে।
প্রবেশ করিল গিয়া বৃত্রাসুর-রণে।।
বৃত্রাসুরে দেখি দেবে লাগে চমৎকার।
ইন্দ্রেরে বলিল হব সহায় তোমার।।
বিষ্ণুতেজে বৃত্র অরি বহু শক্তি ধরে।
বহ্র হানিলেক বৃত্রাসুরের উপরে।।
বজ্র-অস্ত্র আঘাতেতে বৃত্রাসুর মরে।
ব্রহ্মবধ প্রবেশিল ইন্দ্রের শরীরে।।
ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ইন্দ্র ত্রাসিত অন্তরে।
বৃত্রাসুরে মারি ইন্দ্র মহাপাপে ঘেরে।।
পাপে পূর্ণ হয়ে ইন্দ্র ভাবেন বিষাদে।
বৃত্রাসুরে মারি আমি পড়িনু প্রমাদে।।
সকল দেবতা গেল বিষ্ণুর সদন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্রে কর পরিত্রাণ।।
বৃত্রাসুরে বধা কৈল তব তেজে।
ব্রহ্মহত্যা পাপে রক্ষা কর দেবরাজে।।

www.bengaliebook.com

বিষ্ণু বলিলেন অশ্বমেধ আর পূজা।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর ইন্দ্র দেব-রাজা।।
ব্রহ্মবধ পাপে ইন্দ্র হৈল অচেতন।
তপ জপ যজ্ঞ হোম ছাড়ে ত্রিভুবন।।
নদী স্রোত ছাড়ে, আর যোগী ছাড়ে যোগ।
রাজ্যচর্চ্চা ছাড়ে রাজা, ছাড়ে উপভোগ।।
ব্রহ্মবধ পাপে ইন্দ্র হইল অজ্ঞান।
ইন্দ্র অচেতন, যজ্ঞ করে দেবগণ।।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল দেবগণ।
নানা ভোগ দিয়া সবে পূজে নারায়ণ।।
অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হৈল অবসান।
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি থাকে সেই স্থান।।
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে।
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে।।
আর অংশ ব্রহ্মবধ নারী রজঃস্বলা।
অগ্নিরূপে পাতালে সান্ধায় এক কলা।।
চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান।
ব্রহ্মবধ-পাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ।।
ব্রহ্মহত্যা-পাপ নাশে অশ্বমেধ-তেজে।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে।।
সংসারের কর্ত্তা তুমি পালিছ সংসার।
রাজসূয়-যজ্ঞ কৈলে সকলি সংহার।।
রাজসূয়-যজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন।
অশ্বমেধ-যজ্ঞে মতি দিল সর্ব্বজন।।
রাম বলে রাজসূয় বাঞ্ছা ছিল আগে।
তোমা সবাকার বোলে করিলাম ত্যাগে।।
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন।।

ইলা রাজার প্রতি মহেশের অভিশাপ

প্রজাপতি নৃপতির পুত্র গুণধর।
ইলা নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর।।
সর্ব্বগুণ ধরিয়া সে প্রজাগণে পালে।
সর্ব্বলোকে পূজে তাঁরে পৃথিবী-মণ্ডলে।।
সুদিন প্রবেশে যবে আইল মধুমাস।
মৃগ মারিবারে গেল পর্ব্বত কৈলাস।।
কৈলাসের প্রান্তভাগে বন মনোহর।
পার্ব্বতী লইয়া কেলি করেন শঙ্কর।।
পার্ব্বতী সহজে নারী শিব হয়ে নারী।
মনের আনন্দে দোঁহে জলকেলি করি।।
মহেশের শাপ তথা আছয়ে এমনি।
জলজন্তু বনজন্তু হয়েছে রমণী।।
পুরুষ মাত্রেতে কেহ নাহি সেই বনে।
পার্ব্বতী শঙ্কর কেলি করেন দুজনে।।
জলকেলি দুজনে করেন কুতূহলে।
ইলা রাজা সেই বনে গেল হেনকালে।।
ইলা রাজা উপনীত তাঁহার সমীপে।
গতমাত্রে স্ত্রী হইল শঙ্করের শাপে।।
যত অনুচর ছিল রাজার সংহতি।
সৈন্য সেনাপতি সবে হইল স্ত্রীজাতি।।
দেখিয়া রমণীজাতি যত অনুচরে।
লজ্জা পেয়ে ইলা রাজা আপনা পাসরে।।
সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকে হইয়া স্ত্রীজাতি।
শঙ্করের চরণেতে কৈল বহু স্তুতি।।
উঠ উঠ বলিয়া ডাকেন মহেশ্বর।
পুরুষ করিতে নারি চাহ অন্য বর।।

স্ত্রীজাতি হইয়া আমি করি জলকেলি।
মোরে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলি।।
তোর সঙ্গে আসিয়াছে যত অনুচর।
পুরুষ হইয়া সবে যাক নিজ ঘর।।
পুরুষ হইয়া সবে চলে গেলে দেশে।
তুমি থাক নারী হয়ে আপনার দোষে।।
শুনি রাজা মহেশের নিষ্ঠুর বচন।
পার্ব্বতীর পায়ে পড়ি করিল রোদন।।
পার্ব্বতী বলেন মম বাক্য নহে অন্য।
মাসেক পুরুষ হবে, করিব বিধান।।
মাসেক পুরুষ হবে না হবে অন্যথা।
মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথা।।
যে মাসে পুরুষ হবে রবে সেইখানে।
নারী হলে সে কথা বিস্মৃত হবে মনে।।
যে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি।
রমণী মাসেতে তাহা হইবে বিস্মৃতি।।
পুরুষ হইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নারী হয়ে আরবার বনেতে প্রবেশে।।
পুরুষ হইল রাজা সহ অনুচর।
রমণী হইয়া রাজা ভ্রমে একেশ্বর।।
এতেক শুনিয়া যত সভাজন হাসে।
নারী হয়ে কেমনে বঞ্চিল এক মাসে।।
পুরুষ হইয়া পুনঃ কিরূপেতে বঞ্চে।
এমন দারুণ শাপ কত দিনে ঘুচে।।
রাম বলেন রাজা নারী হৈল যেই মাসে।
লজ্জিত হইয়া গিয়া কাননে প্রবেশে।।
বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম-জলাশয়।
বুধ তথা তপ করে চন্দ্রের তনয়।।
কনের কঠোর তপ বুধ মহাশয়।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হয়েছে উদয়।।
রমণী দেখিয়া বাড়ে পুরুষের রঙ্গ।
বুধ হেন তপস্বীর হৈল তপোভঙ্গ।।
ইলারে সম্ভাষে বুধ, কামে অচেতন।
কার কন্যা একাকিনী করিছ ভ্রমণ।।
চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি।
তোমার রূপেতে প্রাণ ধরিতে না পারি।।
বুধের বচনেতে ইলার হৈল হাস।
বুধের সহিত বনে বঞ্চে এক মাস।।
পুরুষের অষ্টগুণ কামার্থী স্ত্রীলোকে।
বুধের সঙ্গেতে রহে শৃঙ্গার-কৌতুকে।।
কেলি-রসে মাসেক হইল অবশেষ।
হইল পুরুষ-মাস রাজার প্রবেশ।।
না জানে এ সব তত্ত্ব চন্দ্রের কুমারে।
আরবার তপ করে সরোবর তীরে।।
আপনার রাজ্য রাজার হইল স্মরণ।
পুত্র কন্যা জায়া ভাবি করিছে রোদন।।
বনবিন্ধ্য নামে পুত্র আছয়ে আমার।
শিশু হয়ে কেমনে পালিছে রাজ্যভার।।
ভাবিতে ভাবিতে তার গত এক মাস।
নারীরূপ হয়ে গেল চন্দ্র-পুত্র পাশ।।
পরশা সুন্দরী ইলা হয়েছে যুবতী।
রাত্রি দিন কেলি করে বুধের সংহতি।।
দিবা নিশি রঙ্গরসে দোঁহে কেলি করে।
কত দিনে গর্ভ হৈল ইলার উদরে।।
এক মাসে স্ত্রী হয়, পুরুষ আর মাসে।
পুরুষ-মাসেতে নাহি যায় বুধ পাশে।।
ইলা লয়ে বুধ গেল আপন ভবনে।
দেখিয়া ইলার রূপ সুখী মনে মনে।।

www.bengaliebook.com

হইল পুরুষ-মাস আর মাসে নারী।
ইলা লয়ে গেল বুধ আপনার পুরী।।
রঙ্গরসে ভূপতির একমাস গেল।
পুরুষ-মাসেতে রাজা স্থানান্তর হৈল।।
নয় মাসে এক পুত্র প্রসবিলা ইলা।
পরম সুন্দর পুত্র রূপে শশিকলা।।
পুরুরবা নাম তার হৈল মতাতেজা।
শ্রাদ্ধকালে বিপ্রভাগে করে যাঁ পূজা।।
আরবার পুরুষ হইল দশ মাসে।
এ সকল কথা বুধ না জানে বিশেষে।।
একাদশ মাসেতে আরবার হৈল নারী।
বুধের সহিত বঞ্চে হইয়া সুন্দরী।।
বার মাসে পুরুষ হইল আরবার।
পুরুষ দেখিয়া বুধে লাগে চমৎকার।।
জিজ্ঞাসিতে ইলা রাজা দিলা পরিচয়।
পুরুষ জানিয়া বুধে ঘৃণা বড় হয়।।
পুরুষে রমণী-জ্ঞানে করেছি বিহার।
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি করি ইহার।।
দ্বিজরাজ চন্দ্র, বুধ তাঁহার নন্দন।
আদেশেতে আইল সকল মুনিগণ।।
মুনিগণে লৈয়া বুধ করিলা যুকতি।
কিরূপেতে ইলা রাজা পাইবে নিষ্কৃতি।।
আমি কিসে পরিত্রাণ পাব এই পাপে।
বিবরিয়া মুনিগণ কহ ত স্বরূপে।।
মুনিগণ কহে শুন চন্দ্রের কুমার।
অজ্ঞানে করেছ কর্ম্ম কি পাপ তোমার।।
অশ্বমেধ-যাগে তুষ্ট সকল অমর।
অশ্বমেধ-যাগ কর, ইলা পাবে বর।।
মহাদেব-শাপে ইলার এতেক দুর্গতি।
মহাদেব তুষ্ট হৈলে পাবে অব্যাহতি।।
বুধ বলে যুক্তি বটে, না করি নিষেধ।
বুধের আশ্রমে ইলা করে অশ্বমেধ।।
আপনি আইলা শিব যজ্ঞ দেখিবারে।
ইলা রাজা পুরুষ হইল শিববরে।।
যজ্ঞ সাঙ্গ করি স্তব করেন বিস্তর।
তুষ্ট হয়ে ইলারে মহেশ দিলা বর।।
পুরুষ হইয়া গেল রাজ্যে আপনার।
আনন্দে আপন রাজ্য করে আরবার।।
শঙ্করের বরে তার বাড়িল সম্পদ।
যজ্ঞফলে ভূপতি হইল নিরাপদ।।
শ্রীরামের মুখে শুনি ইলার চরিত্র।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে হর্ষেতে মোহিত।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
উত্তরকাণ্ডেতে গাহিলেন রামায়ণ।।

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ

রাম বলেন অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম ফল নাহি আর।।
এত যদি কহিলেন কমল-লোচন।
শুনিয়া হর্ষিত হৈল ভরত লক্ষ্মণ।।
রাম যজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরষিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মে আনিলা ত্বরিত।।
ব্রহ্মা বলে বিশ্বকর্ম্মা কর সন্বিধান।
শ্রীরামের যজ্ঞস্থান করহ নির্ম্মাণ।।
চলিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরত লক্ষ্মণ দোঁহে আছেন যেখানে।।

সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা করিলা গমন।
বিশ্বকর্ম্মে দেখি হরষিত দুই জন।।
নানা রত্ন আনি দিল বিশায়ের স্থান।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞশালা করেন নির্ম্মাণ।।
ভরত লক্ষ্মণ ঠাট দুই অক্ষৌহিণী।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিয়া যে আনি।।
ধাতু প্রবালাদি রত্ন শুনে যেই দেশে।
সর্ব্ব ধন বহি আনে চক্ষুর নিমিষে।।
দিল মণি মাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর।
বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মায় সত্বর।।
কুন্ত চারি যোজন সে আড়ে পরিসর।
কুন্ত চারি যোজন উভেতে দীর্ঘতর। ।
করিল যে ছয় যোজন কুণ্ডের মেখলা।
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধে যজ্ঞশালা।।
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর।
তিল যব ধান্য মুগের তিন কোটি ঘর।।
সোণার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ-আওয়ারী।
স্বর্ণ-নাট্যশালা বান্ধে স্তম্ভ সারি সারি।।
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
যজ্ঞঘর দেখিতে করিল আগমন।।
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা।।
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ জগতের মুনি।
তা সবার ঘর করে মুকুতা গাঁথনি।।
আশী যোজনের পথ করে আয়তন।
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন। ।
একমাসে পুরীখান করিল নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন নিজ স্থান।।
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের হৈল হোতা।
হইল যজ্ঞের অগ্নি আপনি বিধাতা।।
বড় বড় যত মুনি আছেন ভুবনে।
একে একে সব মুনি আইল সেস্থানে।।
জমদগ্নি আইল ভার্গব পরাশর।
সাবর্ণ কশ্যপ আদি আইল মুনিবর।।
ভরদ্বাজ হস্তদীর্ঘ আইল শীঘ্রগতি।
অইল দুর্ব্বাসা মুনি বড় ক্রোধমতি।।
আইল আস্তিক মুনি গৌতম ব্রাহ্মণ।
মৎস্যকর্ণ আইলেন ঋষি সঙ্গোপন।।
পর্ব্বত হইতে এল দক্ষ-মহামুনি।
আইল ঐ ষিল কুশধ্বজ মহাজ্ঞানী।।
বিষ্ণুপদ-মুনি আইল ঔর্ব্ব্য ও চ্যবন।
সনাতন সনক আইল দুই জন।।
করিল শাণ্ডিল্য গর্গ মুনি আগুসার।
আইল কপিল মুনি বিষ্ণু-অবতার।।
জৈমিনী দধিচী মুনি আর শরভঙ্গ।
চৈত্রবিক কৌশিক আইল যে মাতঙ্গ।।
আইল দেবর্ষি যত পরম আনন্দ।
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আর শতানন্দ। ।
বিশ্বশ্রবা আইল আরো সেই জহ্নুমুনি।
পৃথিবীর মুনি আইল অপূর্ব্ব কাহিনী।।
যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি।
আইলেন আদি কবি বাল্মীকি আপনি।।
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বৈসেন আপনি।।
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম করে এই জ্ঞানে।
স্বর্ণসীতা আনিলা সে শাস্ত্রের বিধানে।।
সর্ব্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
পাত্রাপাত্র আইল সে যজ্ঞে সর্ব্বজন।।

www.bengaliebook.com

সুগ্রীব অঙ্গদ আদি শাখামৃগগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণ-নন্দন।।
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জাম্ববান।
নল নীল আইলেন বীর হনুমান।।
সাগরের পারে গেল এই নিমন্ত্রণ।
তিন কোটি জ্ঞাতি সহ এল বিভীষণ।।
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজাগণ।।
আইল মিথিলা হৈতে জনক রাজর্ষি।
মহারাজ শাল্ব আইল রাঢ়-দেশবাসী।।
নেপালের রাজা এল দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর।
রাজা গিরিরাজ্যের আইল ধুরন্ধর।।
অঙ্গের অধিপ এল লোমপাদ নাম।
বেহারের রাজা এল গীতিগিরি ধাম।।
বিজয়-নগর কাঞ্চী কলিঙ্গ কর্ণাট।
চৌদিকের রাজা এল সঙ্গে কত ঠাট।।
সদা রাজগণ থাকে শ্রীরামের কাছে।
আরো কত নৃপগণ আইল যত আছে।।
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গান্ধার।
আটাইস কোটি আসে পশ্চিমের সার।।
সিংহল সিন্ধান্ত দেশে মনু নামে পুরী।
আইল সাতাশ লক্ষ শ্রীরামের পাশে।।
যত যত রাজা আছে ভারত ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সবার উপর।।
আইল অনেক রাজা রামের নিকটে।
রামের আজ্ঞায় তারা দিবারাত্র খাটে।।
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
শ্রীরামের দ্বারে আসি হইল মজুত।।
অবধূত সন্ন্যাসী আইল দেশান্তরী।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আইল স্বর্গ-বিদ্যাধরী।।
পৃথিবীতে যত ছিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে করিল গমন।।
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল।
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল।।
ত্রিভুবনে যত লোক আইল অপার।
শত্রুঘ্ন মথুরা হৈতে হৈল আগুসার।।
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর সুমন্ত্র সারথি।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি।।
ধান্য যব গোধূম যে আতপ-তণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল।।
সূর্য্য সম সভায় বসিল সব ঋষি।
পর্ব্বত প্রমাণ চাহে তিল রাশি রাশি।।
তিন কোটি বৃন্দ চাহে শ্রীফলের কাঠ।
আইল সকল দ্রব্য যথা যজ্ঞ-বাট।।
বংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত্র-সারথি।
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি।।
যখন ভরত ভাই যেই আজ্ঞা করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘন যোগায় সত্বরে।।
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিল আপনি।।
যে রাক্ষসে দেখিলে পলায় মুনিগণ।
সে রাক্ষস মুনির যে পাখালে চরণ।।
নৃত্য গীত মঙ্গল যে নানা বাদ্য শুনি।
অখিল ভুবনে হয় রাম-জয়-ধ্বনি।।
বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি কোটি কোটি।
কাহারো না হইল এমত পরিপাটী।।

তুরঙ্গ-নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ।
তুরঙ্গ সোয়ার তার কত শত সঙ্গ।।
শ্যামবর্ণ অশ্ব শ্বেতবর্ণ চারি খুর।
নানা অলঙ্কার শোভে সুহার কেয়ূর।।
লেজ শোভা করে যেন ধবল চামর।
কপালে চামর তার অতি শোভাকর।।
সর্ব্ব গায় খামি খামি সুবর্ণ অদ্ভুত।
জলদ-মণ্ডলে যেন খেলিছে বিদ্যুৎ।।
স্বর্ণবর্ণ কর্ণ তার ধরে নানা জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি।।
গলে লোমাবলি যেন মুকুতার ঝারা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা।।
জয়পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্ন-বীরে ঘোড়ার রক্ষণ।।
শ্রীরাম বলেন শুন শত্রুঘন ভাই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই।।
দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শত্রুঘন।
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শত শত জন।।
বসিলেন রাম যজ্ঞস্থানে মুনিবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া ভ্রমে দেশে দেশে।।
পূর্ব্বদেশে গেল ঘোড়া বহুদূর পথ।
নদ নদী এড়াইয়া উঠিল পর্ব্বত।।
ঘোড়ার পশ্চাতে যান বীর শত্রুঘন।
পর্ব্বত উপরে ভ্রমে স্বেচ্ছায় গমন।।
সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ গিরি।
মহাবল সে রাজা পর্ব্বত নামধারী।।
রাজপুরে অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে।
ঘোড়া গড় লঙ্ঘিয়া চলিল আনন্দেতে।।
গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ।
হেনকালে শত্রুঘন গেলেন সেই দেশ।।
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘেরে।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে রহিল বাহিরে।।
শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।
নিভাইল সে সকল গড়ের আগুনি।।
গড় মধ্যে প্রবেশ করেন শত্রুঘন।
শত্রুঘ্নের সহিত রাজার বাজে রণ।।
রাম সম শত্রুঘন বীর-অবতার।
শত্রুঘ্নের বাণেতে রাজার চীৎকার।।
মহাবল শত্রুঘ্ন বাণের জানে সন্ধি।
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী।।
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘন।
রাম-দরশনে তার বন্ধন মোচন।।
পূর্ব্বদিক জয় করি আইল শত্রুঘন।
উত্তরদিকেতে ঘোড়া করিল গমন।।
উত্তরদিকেতে গেল ঘোড়া বায়ুগতি।
শত্রুঘ্ন কটক লয়ে তাহার সংহতি।।
দিগদিগন্তরে ঘোড়া যায় দেশে দেশে।
ছয়মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে।।
জয়পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন।
ঘোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ।।
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই।
পরাজয় মানিলেক শত্রুঘ্নের ঠাঁই।।
ঘোড়া গেল হিমালয়-পর্ব্বতের পার।
সেই দেশী রাজা যেই বিক্রমে অপার।।
ঘোড়া দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ।
শত্রুঘ্ন রাজার সহ লাগিল বিবাদ।।
কেহ কারে নাহি পারে তুল্য দুই জন।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ছাইল গগন।।

www.bengaliebook.com

বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শত্রুঘন।
সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন।।
না পারে কহিতে কথা অত্যন্ত কাতর।
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যা-নগর।।
দর্শন দিলেন তারে কমল-লোচন।
তাহাতে হইল তার বন্ধন মোচন।।
সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে।
পশ্চিম দিকেতে অশ্ব তারা যেন ছুটে।।
এক দিকে ঘোটক না যায় দুইবার।
পশ্চিম দিকেতে গেল সিন্ধুনদ-পার।।
শত্রুঘ্ন ফাঁফর হৈল ঘোড়া নাহি দেখে।
সিন্ধুনদ-পারে গেল সকল কটকে।।
বিকৃত আকার তারা হাতে চেরা বাঁশ।
হস্তী ঘোড়া মারি খায় যত রক্ত মাস।।
পিশাচ ভোজন আর পিশাচ-আচার।
জীব জন্তু মারি করে তাহারা আহার।।
সকল ব্যাধেতে ঘোড়া ঘেরে চারিভিতে।
কুপিল শত্রুঘ্ন বীর ধনুর্ব্বাণ হাতে।।
মহাবল শত্রুঘন বীর-অবতার।
এক বাণে সব ব্যাধে করিল সংহার।।
তিন দিক্ শত্রুঘন করি আইল জয়।
ঘোড়া লয়ে শত্রুঘ্ন যজ্ঞের কাছে যায়।।

লব-কুশ কর্ত্তৃক যজ্ঞের অশ্ব বন্ধন

ত্রৈলোক্য-বিজয় যজ্ঞ বড় পরিপাটী।
আতপ-তণ্ডুলে হোম করে কোটি কোটি।।
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে।
ইন্দ্র যম বরুণ যজ্ঞের চারিভিতে।।
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় যেইক্ষণে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে।।
তুরঙ্গ পবনবেগে করিল প্রয়াণ।
উপস্থিত হইল বাল্মীকি-মুনি-স্থান।।
যে দিন যা হবে তাহা মুনি সব জানে।
লব কুশ দুই ভায়ে ডাক দিয়া আনে।।
মুনি বলে, লব কুশ শুনহ বিশেষ।
তপস্যা করিতে যাই চিত্রকূট-দেশ।।
তপোবন রক্ষা কর ভাই দুই জন।
তথায় বিলম্ব মম হবে বহু দিন।।
কারো সঙ্গে না করিও বাদ-বিসম্বাদ।
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ।।
দুই ভাই প্রণাম করিল করপুটে।
শিষ্যগণ সহ মুনি গেল চিত্রকূটে।।
বার শত শিষ্য সহ গেল মুনিবরে।
দুই ভাই খেলা করে দণ্ড লয়ে করে।।
ধনুর্ব্বাণ হাতে দুই ভাই খেলা খেলে।
মৃগ পক্ষী সব বিন্ধে বসি বৃক্ষতলে।।
সন্ধান পূরিয়া দুই ভাই এড়ে বাণ।
দেশ দেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে স্থান।।
নদ নদী বিন্ধে আর বিন্ধে যে পর্ব্বত।
এক দিনে যায় বাণ ছয় দিনের পথ।।
ষটচক্র বাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে।
লক্ষ লক্ষ মৃগ মারি পুনঃ তূণে আসে।।
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল বাণ, কোথা হৈতে জানে।।
দুই ভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে।।

www.bengaliebook.com

ঘোড়া দেখি হরিষ হইল দুইজন।
জয়পত্র তার ভালে দেখিল লিখন।।
রাজা দশরথের উৎপত্তি সূর্য্যবংশে।
তিনি সত্য পালিয়া গেলেন স্বর্গবাসে।।
তাঁর পুত্র রঘুনাথ ভুবন ভিতরে।
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
অশ্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন।।
সে অশ্বমেধের অশ্ব রাখে শত্রুঘন।
দুই অক্ষৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন।।
জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে।
সাহস করিয়া যোড়া বান্ধে বৃক্ষমূলে।।
দুই অক্ষৌহিণী ঘোড়া না পারে রাখিতে।
হেন ঘোড়া দুই ভাই বান্ধে ভালমতে।।
ঘোড়া বান্ধি মায়ের কাছে গেল দুই জন।
মিষ্ট অন্ন আদি দোঁহে করিল ভোজন।।

লব-কুশের সহিত শত্রুঘ্নের যুদ্ধ ও পতন

শ্রীরাম বলেন ঘোড়া আন শত্রুঘন।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল পূর্ণা দিব ত এখন।।
সৌমিত্রির আগে দূত কহে বারে বার।
মহারাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার।।
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ।।
বিষম দক্ষিণ দিক বড়ই সঙ্কট।
কোন্ বীর যাবে আজি তাহার নিকট।।
অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ।
না জানি কাহার সনে পুনঃ হয় রণ।।
এতেক চিন্তিয়া তবে বীর শত্রুঘন।
অশ্বের উদ্দেশ হেতু করিল গমন।।
ঘোড়া লয়ে দুই ভাই খেলে বারে বার।
লব কুশে দেখিয়া তাহার চমৎকার।।
লব কুশ খেলা করে দেখি শত্রুঘন।
জিজ্ঞাসা করিল ঘোড়া বান্ধে কোন্ জন।।
কোন্ বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ।
সবংশে মরিতে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ।।
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই ভাষে।
কি নাম ধরহ তুমি, থাক কোন্ দেশে।।
শত্রুঘ্ন বলেন মোর জন্ম সূর্য্যবংশে।
চারি ভাই থাকি মোরা অযোধ্যা-প্রদেশে।।
দাশরথি আমরা যে ভাই চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিলোক-বিজয়ী।
রামের বিক্রম-কথা শুন তাহা কহি। ।
রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ।
মরিল আমার বাণে দুর্জ্জয় লবণ।।
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত।
তাঁর বাণে মরে অতিকায় ইন্দ্রজিৎ।।
যে সব মরিল বীর ত্রিভুবন জিনে।
আর কোন্ বীর ঝুঝে মোসবার সনে।।
এতেক বড়াই করে বীর শত্রুঘন।
রুষিয়া সে লব কুশ করিছে তর্জ্জন।।
চারি ভাই তোমরা , আমরা দুই ভাই।
আজি ঘোড়া লয়ে যাও মোরা তাই চাই। ।
মরিবারে কেন এলে মোদের নিকটে।
কেমনে লইবে ঘোড়া পড়িলে সঙ্কটে।।

www.bengaliebook.com

খুড়া ভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে।।
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারিভিতে।
শত্রুঘ্ন কাতর অতি না পারে সহিতে।।
শত্রুঘ্ন বলেন সৈন্য কোন্ কর্ম্ম কর।
সকল কটকে বেড়ি দুই শিশু মার।।
দুই অক্ষৌহিণী ছিল শত্রুঘ্নের ঠাট।
লব কুশে বেড়িয়া করিল বন্ধ বাট।।
লব কুশ বলে বীর না হও বিমুখ।
সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক।।
শত্রুঘ্ন বলেন দেখি তোমরা বালক।
বালকের সঙ্গে যুদ্ধ হাসিবেক লোক।।
কটক থাকিতে কেন যুঝিব আপনি।
আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী।।
কটকের ঠাঁই যদি জয়ী হও রণে।
তবে যে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে।।
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই ভাষে।
আগে মারি কটক, তোমারে মারি শেষে।।
কুশ বলে লব তুমি এইখানে থাক।
কটক সংহারি আমি তুমি মাত্র দেখ।।
লবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক।
ভ্রাতার সমর লব দেখিছে কৌতুক।।
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক-বাণ কুশ পূরিল সন্ধান।।
পৃথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক।
সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক।।
বেড়াপাক-বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
বেড়াপাক-বাণে সব করিল সংহার।।
পড়িল সকল ঠাট নাহি একজন।
সবে মাত্র একাকী রহিল শত্রুঘন।।
ঠাঁই ঠাঁই কটক পড়িল গাদি গাদি।
সংগ্রামের স্থানে বহে শোণিতের নদী।।
ডাক দিয়া বলে কুশ শুন শত্রুঘন।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন।।
লবের কনিষ্ঠ আমি রণ নাহি টুটে।
লব ভাই যুঝিলে পৃথিবী নাহি আঁটে।।
কুশের বচন শুনি বলেন শত্রুঘ্ন।
পলাইয়া যাব কি তোমারে দিব রণ।।
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি।
যদি যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহতি।।
কুশ বলে শত্রুঘন যুক্তি কর দৃঢ়।
যেই ইচ্ছা হয় তব সেই যুক্তি কর।।
শত্রুঘ্ন বলেন কুশ কিছু মিথ্যা নয়।
যত কিছু বল তুমি সব সত্য হয়।।
তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার।
বুঝিতে না পারি তুমি কোন অবতার।।
তোমার সংগ্রামে কুশ কার বাপে তরি।
একবার যুদ্ধ করি মারি কিংবা মরি।।
কুশ বলে শত্রুঘ্ন মরণ দৃঢ় কর।
এই আমি বাণ এড়ি যাও যমঘর।।
লব বলে কুশ শুন আমার বচন।
তুমি সৈন্য মারিলে, আমি মারি শত্রুঘ্ন।।
কুশ বাণ এড়িল লবেরে করি পাছে।
সন্ধান পূরিয়া গেল সৌমিত্রির কাছে।।
কুশ বলে সৌমিত্রি হে এই বাণ ফেলি।
এ বাণ সহিতে পার তবে বীর বলি।।
সৌমিত্রি বলেন আগে আমি বাণ মারি।
সহিতে পারিলে তোমা বীর জ্ঞান করি।।

www.bengaliebook.com

তিন লক্ষ বাণ বীর শত্রুঘন এড়ে।
আকাশ গমণে বাণ উখড়িয়া পড়ে।।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে, দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহে দোঁহে বিন্ধিয়া করিল জর জর।।
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে।
উভয়ের বরিষে বাণ উভয়েতে কাটে।।
নানা অস্ত্র দুই জন করে অবতার।
চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার।।
সৌমিত্রি এড়েন তবে মহাপাশ-বাণ।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কুশ করে খান খান।।
এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ।
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তূণ।।
বিষ্ণু-অস্ত্র শত্রুঘ্ন বীরের মনে পড়ে।
তূণ হৈতে তাহা নিয়া ধনুকেতে যোড়ে।।
নিরখিয়া কুশ বীর চিন্তে মনে মন।
মহাবিষ্ণু-বাণ যোড়ে ধনুকে তখন।।
বাণ দেখি শত্রুঘ্নের লাগে চমৎকার।
মহাবিষ্ণু-বাণে বিষ্ণু- বাণের সংহার।।
কুশ বলে শত্রুঘন আর বাণ আছে।
ফুরাল তোমার অস্ত্র আমি এড়ি পিছে।।
কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শত্রুঘন।
তোমায় আমায় এই হইল যে রণ।।
কারো পরাজয় নহে উভয়ে সোসর।
রণে ক্ষমা দিয়া যাই দুই জনে ঘর।।
সৌমিত্রির কথা শুনি কুশ বীর হাসে।
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে।।
মহাপাশ-বাণ কুশ যুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে।।
সকল পৃথিবী হৈল অন্ধকারময়।
নিরখিয়া শত্রুঘ্নের লাগিল সংশয়।।
অন্ধকারে যুঝিতে না পারে শত্রুঘন।
যুঝিতে না পারে হয় মৃত্যু- দরশন।।
এক দুষ্টে রহিল সে ধনুর্ব্বাণ হাতে।
শত্রুঘ্নের মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে।।
মহাপাশ-বাণ তবে যায় নানা ছন্দে।
হাতে গলে শত্রুঘনে অবশেষে বান্ধে।।
গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু- দরশন।
মহাপাশ-বাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘন।।
শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর।।
কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর।
দুই ভাই খেলিলাম এ দুই প্রহর।।
যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে।
কৌতুকে খেলাই মাতা তা সবার সনে।।
দুই শিশু লয়ে সীতা করাইল স্নান।
অগুরু চন্দনে অঙ্গ করাল সুঘ্রাণ।।
মিষ্ট অন্ন করাইল দোঁহারে ভোজন।
বিচিত্র পালঙ্কে দোঁহে করাল শয়ন।।
দুই শিশু লয়ে সীতা রহিল সন্তোষে।
শত্রুঘ্নের বার্ত্তা লয়ে দূত গেল দেশে।।
এত সৈন্য মাঝে এড়াইল সাত জন।
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন।।

লব কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধের আয়োজন

মুনিগণ বেষ্টিত শ্রীরাম যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে সাত জন গেল সেইখানে।।

www.bengaliebook.com

সাত জনে দেখিয়া শ্রীরাম চিন্তাবান।
জিজ্ঞাসেন ভরত লক্ষ্মণের কল্যাণ।।
কৃতাঞ্জলি করি সাত করে নিবেদন।
কি কহিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন।।
প্রমাদ পড়িল প্রভু ভয়ে নাহি কহি।
সাত জন আইলাম আর কেহ নাহি।।
চারি অক্ষৌহিণী পড়ে ভরত লক্ষ্মণ।
সবে মাত্র এড়াইয়া এনু সাত জন।।
দুই শিশু নর নহে বিষ্ণু-অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার।।
আপনি যদ্যপি রাম যুঝ তার সনে।
জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় মনে।।
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি জগৎ-পূজিত।
জিনিতে নারিবে রণ কহিনু উচিত।।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমললোচন।
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন। ।
কোথাকারে গেলে ভাই ভরত লক্ষ্মণ।
আমারে এড়িয়া কোথা গেলে তিন জন।।
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি আছিলে সদয়।
রণস্থলে গিয়া ভাই হইলে নির্দ্দয়। ।
শ্রীরামের সর্ব্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে।
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয়োপরে।।
তিন ভায়ে স্মরণ করিয়া বহুতর।
হায় হায় বিলাপ করেন রঘুবর।।
আমা লাগি লক্ষ্মণ যে রাজ্য পরিহরি।
বনবাসে গেলে যে গাছের ছাল পরি।।
চতুর্দ্দশ বর্ষদুঃখ পাইলে তপোবনে।
ইন্দ্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষ্ণ বাণে।।
লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে।
হেন ভাই পড়ে মোর ছাওয়ালের রণে।।
ভরতের যত গুণ করিতে না পারি।
আমি বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী।।
চৌদ্দ বর্ষ দুঃখ পেয়ে পরিল বাকল।
রাজভোগ এড়িয়া খাইল বৃক্ষ- ফল।।
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল।
এতেক ভাবিয়া রাম হলেন বিকল।।
ভাই মোর শত্রুঘন প্রাণের সোসর।
তব তুল্য বীর নাহি পৃথিবী ভিতর। ।
বহুদিন যুদ্ধে আমি মারিলাম রাবণ।
এক দিনের যুদ্ধে তুমি মারিলে লবণ।।
হেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে।
যা থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে।।
নেত্রনীরে শ্রীরামের তিতিল বসন।
সুগ্রীব প্রভৃতি দেন প্রবোধ বচন।।
আপনি শ্রীরাম তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তোমার ক্রন্দন প্রভু নহে ত উচিত।।
ক্রন্দন সম্বর রাম স্থির কর মতি।
দুই শিশু ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি। ।
শ্রীরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে।
তিন ভাই গেল যদি আমি আছি কিসে।।
দুই শিশু মারিয়া শুধিব ভায়ের ধার।
অযোধ্যায় তবে সে আসিব পুনর্ব্বার।।
শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন।
শ্রীরামের প্রতি কহে প্রবোধ বচন।।
রাক্ষস বানর আর আছে যত সেনা।
সাজন করিয়া মারি শিশু দুই জনা।।
সুমন্ত্রের তরে রাম করেন জ্ঞাপন।
বাছিয়া সাজাও রথ অপূর্ব্ব দর্শন।।

www.bengaliebook.com

পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত্র সারথি।
কনক-রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি।।
চড়েন পুষ্পক-রথে শ্রীরাম প্রবীণ।
শুভযাত্রা করি রাম চলেন দক্ষিণ।।
চলিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য-সেনাপতি।
তিন কোটি চলে তাহে মদমত্ত হাতী।।
চলিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তর চলিল ভূমি যোড়া।।
তিন কোটি মহারথী চলিল প্রধান।
সর্ব্বক্ষণ থাকে তারা রাম-বিদ্যমান।।
মহারথী চলিল যতেক রাজধানী।
পাত্র মিত্র সবে চলে করিয়া সাজনি।।
শ্রীরামের সেনা ঠাট কটক অপার।
দেখিলে যমের চিত্তে লাগে চমৎকার।।
সুগ্রীব অঙ্গদ চিলে লয়ে কপিগণ।
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন।।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি।
চলিল ছত্রিশ কোটি মুখ্য-সেনাপতি।।
সত্তর কোটি বীরে চলে পবন-নন্দন।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ।।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস কপিগণ।
আর যত সেনা যায় কে করে গণন।।
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল।
শত্রাজিৎ মহাবল চলিল সকল।।
রুদ্রমুখ চলে আর সুরক্ত-লোচন।
রক্তবর্ণ মহাকায় ঘোর দরশন।।
রথের উপরে রাম চড়েন সত্বর।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর।।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী।।
কৃত্তিবাস কবি কহে অমৃত-কাহিনী।
দুই বালকের জন্য এতেক সাজনি।।

লব ও কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ

কটক হইল পার নদ নদী নীরে।
জল শুখাইল কটকের পদভরে।।
নদী শুখাইয়া মাটি হৈল গুঁড়া গুলা।
গগন-মণ্ডলে লাগে কটকের ধূলা।।
সমরে গেলেন রাম কমল-লোচন।
ভরত লক্ষ্মণ পড়িয়াছে শত্রুঘন।।
আর পড়িয়াছে ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন রঘুমণি।।
লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য লয়ে আইলেন রাম।।
সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম।।
এই যুক্তি দুই ভায়ে করে কাণাকাণি।
হেনকালে আইলেন সীতা ঠাকুরাণী।।
জানকী বলেন কিবা কর দুই ভাই।
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই।।
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ।
কোন্ দিনে লব কুশ পাড়িবে প্রমাদ।।
উভয়ে সীতাদেবী করেন সাবধান।
শত শত আশীর্ব্বাদ করেন কল্যাণ।।
অভাগীর পুত্র তোরা নির্ধনের ধন।
অন্ধের নয়ন তোরা মায়ের জীবন।।

www.bengaliebook.com

কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তোসবার রণে কারো নাহি অব্যাহতি।।
তোসবার সনে যে আসিয়া করে রণ।
বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে এক জন।।
অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্য মত।
যা বলেন যাহারে সে ফলে সেই মত।।
এতেক বলিয়া সীতা চলিলেন ঘর।
চরণ বন্দিয়া চলে দুই সহোদর।।
রামের সহিত যুদ্ধ করে এই মন।
সেইমত বেশ করিলেন দুই জন।।
তূণ পূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
বুঝিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে।।
যেখানে শ্রীরাম তথা গেল দুই জন।
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্ব্বজন।।
এক বল এক রূপ একই সুঠাম।
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম।।
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি।।
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
সেকালে তাঁহারে রাম করেন বর্জ্জন।।
লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে।
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে।।
সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর।
ত্রিভুবন জয়ী দুই বীর ধনুর্দ্ধর।।
এই কথা রঘুনাথ করি অনুমান।
নতুবা ইহারা কেন তোমার সমান।।
এ দুয়ের যুদ্ধে রাম না দেখি নিস্তার।
প্রাণ লয়ে দেশ প্রতি কর আগুসার।।
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি।
হেনকালে নিবেদয়ে সুমন্ত্র সারথি।।
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী।
হেনকালে তাঁহারে বর্জ্জিলা রঘুপতি।।
রাখিলাম তাঁহারে যে এই বনবাসে।
আমি আর লক্ষ্মণ গেলাম দোঁহে দেশে।।
অতএব রঘুনাথ এই সেই বন।
সীতার এ দুই পুত্র হেন লয় মন।।
যমজ দুই সহোদর বুঝি এ প্রকার।
পরিচয় লহ প্রভু তোমার কুমার।।
সুমন্ত্রের কথা শুনি রামের বিস্ময়।
উভয়ের কাছে গিয়া দেন পরিচয়।।
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম।
তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম।।
তেজ ধর আমারি, আমারি ধনুর্ব্বাণ।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি আমার সমান।।
পরাক্রম আমারি, না হয় অন্য জ্ঞান।
অতএব কহি আমি বলহ বিধান।।
তেঁই সে কারণে আমি পরিচয় চাই।
পরিচয় দেহ কে তোমরা দুই ভাই।।
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ।।
না জানিয়া মারিব কি আপন তনয়।
যাবৎ না লই প্রাণ দেহ পরিচয়।।
শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কাণাকাণি।
কেমনে বলিব নাম বাপে নাহি চিনি।।
আজি গিয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঁই।
কার পুত্র আমরা যমজ দুই ভাই।।
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি জানে।
ডাকিয়া রামেরে বলে তর্জ্জন গর্জ্জনে।।

www.bengaliebook.com

এতদিনে অবোধের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কোন্ প্রয়োজন।।
পুত্র হয়ে পিতৃ সনে কেবা করে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন।।
আমা দোঁহা দেখিয়া যে কাঁপিলে অন্তরে।
পরিচয় তেকারণে চাহ বারে বারে।।
তোমারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম।।
দুই ভাই চতুর না জানে পিতৃনাম।
ভাণ্ডাইল কপটে বুঝিলেন শ্রীরাম। ।
পরিচয় নহিলে হইল গালাগালি।
সর্ব্ব সৈন্য বেড়ে লব কুশ মহাবলী।।
শ্রীরাম বলেন নাহি দিল পরিচয়।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ভয়।।
আমার ছাপান্ন কোটি মুখ্য-সেনাপতি।
তিন কোটি আমার যে মদমত্ত হাতী।।
তিরাশী কোটি যে উত্তম তেজি ঘোড়া।
অক্ষৌহিণী সত্তরি যাহাতে পৃথ্বী জোড়া।।
সুগ্রীব অঙ্গদের আছে যে কোটি সেনা।
যার যুদ্ধে দেব দৈত্য কাঁপে সর্ব্ব জনা।।
ভল্লুক অসংখ্য আছে রাক্ষস বানর।
আমার অনেক ঠাক কটক বিস্তর।।
এতেক কটক যদি পড়ে আজি রণে।
তবে অপযশ মোর ঘুষিবে ভুবনে।।
বাছিয়া বাছিয়া বীর দেহ চারিভিতে।
বেড়ো যেন দুই শিশু নারে পলাইতে। ।
মন্ত্রিগণ সহ রাম করেন মন্ত্রণা।
বাছিয়া কটক দিল চারিভিতে থানা।।
হস্তী ঘোড়া চালাইল প্রথমতঃ রণে।
বিপক্ষ মরুক ঘোড়া হাতীর চাপনে।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা।
চালায় প্রথম রণে হাতী আর ঘোড়া। ।
রাহুত মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে।
দুই ভাই দুই ভিতে ধনুর্ব্বাণ যোড়ে।।
লবে বলে কুশ ভাই যুক্তি কর সার।
রামসৈন্য কাটিয়া করিব চূরমার।।
দুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ যোড়ে।
হস্তী ঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে।।
লব এড়িলেন বাণ নামেতে আহুতি।
এক বাণে কাটিয়া পাড়িল কোটি হাতী।।
কুশ বাণ এড়িল নামেতে অশ্বকলা।
কাটিল তিরাশী কোটি তুরঙ্গের গলা।।
চারিভিতে সৈন্য যুঝে লব কুশ মাঝে।
নানা অস্ত্র লইয়া সে দুই ভাই যুঝে।।
সৈন্য দেখি দুই ভাই চিন্তিত অন্তর।
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তর।।
এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে এল রাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে রহে নাম। ।
সতী-পুত্র হই যদি মুনির থাকে বর।
এখনি মারিয়া পাঠাইব যমঘর।।
মুনির আশিষে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
সন্ধান পূরিয়া লব কুশ এড়ে বাণ।।
ষটচক্র বাণে লব পূরিল সন্ধান।
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাহি ধরে টান।।
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
বেড়াপাক-বাণে কুশ পূরিল সন্ধান। ।
হেন বাণ দুই ভাই যুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে উঠে অন্তরীক্ষে।।

www.bengaliebook.com

সিংহের গর্জ্জনে বাণ তারা যেন ছুটে।
সত্তর অক্ষৌহিণী সেনা দুই ভাই কাটে।।
সমরে আসিয়াছিল ভল্লুক বানর।
হাতে করি কেহ গাছ, কেহ বা পাথর।।
সুগ্রীব অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান।
কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান।।
রাক্ষস ভল্লুক কপিরূপে ভয়ঙ্কর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর।।
রাক্ষস বানর আর যতেক ভল্লুক।
নিরখিয়া কুশ লব করিছে কৌতুক।।
লব বলে কুশ ভাই শুনহ বচন।
দেখ দেখ কটকের বিকট বদন।।
হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর।
দেখিতে শরীর যেন পর্ব্বত-আকার।।
বানর ভল্লুক বীর যুঝিছে বিস্তর।
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর।।
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
লব কুশ দেখিয়া না হয় আগুয়ান।।
লব বলে কুশ ভাই কার মুখ চাই।
বিকট কটক মারি পাড়ি দুই ভাই।।
সেই দিকে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ।।
বাণে বিদ্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে।
যেমন কদলী-বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে।।
লব বলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার।
রাক্ষস বানর আদি পড়িল অপার।।
পরে যুদ্ধে আইলেন সুগ্রীব বানর।
দ্বাদশ যোজন আনে পর্ব্বত সত্বর।।
ক্রোধভরে পর্ব্বত উপাড়ে দুই হাতে।
ইচ্ছা করে মারে লব-কুশের শিরেতে।।
বাণে কাটি লব কুশ করে খান খান।
আর বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ।।
তবেত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে।
ধরিবারে চাহে দোঁহে আপনার জোরে।।
এতেক ভাবিয়া বীর লাফ দিয়া যায়।
লব কুশ বাণ এড়ে পড়ে তার গায়।।
পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বাণ খেয়ে।
হনুমান আইলেন হাতে গিরি লয়ে।।
পর্ব্বত এড়িল লব-কুশের উদ্দেশে।
বাণে কাটি লব কুশ ফেলায় আকাশে।।
কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে।
হনুমান মূর্চ্ছিত সে পড়িল সমরে।।
দেখিয়া হনুর দশা অপর বানর।
ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর।।
বেড়াপাক বাণে কুশ পূরিল সন্ধান।
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ।।
রাক্ষস ভল্লুক সে পড়িল কপিগণ।
ইহার মধ্যেতে এড়াইল তিন জন।।
অমর কারণে এড়াইল তিন বীর।
দুই কটকের রক্তে বহে যেন নীর।।
রক্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার।
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার।।
আছিল ছাপান্ন কোটি শ্রীরামের সেনা।
হাতী ঘোড়া ঠাট তার নাহি এক জনা।।
শ্রীরামের সেনাপতি বীর মহামতি।
গিয়াছিল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি।।
শ্রীরামের আগে কহে যোড় করি হাত।
প্রাণ লয়ে দেশেতে চলহ রঘুনাথ।।

যদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন।
তবেত সবার রক্ষা নতুবা মরণ।।
শিশু নহে দুই জন সাক্ষাৎ যে যম।
ত্রিভুবনে বীর নাহি এ দোঁহার সম।।
শ্রীরাম বলেন আইলাম সৈন্য সাথে।
সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কি মতে।।
মজাইয়া সর্ব্বস্ব কেমনে যাব ঘর।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ডর।।
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞা পায়।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যুঝিবারে যায়।।
একবারে সব সৈন্য পূরিল সন্ধান।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ। ।
কোটি কোটি চোখ বাণ সেনাপতি এড়ে।
লব কুশ নিরখিয়া আগু নাহি সরে।।
সেনাপতি সকলে লাগিল চমৎকার।
পলাইয়া সব সৈন্য হৈল ছত্রাকার।।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লব কুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লব কুশে।।
যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেক তোমার সেনাপতি।
হেন ঠাট আন কেন তোমার সংহতি।।
পাইয়া শ্রীরাম লজ্জা করেন উত্তর।
যায় যাক ঠাট আমি আছি একেশ্বর।।
আমি আছি একাকী, তোমরা দুই জন।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন।।
তিন জনে এত যদি বোলাচার হৈল।
সে সকল সেনাপতি আবার আইল।।
চারিদিকে ছাইয়া লব কুশেরে বেড়িলে।
লব কুশে নিরখিয়া অগ্নি হেন জ্বলে।।
সেনাপতি সকলে যখন যোড়ে বাণ।
লব কুশে দেখিয়া না হয় আগুয়ান।।
সেনাপতিগণের যতেক অস্ত্র ছিল।
ফুরাইল সব বাণ তূণ শূন্য হৈল।।
সেনাপতিগণ রণে করিল বিরতি।
বলে লব কুশ সেনা সকলের প্রতি।।
তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান।
মোরা দুই ভাই পূরি এখন সন্ধান।।
এড়িলেন বাণ গোটা তারা যেন ছুটে।
সেনাপতি ছাপ্পান্ন কোটির মাথা কাটে।।
বাসুকি তক্ষক যেন বাণের গর্জ্জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি এক জন।।
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর।
সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর।।
চিন্তা গণিলেন রাম হইয়া উদাস।
ডাক দিয়া লব কুশ করে উপহাস।।
সর্ব্বলোকে বলে তোমা ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিতে যত তুমি করিলে সংগ্রাম।।
দুজনের প্রতি যদি তিন জন রোষে।
ধর্ম্মনাশ হয় মরে আপনার দোষে।।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা।
সতী-পুত্র আমরা যে তেঁই পাই রক্ষা।।
কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত।
তোমরা যে কিছু বল নহে অনুচিত।।
পৃথিবীমণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তী।
না জানি কটক-ঠাট আইল সংহতি।।
আমারে জিনিতে কেহ নারে ত্রিভুবনে।
পুত্র বিনা আমারে নাহিক কেহ জিনে।।
আমার পুত্রের স্থানে আছে পরাজয়।
পিতাকে জিনিতে পুত্র পারে শাস্ত্রে কয়।।

www.bengaliebook.com

আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুজন।
মম পুত্র হও যদি না করিহ রণ।।
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
লব কুশ বলিয়া তোমরা দুই জন।।
রাবণ দুর্জ্জয় বীর ছিল লঙ্কাদেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে।।
শুনিয়া রামের কথা দুই ভাই হাসে।
ডাক দিয়া রামেরে বলিছে অবশেষে।।
শুনহ তোমারে বলি অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পেলে তুমি করিতে সংগ্রাম।।
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিছ পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে ভয় হয়।।
কোথা শুনিয়াছ তুমি পিতা পুত্রে রণ।
আপনার পুত্র বলি ভাব মনে মন।।
রণেতে পণ্ডিত তুমি নিজে মহারাজ।
বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লাজ।।
রাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান।
পড়িলে বীরের হাতে ভালমতে জান।।
অধিক কি কব রাম শুনহ উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইলে কাতর।।
আমরা মুনির পুত্র সেইমত বল।
তুমি ত ধরণীপতি কেন কর ছল।।
শ্রীরাম বলেন, শুন বলি লব কুশ।
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ।।
তোমা দোঁহে দেখি যেন আমার আকৃতি।
পরিচয় নাহি দিলে তোরা অল্পমতি।।
কটক পড়িল আমি না যাইব দেশে।
অবশ্য করিব রণ যেবা হয় শেষে।।
আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষা।
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা।।
পিতা পুত্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে।।
মহাক্রোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান।
দুই শিশু উপরে এড়েন মহাবাণ।।
নানা অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপন্বিত।
মহাব্যস্ত লব কুশ পলায় ত্বরিত।।
দুই ভাই পলাইল রাম পান আশ।
তাঁহার বাণেতে গিয়া ছাইল আকাশ।।
অন্ধকার হইল সংসার সেই বাণে।
আগু হৈয়া যুঝিতে না পারে দুই জনে।।
এইমত দুই ভাই গেল পলাইয়া।
বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া।।

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ

হরি হরি ক্ষুণ্ণ মন, দেখিয়া অদ্ভুত রণ,
ভূমিতে বসিয়া রঘুনাথ।
ভ্রাতৃ-মৃত্যু সৈন্য ধ্বংস, পরাভূত রঘুবংশ,
শোকানলে হয় অশ্রুপাত।।
দৈব যদি হয় বাম, সিদ্ধ নহে কোন কাম,
যজ্ঞ হৈল সংহার কারণ।

তখনি জানিল মন, জিনিতে নারিব রণ,
যখন পড়িল শত্রুঘন।।
সুদিন কুদিন দুই, বিধাতার সৃষ্টি এই,
এবে সেই বীর হনুমান।
যে গন্ধমাদন আনে, কুম্ভকর্ণে জিনে রণে,
লোটায় শিশুর খেয়ে বাণ।।
সুগ্রীব প্রভৃতি বলে, সহায় সাগর-জলে,
মহাযুদ্ধ কৈনু লঙ্কাপুরে।
হেন জনে শিশু মারে, অঙ্গদ দেবেন্দ্র মরে,
এত করাইল দৈবে মোরে।।
কত ব্রহ্মবধ কৈনু, যজ্ঞ মধ্যে ভস্ম দিনু,
পাতক করিনু কত আর।
কত বড় নাম ছিল, দণ্ড মধ্যে ভস্ম হৈল,
পরাভব হইল আমার।।
সে বংশে সগর-রাজা, রঘুবীর মহাতেজা,
ভগীরথ বেণ মহাশয়।
হেন বংশে জনমিয়া, না করি বংশের ক্রিয়া.
জিনে মোরে মুনির তনয়।।
মরিল যে তিন ভাই, মিত্রবর্গ কেহ নাই,
যে সবারে আনিলাম রণে।
মরিল যাহার পতি, অনাথা হইল সতী,
অকীর্ত্তি রহিল এ ভুবনে।।
বিধাতা নির্দ্দয় হয়ে, এত বড় বাড়াইয়ে,
সর্ব্বনাশ করিলেক শেষে।
হায় হায় কি হইল, বংশে কেহ না থাকিল,
পৃথিবী পূরিল অপযশে।।
মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে,
শত্রুগণে নাশিবেক পুরী।
অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা লঙ্কা, হইল জীবনশঙ্কা,

পতিহীনা হৈল সর্ব্ব নারী।।

সূর্য্য বিনা দিবা নহে, জল বিনা মৎস্য দহে,
অরাজক পুরীর সংহার।
এই সে থাকিল দুঃখ, না দেখি বন্ধুর মুখ,
কোথায় রহিল পরিবার।।
বিদরিয়া যায় বুক, না দেখি সীতার মুখ,
মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য।
চারি ভাই একমাসে, মরিলাম এক দেশে,
প্রতিকূল বিধির এ কার্য্য।।
দুই শিশু যম সম, নর বলি করি ভ্রম,
কুম্ভকর্ণ বিম্বা দশানন।
জাতিস্মর দুই জন, করিতে আইল রণ,
পূর্ব্ব বৈর করিতে শোধন।।
কিম্বা সে দূষণ খর, হইয়া আইল নর,
পূর্ব্ব বৈর করিতে শোধন।।
কিম্বা সে দূষণ খর, হইয়া আইল নর,
পূর্ব্ব বৈরী করিতে সংহার।
মারিল সকল জনে, সুগ্রীব শ্রীবিভীষণে,
যত সব সুহৃদ আমার।।
সুহৃদ আছিল যারা, প্রায় গতপ্রাণ তারা,
আর কারে করিব সহায়।
আজি দুই শিশু মারি, কিম্বা সে আপনি মরি,
তবে ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা পায়।।
আজি দুই শিশু মারি, সে রক্তে তর্পণ করি,
তবে আমি রঘুবংশ হই।
যুঝিব শিশুর সনে, এই দাঁড়াইনু রণে,
নাহি দেখি গতি ইহা বই।।
যুঝিব শিশুর সনে, এই দাঁড়াইনু রণে,
নাহি দেখি গতি ইহা বই।।

www.bengaliebook.com

এতেক ভাবিয়া মনে, শ্রীরাম চলেন রণে,
জীবনেতে হইয়া হতাশ।
রামারণ সুধাভাণ্ড, তাহার উত্তরকাণ্ড,
গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

লব কুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয় ও মূর্চ্ছ

কুশ বলে লব তুমি মোর জ্যৈষ্ঠ ভাই।
সারিয়া চলিল রাম আমা দোঁহার ঠাঁই।।
একবারে দুই ভাই করিব সংগ্রাম।
চল ঝাট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম।।
কুশ হৈতে অস্ত্র-শিক্ষা লব ভাল ধরে।
এড়িয়া চিকুর-বাণ দিক্ আলো করে।।
লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ।
আকাশেতে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বত সমান।।
লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে।
সন্ধান পূরিয়া গেল শ্রীরামের কাছে।।
একবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম।।
ক্ষণে রাম আগু হন ক্ষণে দুই ভাই।
বাণের ঠনঠনি শুনি লেখাজোখা নাই।।
হইল রামের বাণে ক্লান্ত দুই জন।
শঙ্কান্বিত লব কুশ ভাবে মনে মন।।
যে অস্ত্র যোড়েন রাম করিয়া শৃঙ্খলা।
সে লব কুশের গলে হয় পুষ্পমালা।।
লব কুশ দুই ভাই যে যে অস্ত্র ফেলে।
রামের চরণ বন্দি প্রবেশে পাতালে।।
এইরূপে পিতা পুত্রে বাজিল সমর।
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর।।
কেহ কারে নাহি পারে সমান উভয়।
পিতার সদৃশ পুত্র কেহ ছোট নয়।।
দুই দিকে দুই ভাই রাম একেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ শ্রীরাম হইলেন কাতর।।
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুই ভিত।
কোন্ দিক রাখিবেন শ্রীরাম চিন্তিত।।
চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ।
লব বিন্ধে যদ্যপি কুশের পানে চান।।
একবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম।।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যেই আছে ব্রহ্মশাপ।
সমরে পুত্রের হাতে হারিবেন বাপ।।
লব এড়িলেন বাণ নামে অশ্বকলা।
ধনুর্ব্বাণ সহিত রামের বান্ধে গলা।।
কুশ বাণ এড়িল অক্ষয়জিৎ নাম।
বুকেতে বাজিয়া ভূমে পড়িলেন রাম।।
ছটফট করে রাম প্রাণ মাত্র আছে।
শীঘ্র গেল দুই ভাই শ্রীরামের কাছে।।
নড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন।
লব কুশ কাড়ি লয় গাত্র- আভরণ।।
কানের কুণ্ডল নিল মাথার টোপর।
নিল হার কেয়ূর হাতের ধনুঃশর।।
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুই ভাই।
অস্ত্র শস্ত্র ধনুর্ব্বাণ কিছু ছাড়ে নাই।।

হনুমান জাম্ববান উভয়ে অমর।
দুই জন নাহি মরে শত মন্বন্তর।।
উঠিবার শক্তি নাই বাণে অচেতন।
সেই পথ দিয়া লব কুশের গমন।।
যাইতে দেখিল পথে বানর ভল্লুক।
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক।।
সাঙ্গি বান্ধি উভয়কে লইলেক স্কন্ধে।
বণজয়ী দুই ভাই চলিল আনন্দে।।

সীতার নিকটে লব কুশের যুদ্ধ- বার্ত্তা কথন, সীতার বিলাপ ও অগ্নি-প্রবেশের উদযোগ

সতের দিবসে দুই ভাই গেল ঘর।
কান্দিয়া জানকী দেবী অত্যন্ত কাতর।।
হনুমান জাম্ববান দুর্জ্জয় শরীর।
দ্বারে না সান্ধায় তেঁই থুইল বাহির।।
এক দৃষ্টে চাহেন জানকী করি ধ্যান।
হেনকালে দুই ভাই গেল সেই স্থান। ।
দেখিয়া জানকী হইলেন উতরোলী।
দুই ভাই লইল মায়ের পদধূলি।।
দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান।
যুদ্ধ-কথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থান।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হে ভরত শত্রুঘন।
এ সবার সহিত করিলাম বহু রণ।।
বহু অক্ষৌহিণী সেনা ভাই চারি জন।
বাহুড়িয়া দেশেতে না করিল গমন।।
এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই।
কহি যে অপূর্ব্ব-কথা শুন মাতা তাই।।
দুর্জ্জয় দুইটা জন্তু এনেছি বান্ধিয়া।
দ্বারে না আইসে মাগো দেখহ আসিয়া।।
ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছি রথের সাজন।
এই দেখ এনেছি রামের আভরণ।।
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিয়া তখন।
শিরে করি করাঘাত করয়ে রোদন।।
হায় হায় কি করিলি ওরে লব কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ।।
কোন্খানে মারিলি সে কমল-লোচনে।
চল ঝাট পড়ি গিয়া প্রভুর চরণে।।
কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
কেমনে দেখিব সে ভরত শত্রুঘণে।।
কোন্ খানে হয়েছিল সমর-প্রসঙ্গ।
শৃগাল কুক্কুর পাছে স্পর্শে প্রভু অঙ্গ।।
ধেয়ে যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তাঁর পিছে শিরে হাত দুই ভাই কান্দে।।
সীতা আসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান।
হস্ত পদ বান্ধা হনুমান জাম্ববান।।
মৃতপ্রায় অচেতন বহে মাত্র শ্বাস।
দেখিয়া সীতার মনে হইল হুতাশ।।
জানকী বলেন লব করিলি কি কর্ম্ম।
তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতিধর্ম্ম।।
তোমা হতে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় হনুমান।
এই হনুমান মোর দিল প্রাণদান।।
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনুমান পুত্র মোর করেছে উদ্ধার। ।
ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক।
শুনিলে এ সব কথা কি কহিবে লোক।।

www.bengaliebook.com

পিতা পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন।
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন।।
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাৎ।
কলঙ্ক না লুকাইবে হইবে বিখ্যাত।।
কোথায় মারিলি তাঁরে ঝাট চল দেখি।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি।।
অশ্রুজলে জানকীর তিতিল বসন।
লব কুশ প্রতি কত করেন ভৎসন।।
লব কুশ শীঘ্র এদের ঘুচাও বন্ধন।
হনুমান জাম্ববানে করহ মোচন।।
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই দুই জন।
খসাইল উভয়ের সে দৃঢ় বন্ধন।।
উঠিয়া বসিল জাম্ববান হনুমান।
কহিলেন সীতাদেবী আসি বিদ্যমান।।
এক সত্য হনুমান করিও পালন।
করো ঠাঁই না কহিও এ সব বচন।।
তোমার রামের পুত্র এই দুই ভাই।
না চিনি করিল যুদ্ধ ক্রোধ কর নাই।।
যান সীতা মণিহারা ভুজঙ্গিনী প্রায়।
ক্রন্দন করিয়া তাঁর পিছে দোঁহে ধায়।।
শ্রীরামের উদ্দেশেতে চলে তিন জন।
উপস্থিত হইলেন যথা হৈল রণ।।
দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত পড়েছে অপার।
দেখিয়া ত জানকী করেন হাহাকার।।
কাতরা হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
রামের চরণ ধরি কহেন তখন।।
হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে।
এ কেবল ঘটে সে আমার কর্ম্মফেরে।।
মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান।
ছাওয়ালের বাণে প্রভু হারাইলে প্রাণ।।
সর্ব্বলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা।
আমারে বিধবা কৈল কেমন বিধাতা।।
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ।।
শিরে হাত লব কুশ করিছে ক্রন্দন।
মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন।।
ক্ষমা কর জননি গো না কর ক্রন্দন।
মজিলাম তব দোষে মোরা তিন জন।।
তুমি না বলিলে মাগো শ্রীরাম মম পিতা।
আপনার দোষে এত হইলে তাপিতা।।
পিতৃবধ করিয়া বড়ই পাই লাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি প্রাণে নাই কাজ।।
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার।।
সীতা বলে, আগে অগ্নি করিব প্রবেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও অবশেষ।।
তিন জন গেল তারা যমুনার তীরে।
তিন কুণ্ড কাটিলেন দুই সহোদরে।।
তাহাতে আনিয়া কাষ্ঠ জ্বালিল অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগন-মণ্ডল।।
স্নান করি পরিলেন পবিত্র বসন।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন তিন জন।।

বাল্মীকি কর্ত্তৃক সীতাকে আশ্বাস দান এবং সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণাদির পুনর্জ্জীবন লাভ

চিত্রকূট-পর্ব্বতে বাল্মীকি তপোধন।
দেখিয়া অগ্নির ধূম বিচলিত মন।।
রক্তেতে তর্পণ করে মুনির বিস্ময়।
তর্পণ করেন সব যেন রক্তময়।।
মুনি বলে লব কুশ পাড়িল প্রমাদ।
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ।।
ছয় মাসের পথ এল চক্ষুর নিমিষ।
তিন জনে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ।।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে মহামুনি দেখে।
হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে।।
গৃধিনী শকুনি আর শৃগালের রোল।
কল কল ধবনি আর জলের হিল্লোল।।
দেখিয়া সীতার প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনি।
প্রমাদ পড়িল কিবা সীতা কহ শুনি।।
জানকী বলেন প্রভু না জানি কারণ।
লব কুশ তোমার করিল মহারণ।।
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারি জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।।
কেমনে কহিব কথা মুখে না আইসে।
পিতৃবধ করিলেক লব আর কুশে।।
এত দিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে।
ধনুর্ব্বিদ্যা শিখাইলা যে পড়িনু প্রমাদে।।
তুমি শিখাইলে মুনি নানা অস্ত্রশিক্ষা।
ত্রিভুবন যুঝে যদি করো নাহি রক্ষা।।
আপনি শ্রীরঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হয়ে সে রামেরে জিনে দুই জনে।।
রঘুনাথ বিনা মোর না রবে জীবন।
অগ্নিতে প্রবেশ করি এই তিন জন।।
বাল্মীকি বলেন সীতা প্রাণ ত্যজ নাই।
বাঁচিবেন এখনি রাঘব চারি ভাই।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
উঠিবেন পড়িয়াছে তাঁর যত জন।।
ক্ষমা দেহ জানকী তোমারে বলি আমি।
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে যাহ তুমি।।
জানকী বলেন দেখি প্রভুর চরণ।
তবে ত আশ্রমে আমি করিব গমন।।
এতেক শুনিয়া মুনি বসিলেন ধ্যানে।
ত্রিভুবনে যত কথা মুনি সব জানে।।
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীবী জল।
মুনি ধ্যান করিয়া জানিল যে সকল।।
মুনি বলে শিষ্য শুন আমার বচনে।
এই জল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে।।
মৃত-সৈন্য পড়িয়াছে যত যত দূরে।
ততদূরে ছড়াইয়া দেহ এই নীরে।।
এক মন্ত্রে জল পড়ি দিল মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেন তখনি।।
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া।।
মৃত্যুজীবী জল যদি হৈল পরশন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি উঠিল তখন।।
উঠিল ছাপ্পান্ন কোটি মুখ্য-সেনাপতি।
তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতী।।

উঠিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তেজী ঘোড়া।
সত্তর অক্ষৌহিণী উঠে জাঠি ও ঝগড়া।।
সুগ্রীব অঙ্গদ উঠে লয়ে কপিগণ।
ভল্লুক রাক্ষস যত উঠে ততক্ষণ।।
কটকের কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
মুনি বলে শুন সীতা কটকের রোল।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি যত যত বীর।
উঠে সৈন্য সামন্ত যে অক্ষত শরীর।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শ্রীভরত শত্রুঘন।
দূর হৈতে দেখে সীতা পাইল জীবন।।
রাম জয় করিয়া ডাকিছে কপিগণ।
মুনি বলে শুন সীতা আমার বচন।।
আমি হেথা থাকিলে না হৈত এমন।
দুই পুত্র লৈয়া ঘরে করহ গমন।।
লব কুশ সীতা তিনে মুনি নমস্করি।
লুকাইয়া রহিলেন বাল্মীকির পুরী।।
সীতারে চিনিয়াছিল পবন-নন্দন।
বাল্মীকির মায়াতে পাসরিল তখন।।
শ্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ।
চারি ভাই করিলেন মুনিরে বন্দন।।
শ্রীরাম বলেন মুনি তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে।।
কিন্তু মুনি জানিতে বাসনা মনে হয়।
কাহার তনয় দুটি দেহ পরিচয়।।
মুনি বলে রাম আমি না ছিলাম দেশে।
কাহার তনয় সেই না জানি বিশেষে।।
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন।
দেশে লৈয়া আমি দোঁহে করাব মিলন।।
অশ্ব লৈয়া রঘুনাথ যাও নিজ দেশে।
যজ্ঞে পূর্ণা দেহ গিয়া অশেষ বিশেষে।।
সকলে লইয়া রাম চলিলেন দেশে।
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

বাল্মীকির সহিত লব কুশের শ্রীরামের নিকট গমন ও লব কুশ কর্ত্তৃক রামায়ণ গান

এ সব গাইল গীত জৈমিনী ভারতে।
সম্প্রতি যে কিছু গাই বাল্মীকির মতে।।
ঘোড়া আনি করিলেন যজ্ঞ সমাপন।
নানা দেশী ব্রাহ্মণে দিলেন রাম ধন।।
বড় পরিপাটী যজ্ঞ করেন দুষ্কর।
শিষ্য সহ আইল বাল্মীকি মুনিবর।।
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দেন পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া।।
বারশত শিষ্য এল মুনির সংহতি।
লব কুশ দুই ভাই মিশাইল তথি।।
মুনির মিশালে আছে নাহি পরিচয়।
বিষ্ণু-অবতার দোঁহে রামের তনয়।।
শ্রীরাম বলেন শুন ভরত এখন।
মুনি রহিবারে দেহ দিব্য-আয়োজন।।
লব কুশ দুই ভাই মুনির সংহতি।
দুই ভাই লৈয়া মুনি করেন যুকতি।।
মুনি বলে লব কুশ শুন সাবধানে।
ধনুক-সঙ্গীত-বিদ্যা পেলে মম স্থানে।।
ধনুর্ব্বিদ্যা দেখাইলা আমার গোচর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় হও দুই সহোদর।।

www.bengaliebook.com

স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হইয়া তাঁহারে জিনিলা দুইজনে।।
ধনুর্ব্বিদ্যা তোমরা যে করিলে সুশিক্ষা।
সাক্ষাতে পেলাম আমি তাহার পরীক্ষা।।
গীত-বিদ্যা রামায়ণ শিখিরে দুজন।
শ্রীরামের আগে কালি গাও রামায়ণ।।
অনেক দেশের রাজা আইল এ স্থানে।
রামায়ণ গীত কালি গাহিবে দুজনে।।
দুই ভাই কর মোর কবিত্ব প্রচার।
ঘুষিবারে থাকে যেন সকল সংসার।।
যাঁহারে প্রসন্না হন সরস্বতী দেবী।
আমি আদি করিয়া সকলে তাঁরে সেবি।।
সভা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন।
সাবধানে গাহিবে তোমরা রামায়ণ।।
পর জিজ্ঞাসিবে রাম সভার ভিতর।
বাল্মীকির শিষ্য হেন করিও উত্তর।।
আর যুক্তি বলি শুন তোমরা দুজন।
মিষ্ট স্বরে উভরে গাহিবে রামায়ণ।।
যখন গাহিবে গীত সীতার বর্জ্জন।
না বলিও শ্রীরামেরে কোন কুবচন।।
জগতের নাথ রাম পরম পূজিত।
কুকথা কহিতে তাঁরে না হয় উচিত।।
যখন যাইবে শুন রামের সভায়।
তখন করিবে বেশ তপস্বীর প্রায়।।
বীরবেশ দেখিয়া পাবেন রাম ত্রাস।
আরবার এড়েন কি জীবনের আশ।।
বিভাবরী প্রভাতা উদিত ভানুমান।
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান।।
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণচন্দ্র মুখ বর্ণ দূর্ব্বাদল-শ্যাম।।
হাতে বীণা করি দোঁহে করেন গমন।
মধুর ধ্বনিতে গান বেদ-রামায়ণ।।
হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে।
শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে।।
কহিল সুস্বর সবে আপনা পাসরে।।
কহিল অমাত্যগণ রামেরে ত্বরিত।
শিশু-মুখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত।।
অমাত্যের প্রতি রমা করেন আদেশ।
যজ্ঞস্থানে দুই ভাই করিল প্রবেশ।।
বীণা হাতে করিয়া বসিল যে সভায়।
রামায়ণ শুনিতে সকল লোক ধায়।।
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষে।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধবেশে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নিবাসী যত জন।
আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ।।
বসিল পণ্ডিতগণ জ্ঞানেতে পূরিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ চারিভিত।।
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
দুই ভাই গীত শুনে অমৃতের কণা।।
বীণাযন্ত্র বাজে আর গীত গায় স্বরে।
শুনিয়া সকল লোক আপনা পাসরে।।
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন।
মোহিত সকল লোক শুনি রামায়ণ।।
সর্ব্বলোক সভায় করিছে কাণাকাণি।
রামের আকৃতি দুই শিশু কি না জানি।।
জটা আর বাকল যে এটা মাত্র আন।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান।।
এই দুই শিশু সহ করিলেন রণ।

www.bengaliebook.com

শ্রীরাম লক্ষ্মন আর ভরত শত্রুঘ্ন।।
যুদ্ধ করে ত্রিভুবন না পারে সহিতে।
সংসার মোহিত করে রামায়ণ-গীতে।।
তপস্বীর বেশ দোঁহে ধরিল এখন।
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ শমন।।
শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জ্জয়।
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয়।।
কোন্ বিধি নির্ম্মাণ করিল দুই জনে।
এত গুণ ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে।।
এই যুক্তি তারা সবে করে সর্ব্বক্ষণ।
ভুবন মোহিত হৈল শুনে রামায়ণ।।
যতেক সভার লোক অনুমান করে।
শ্রীরামের দুই পুত্র কভু নাহি নড়ে।।
গাহিল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি।
সুরস সুচ্ছন্দ সুপ্রসন্ন পদাবলী।।
দুইভায়ের গীত যদি হৈল অবসান।
শ্রীরাম বলেন কর গায়কের মান।।
লক্ষ্মণ শুনিয়া সে শ্রীরামের বচন।
অশীতি সহস্র তোলা আনেন কাঞ্চন।।
গায়কেরে দিলেন পূরিয়া স্বর্ণথালা।
পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা।।
উভয় গায়ক বলে শ্রীরঘুনন্দন।
বস্ত্র-অলঙ্কারে মোর নাহি প্রয়োজন।।
কি করিব ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে।।
শ্রীরাম বলেন হে জিজ্ঞাসি এক বাণী।
কাহার কবিত্ব রামায়ণ কহ শুনি।।
ইহা যদি শুনে লোক কিবা হয় ফল।
বিশেষ জানহ যদি কহ এ সকল।।

এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ।
উঠে দুই গায়ক যে যোড় করি হাত।।
দুই শিশু বলে শুন শ্রীরঘনন্দন।
জিজ্ঞাসিলে যত কিছু কহি বিবরণ।।
চতুর্ব্বেদ বিংশতি শ্লোক যে নির্ম্মাণ।
এগার শত সহস্র কাব্যের বাখান।।
যেই জন শুনিবারে করে অভিলাষ।
সর্ব্ব পাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস।।
অপুত্রক শুনিলে সে পায় পুত্রবর।
যে যাহা বাসনা করে পূর্ণ হয় তার।।
অশ্বমেধ করিলেন যে শ্রীরাম এখন।
এই ফল পায় সে যে শুনে রামায়ণ।।
তুমি না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিলা মুনিবর।।
অবতার না হইতে বাল্মীকির গাথা।
আদিকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জন্মকথা।।
শ্রীরাম অযোধ্যাকাণ্ডে পেলে ছত্রদণ্ড।
রাজ্য হারাইলা তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড।।
তব পিতা দশরথ স্ত্রীর অতি বাধ্য।
পাঠায় তোমারে বনে অতি সে দুঃসাধ্য।।
অযোধ্যা ছাড়িয়া তুমি গেলা বনবাসে।
শিরে হাত কান্দে রাম স্ত্রী আর পুরুষে।।
সংসার দেখিয়া শূন্য কান্দে সর্ব্বলোক।
মরিলেন দশরথ পেয়ে তব শোক।।
তুমি বনে গেলে, ভরত মাতুলের পাড়া।
চারিপুত্র থাকিতে রাজা হৈল বাসি মড়া।।
বাসি মড়া তৈলের ভিতরে দশরথ।
অগ্নিকার্য্য কৈল দেশে আসিয়া ভরত।।
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে লঙ্কেশ্বর।

www.bengaliebook.com

বধিলা রাক্ষস বহু সেনা মুখ্য খর।।
দুই শোকে শ্রীরাম পাইলে বড় তাপ।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালি মারি সুগ্রীবের লাভ।।
সুন্দরাতে শ্রীরাম সাগর হৈলে পার।
লঙ্কাকাণ্ডেতে রাবণ করিলা সংহার।।
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ।
স্বর্গ-পিতা সম্ভাষিয়া দেশেতে গমন।।
আসিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজা।
অযোধ্যায় থাকিয়া পালিছ তুমি প্রজা।।
দশ হাজার বর্ষ তব প্রজার পালন।
নয় হাজার বৎসরে বৃদ্ধ রাজার মরণ।।
হাজার বৎসর ছিল পিতৃ-পরমাই।
পরমায়ু পিতার পাইলে চারি ভাই।।
এগার হাজার বর্ষ করিবে পালন।
সাত হাজার বর্ষে কর সীতারে বর্জ্জন।।
গীত গায় যখন মায়ের বনবাস।
তখন দোঁহার হয় গদ গদ ভাষ।।
তাহারা শিখিল গীত বাল্মীকির স্থানে।
সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে।।
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সেই মুনিশাপে।।
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর।।
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ গান।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান।।
লব কুশ সঙ্গীত গাহিল এক মাস।
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

শ্রীরাম সীতাকে দেশে আনিতে বাল্মীকিকে অনুরোধ এবং পুনরায় পরীক্ষা লইবার ইচ্ছা

একমাসে গীত যদি হইল বিরাম।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম।।
আজি তোমা সবাকে জিজ্ঞাসি বিবরণ।
কোন্ বংশে জন্মিলে বা কাহার নন্দন।।
লব কুশ তখন শ্রীরামের সাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় কহে দোঁহে হেঁটমাথে।।
না জানি পিতার নাম মাতৃ নাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা।।
এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
দুই পুত্রে কোলে করি করেন ক্রন্দন।।
আর পত্নী না করিনু নহিল সন্ততি।
কোন্ দোষে বর্জ্জিলাম সীতা গর্ভবতী।।
শ্রীরাম বলেন, হে বাল্মীকি জ্ঞানবান।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান।।
এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে।
পরীক্ষা লইব সীতা আন মম ঘরে।।
যত লোক আসিয়াছে যেবা না আইসে।
শুনিয়া সীতার কথা আইল হরিষে।।
স্ত্রী পুরুষ আইলেক সকল সংসার।
বৃদ্ধ শিশু কানা খোঁড়া কৈল আগুসার।।
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী।
সীতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সারি।।
আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর।
শ্রীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর।।

তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাস।
কেন বা পরীক্ষা লন একি সর্ব্বনাশ।।
এইরূপে রামাগণ করে কাণাকাণি।
হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিন রাণী।।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী।।
লইলে পরীক্ষা এক সাগরের পার।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আরবার।।
ধন্য জনকেরে মান্য জানকীর বাপ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ।।
সীতারে জানিহ তিনি কমলা আপনি।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব্ব প্রাণী।।
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে।
জনক সন্তুষ্ট হয়ে যাক্ নিজ দেশে।।
শ্রীরাম বলেন মাতা না কর বিষাদ।
পরীক্ষা না নিলে দিবে লোকে অপবাদ।।
মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ।
পরীক্ষা লইলে সবে পাইবে প্রবোধ।।
রাজা হয়ে স্ত্রীর যদি না করে বিচার।
স্ত্রীর অনাচারে নষ্ট হইবে সংসার।।
এত যদি রঘুনাথ বলেন নিষ্ঠুর।
কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেলা অন্তঃপুর।।
শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি তপোধন।
আপনি আপন দেশে করুন গমন।।
সঙ্গে রথ লয়ে যাক সমুন্ত্র সারথি।
রথে করি আনহ সীতারে শীঘ্রগতি।।
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া।।
মুনির চরণে সীতা করি নমস্কার।
মুনিকে জিজ্ঞাসা করে কহ সারোদ্ধার।।
পিতা পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়।
সে সব কহেন মুনি সীতার আলয়।।
শুনহ আমার বাক্য জনক-দুহিতে।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ যাহা কে পারে খণ্ডিতে।।
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে এল যত দেবগণ।।
প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত।
এবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত।।
এক ঠাঁই হইয়াছে সবর্ব দেবগণ।
কারো বাক্য না মানেন শ্রীরঘুনন্দন।।
জানকীরে কহিলেন এইমত মুনি।
সীতার নয়নে জল ঝরিল অমনি।।
মুনির তনয়া বধূ তাপেতে আকুলি।
সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি।।
বিদায় চাহেন সীতা করি নমস্কার।
মেলানি দেহ মা, দেখা নাহি হবে আর।।
মুনিপত্নী বলে লক্ষ্মী ছাড়ি যাহ কোথা।
বুকে শেল রহিল থাকিল মর্ম্মব্যথা।।
জানকী বলিয়া মোরা না ডাকিব আর।
না শুনিব মধুর বচন যে তোমার।।

বাল্মীকির সহিত সীতার দেশে আগমন এবং শ্রীরাম কর্ত্তৃক সীতাকে পুনরায় পরীক্ষা দিতে বলায় সীতার ক্ষোভ

রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন।।

www.bengaliebook.com

মুনিস্থান ছাড়ি যান জানকী-সুন্দরী।
যেই দেশে যান তিনি আলো সেই পুরী।।
নিজ দেশে অযোধ্যায় করিল গমন।
জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী আগমন।।
জগতের যত লোক অযোধ্যা-নগরে।
হেনকালে সীতা গেল সভার ভিতরে।।
ভূমিতে আছেন সীতা রথ হৈতে উলি।
রূপে পুরী আলো করে ঢাকিল বিজুলি।।
কি কব অন্যের কথা যত মুনিগণ।
দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন।।
শ্রীরাম-চরণ সীতা করেন বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন।।
চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন রাম নিবেদন করি।।
বহু তপ করিলাম ত্যজি ভক্ষ্য পানি।
সীতার শরীরে পাপ আমি নাহি জানি।।
আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে।
মহাসতী সীতা আমি জানিনূ অন্তরে।।
সীতা যে পরমা সতী জানে এ সংসার।
সীতার চরিত্রে রাম মম চমৎকার।।
পাপমতি নহে সীতা পরম পবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র।।
ঘরে লহ সীতায় কি করহ বিচার।
লব কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার।।
আমার বচন রাম না করিহ আন।
দুই পুত্র লয়ে রাখ আপনার স্থান।।
এতেক বলিয়া মুনি কাঁপে বার বার।
শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার।।
মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে।।
অগ্নিশুদ্ধা হইলেক দেব-বিদ্যমানে।
জানকীরে দেশে আনিলাম তেকারণে।।
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধির নির্ব্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ।।
আর কিছু মহামুনি না বলিহ মোরে।
সীতার পরীক্ষা লব সভার ভিতরে।।
শ্রীরাম বলেন, সীতা শুন এ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন।।
প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার।।
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে।।
এত যদি শ্রীরাম বলিলেন সীতারে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে।।
কি কার্য্য আমার রঘুনাথ এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে।।
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব-বিদ্যমানে।
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনে।।
দেশেতে আনিলে প্রভু দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলে বনবাস।।
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফল মূল খাই আমি নিত্য উপবাসী।।
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা লইয়া কর অপমান।।
ব্রহ্মা বলিলেন যত শুনিলে আপনি।
মৃত পিতা তোমা কত বুঝালে কাহিনী।।
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন।
তবে সে আমারে লৈয়া দেশে আগমন।।

www.bengaliebook.com

কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে।
সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে।।
সর্ব্বগুণ ধর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয়ত উচিত।।
অদেখা হইব প্রভু ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাই যাইব পাতাল।।
আজি হৈতে ঘুচুক তোমার লাজ দুখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ।।
নিরবধি অপবাদ দিতেছ আমারে।
সভায় পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে।।
জন্মে জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি।
আর কোন জন্মে মোর করো না দুর্গতি।।
ইহা কহিলেন সীতা সভা-বিদ্যমানে।
মেলানি মাগিনু প্রভু তোমার চরণে।।

সীতা কর্ত্তৃক পৃথিবীকে আবাহন এবং পৃথিবীর সহিত পাতালে প্রবেশ

সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোক।
লজ্জায় কাতরা সীতা পৃথিবীকে ডাকে।।
মা হইয়া পৃথিবী মায়ের কর কাজ।
এ ঝিয়ের লাজ হৈলে তোমার যে লাজ।।
কত দুঃখ সহে মাগো আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে।।
উদরে ধরিলে মোরে তা কি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা কিছু মাগে ঠাঁই।।
করিলেন সীতা পৃথিবীকে এই স্তুতি।
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী।।
সীতা নিতে পৃথিবী করিল আগুসার।
সপ্ত পাতাল হইতে হইল এক দ্বার।।
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ-সিংহাসন।
দশদিক্ আলো করে এ মর্ত্ত্য-ভুবন।।
নানাবিধ বসন ভূষণ পরিধান।
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী রহিল বিদ্যামান।।
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতাকে তুলিল সিংহাসনে।।
পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক লৈয়া সুখে রাম থাকুন হেথায়।।
মায়ে ঝিয়ে দুই জনে থাকিব পাতালে।
সর্ব্বলোক শুনিল পৃথিবী যত বলে।।
নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাওয়ালে।
শ্রীরামের নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে।।
পাতালে যাইতে রাম সীতার ধরে চুলে।
হস্তে চুলমুঠা রৈল সীতা গেল তলে।।
পাতালেতে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গে গেলেন জানকী।।
লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন হরিষ দেবগণ।
অযোধ্যা-নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন।।
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার।।
সীতার চরিত্র-কথা শুনে যেই লোকে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য হয় পাপ নাহি থাকে।।
কৃত্তিবাস রচিল কবিত্ব চমৎকার।
গাহিল উত্তরকাণ্ডে চরিত্র সীতার।।

লব-কুশের রোদন

www.bengaliebook.com

লব কুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বীণা।
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দুই জনা।।
কোথা গেলে জননি গো জনক-দুহিতে।
আমরা তোমার শোক না পারি সহিতে।।
তোমা বিনা মাতা ওগো অন্যকে না জানি।
তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন্ন পানি।।
ক্ষুধা হৈলে অন্ন দেহ জল পিপাসায়।
সংসারে দুর্ল্লভ গুণ সে গুণ তোমায়।।
দশমাস আমা দোঁহে ধরিলে উদরে।
যে দুঃখ পাইলে তাহা কে কহিতে পারে।।
ছোটকে করিলে বড় লালিয়া পালিয়া।
পলাইয়া মাতা হেন পুত্রে কারে দিয়া।।
জনক-ঝিয়ারী তুমি শ্রীরাম-ঘরণী।
অযোনিসম্ভবা লব-কুশের জননী।।
মাতৃহীন বালক যে সর্ব্বদা অস্থির।
যার মাতা আছে তার সফল শরীর।।
আজি হৈতে অনাথ হইলাম দুই জন।
এ দুই পুত্রেরে মাতা হৈলে নিদারুণ।।
পাইয়া বিস্তর দুঃখ গেলে মা পাতালে।
অনাথ করিয়া গেলে এ দুই ছাওয়ালে।।
লব কুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধূলি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলী।।
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর।
অন্তঃপুরে পাঠালেন মায়ের গোচর।।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা এ তিনে।
যতেক প্রবোধ দেন প্রবোধ না মানে।।
মা হইয়া পুত্রেরে যে হৈল নিদারুণ।
সে মায়ের জন্য কেন করহ ক্রন্দন।।
মাতৃ সহ দেখা নাই গেল দূরদেশে।
পিতামহী আমরা যে আছি কি বিশেষে।।
দুই নাতি প্রবোধিতে নারে তিন বুড়ী।
প্রবোধ করিতে তবে গেল তিন খুড়ী।।
বিধির নির্ব্বন্ধ বাপু আর কর্ম্মফলে।
এ সুখ ছাড়িয়া সীতা নামিল পাতালে।।
লব কুশ উঠ বাপু কান্দ কি কারণ।
মায়ের সমান যে আমরা তিন জন।।
মাতৃসঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন।
আমা সবা দেখি বাপু সম্বর ক্রন্দন।।
দুভায়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী।
প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী।।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন তিন জন।
চলিলেন অন্তঃপুরে প্রবোধ কারণ।।
দুই ভায়ে বসাইয়া রত্ন-সিংহাসনে।
তিন খুড়া প্রবোধেন মধুর বচনে।।
শুন লব শুন কুশ মোদের বচন।
অস্থির না হও বাপু স্থির কর মন।।
পিতা মাতা ভ্রাতা কার থাকে নিরন্তর।
অনিত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর।।
কালি বা পরশ্ব বাপু হইবে যে রাজা।
অস্থির হইলে বাপু কে পালিবে প্রজা।।
গঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগীরথ।
তাঁর নাম গায় সদা সকল জগৎ।।
তোমা সবে বর্জ্জিলেন জানকী নিশ্চিত।
সর্ব্বলোকে গাহিবেক সীতার চরিত।।
তিন খুড়া প্রবোধেন প্রবোধ না মানে।
দুই বালকেরে দিল রাম-বিদ্যমানে।।

শ্রীরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী কাটিতে উদ্যোগ এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিবারণ

দুয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপনি।
উভয়ের নেত্রজলে তিতিল মেদিনী।।
দুয়েরে বাল্মীকি মুনি দেন পাতিয়ান।
সীতা হেতু কান্দিয়া শ্রীরাম হতজ্ঞান।।
সীতার সমান নারী না হেরি নয়নে।
কি করিব রাজা হৈয়া সীতার বিহনে।।
মোর অগোচরে সীতা লইল রাবণে।
সবংশেতে মরিল সে জানকী কারণে।।
আমার সাক্ষাতে সীতা হরিলেন ধরা।
তাহারে খুঁদিয়া লব সীতা মনোহরা।।
যজ্ঞেতে জনক-রাজা যজ্ঞভূমি চষে।
পৃথিবীর মধ্যে সীতা উঠিলেন চাষে।।
চাষভূমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ।
তেকারনে বসুমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ।।
আর যত স্ত্রী জন্মিল ভারত ভুবনে।
সীতা তুল্য নারী নাহি আমার নয়নে।।
কৃতাঞ্জলি শুন বলি শাশুড়ী গর্ব্বিতা।
না দেহ আমারে দুঃখ আনি দেহ সীতা।।
কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত।
তদুত্তর না পাইয়া জ্বলিলেন তত।।
শ্রীরাম বলেন ভাই আন ধনুর্ব্বাণ।
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান।।
শাশুড়ী না দিলা তবে এই বাণ যুড়ি।
কেমনে বাঁচিবে তুমি কাহার শাশুড়ী।।
সীতা নিতে যখন করিলে আগুসার।
তখনি যে পাঠাতাম যমের দুয়ার।।
পৃথিবী কাটিতে রাম পূরেন সন্ধান।
ত্রাস পাইয়া পৃথিবী হলেন আগুয়ান।।
দেখিয়া রামের কোপ ব্রহ্মা চিন্তে মনে।
সত্বর আসিল ব্রহ্মা রাম-বিদ্যমানে।।
বলিলেন রাম তুমি বিষ্ণু-অবতার।
সংসারে হইল তব গুণের প্রচার।।
জন্ম না হইতে রাম তোমার চরিত।
অবতার না হইতে হৈল তব গীত।।
ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে যেই রামায়ণ শুনে।।
আদি কবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ বিমোচন।।
আপনি শ্রীরাম যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।
পৃথিবীতে প্রচার হইল গুণগান।।
অনাথের নাথ তুমি সকলের গতি।
পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাখিবে অখ্যাতি।।
তোমার স্মরণে পাপীর পাপ নাহি থাকে।
বিকল হইলে রাম জানকীর শোকে।।
ইন্দ্র আদি করিয়া দেবতা আর ঋষি।
দেবলোকে রামায়ণ শুনে ভালবাসি।।
দেবগণ মুনিগণ বসিয়া কৌতুকে।
মহাসুখে রামায়ণ শুনে সর্ব্বলোক।।
বাল্মীকি করিল যে অদ্ভুত নিরমাণ।
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ অবসান।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও পুনর্ব্বার রামায়ণ গান

এইরূপে ব্রহ্মা প্রবোধেন নানা ছলে।
বলেন পৃথিবী শ্রীরামের হেনকালে।।
শ্রীরাম আমারে কোপ কর অনুচিত।
অবশ্য ভোগিতে হয় ললাটে লিখিত।।
কোন্ দোষে মম কন্যায় দিলে বনবাস।
বনবাস দিয়া কেন আন নিজ বাস।।
আমার নিকটে কন্যা তিলেক না থাকে।
স্বমূর্ত্তি ধরিয়া তিনি গেলেন গোলোকে।।
বিষ্ণু-স্থানে হইলেন আপনি কমলা।
নাগলোকে সীতা সঞ্চারিলা এক কলা।।
মর্ত্ত্যে আছে যত লোক পূজেন দেবতা।
এক কলা তথায় সে সঞ্চারিলা সীতা।।
দৈবযোগে সীতা সঞ্চারিলা তিনলোক।
সীতার লাগিয়া রাম কেন কর শোক।।
এই লোকে সীতা সনে নাহি দরশন।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ।।
সে সীতা স্পর্শিবে যেবা হইবেক সতী।
তাঁহার সমান নহে লক্ষ্মী ভগবতী।।
অসতী যতেক নারী করে অনাচার।
সেই অনাচারে নষ্ট হয়ত সংসার।।
এত যদি পৃথিবী রামেরে বলে বাণী।
হেনকালে শ্রীরামেরে প্রবোধেন মুনি।।
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন।
ভালমতে প্রভাতে শুনিহ রামায়ণ।।
প্রভাতে প্রভাতকৃত্য করি সমাপন।
বসিলেন শ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ।।
সঙ্গীত শুনিতে রাম বসেন সভায়।
রামের তনয় দুটি রামায়ণ গায়।।
হাতে বীণা করিয়া ললিত গীত গায়।
শুনিয়া সকল লোকে মোহিত সভায়।।
যজ্ঞ অবসানে গীত ছিল অবশেষ।
গাহিতে লাগিল গীত তাহার বিশেষ।।
কালপুরুষের সনে রামের দর্শন।
সংসার ছাড়িয়া রাম করিবে গমন।।
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণেরে বর্জ্জিবেন সে মুনির শাপে।।
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার।
ইহা বিনা বাল্মীকি না লিখিলেন আর।।
এই গীত শুনি রাম দুঃখিত অন্তরে।
বিদায় করেন সর্ব্বলোকে যজ্ঞ-পরে।।
বিপ্র সব তুষ্ট হৈল শ্রীরামের দানে।
ধনী হয়ে মুনিগণ গেল নিজ স্থানে।।
মেলানি করিয়া দেশে যান বিভীষণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ।।
বিদায় হইয়া চলে পৃথিবীর রাজা।
নানা ধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা।।
জনক রাজারে রাম করেন স্তবন।
যজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমূল্য ধন।।
বাল্মীকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি।
নিজস্থানে গেল সবে করিয়া মেলানি।।
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
দেবলোকে সকলেতে করেন গমন।।
এ উত্তরকাণ্ডে লব কুশের আখ্যান।
কৃত্তিবাস গায় গীত অমৃত-সমান।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামের খেদোক্তি

শ্রীরাম দেখেন শূন্য সীতার বিহনে।
নেত্রনীর শ্রীরামের বহে রাত্রিদিনে।।
পাত্র মিত্র মাতা ও বিমাতা সহোদর।
বিবাহ করিতে রামে বুঝান বিস্তর। ।
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী।
অনুমান করিছে দিবস বিভাবরী।।
শ্রীরাম বিবাহ করিবেন এ নিশ্চয়।
না জানি কে ভাগ্যবতী রাম-পত্নী হয়।।
এই যুক্তি তারা সবে করে সর্ব্বক্ষণ।
বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরামের মন।।
সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন।
সীতা বিনা শ্রীরামের অন্যে নহে মন।।
সীতা সীতা বলি রাম ডাকেন বিস্তর।
সীতা নাহি শ্রীরামেরে কে দিবে উত্তর।।
স্বর্ণসীতা পানে রাম একদৃষ্টে চান।
উত্তর না পেয়ে তার আরো দুঃখ পান।।
জগতের নাথ রাম এমন বিকল।
তাঁহার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল।।
সীতাকে ভাবিয়া রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস।
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস। ।

কেকয় দেশে ভরত কর্ত্তৃক তিন কোটি গন্ধর্ব্ব বধ ও শ্রীরামাদির অষ্টপুত্রের রাজ্যাভিষেক

এগার হাজার বর্ষ লোকের পালন।
পাত্র মিত্র সুখে আছে আর প্রজাগণ।।
চারি ভায়ের মাতা মরে কাল অবসান।
ভাণ্ডার বিলান রাম করে নানা দান।।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সুন্দরী।
দশরথ নৃপতির প্রিয় সহচরী।।
ক্রমে মরিলেন আর সাত শত রাণী।
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ডপাণি। ।
যাঁর পুত্র ভগবান রাম মহামতি।
স্বর্গে বাস তাঁহার কে করে অব্যাহতি।।
পাত্র মিত্র সহ রাম আছেন রাজকার্য্যে।
কেকয় দেশের দ্বিজ আইল সে রাজ্যে।।
দধি দুগ্ধ আর মধু কলসী কলসী।
সন্দেশ অমৃত-তুল্য আনে রাশি রাশি।।
মৃগ পক্ষী জীব জন্তু আনে যত পারে।
অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে।।
বসন ভূষণ আদি নানা বস্ত্র আনে।
রাখিল সকল দ্রব্য রাম-বিদ্যমানে।।
লোমশ গন্ধর্ব্ব রাজা সর্ব্বলোকে জানে।
দৌরাত্ম্য আমার রাজ্যে করে রাত্রিদিনে।।
আপনি আসিয়া তারে করহ দমন।
অথবা শ্রীরাম তুমি পাঠাও নন্দন। ।
মামার সংবাদ পেয়ে রাম হরষিত।
ডাক দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বরিত।।
শত্রাজিৎ মামা মোর কে না তাঁরে জানে।
পাঠালেন বার্ত্তা এক দ্বিজবর-স্থানে।।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব সে বড়ই দুর্জ্জয়।
তাঁর রাজ্য নিতে চাহে বড় পাই ভয়।।
দুই পুত্র তোমার যে সমরে প্রখর।
বিক্রমে দুর্জ্জয় তারা দোঁহে ধনুর্দ্ধর।।

গন্ধর্ব্ব মারিয়া দুই পুত্রে কর রাজা।
রাজ্য বসাইয়া যে পালহ সুখে প্রজা।।
গন্ধর্ব্ব সু-অস্ত্র ছিল রামের প্রধান।
সেই সে গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র তাঁরে দেন দান।।
দুই পুত্র লইয়া ভরত তথা যান।
ধায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্ত পান।।
সসৈন্যে ভরত যান মাতুলের ঘরে।
রহিল সামন্ত সৈন্য বাটীর বাহিরে।।
ভাগিনেরে দেখিয়া হরিষ শত্রাজিৎ।
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিল সহিত।।
এইরূপে প্রভাত হইল বিভাবরী।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব আইল ত্বরা করি।।
চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া।
অস্ত্রে বিন্ধি পড় ভরতের হাতি ঘোড়া।।
সাত দিন যুদ্ধ হৈল কারো নাহি জয়।
দেখিয়া অমরগণে লাগিল বিস্ময়।।
গন্ধর্ব্ব না মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর।
ভরত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ছাড়েন সত্বর।।
এক বাণে জন্মিল গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে লাগিল কাটাকাটি।।
সহজে গন্ধর্ব্ব-জাতি বড়ই দুর্নীতি।
তাহাতে অধিক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত।।
ছয় কোটি গন্ধর্ব্বে উঠিল মহামার।
গন্ধর্ব্ব-অস্ত্রেতে হয় গন্ধর্ব্ব সংহার।।
মারিয়া গন্ধর্ব্ব বসাইল দেশ এক।
দুই পুত্রে ভরত করিল অভিষেক।।
পুষ্করের জন্যে রাম দিলেন সেই পুরী।
পুষ্কর দেশের সেই পুষ্কর-অধিকারী।।
দ্বাদশ বৎসর বসাইয়া সেই পুরী।
আইলেন শ্রীভরত অযোধ্যা-নগরী।।
মহাহ্লাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব-বধ হরষিত মন। ।
শ্রীরাম বলেন যোগ্য ভরত-কুমার।
দুই ভাইপোয়ে দেন রাজ্য-অধিকার।।
চন্দ্রকেতু অঙ্গদ এ দুই সহোদর।
রামের আজ্ঞায় দোঁহে হৈল দণ্ডধর। ।
অঙ্গদ পাইল মল্লদেশ অধিকার।
অশ্বদেশ অধিপতি চন্দ্রকেতু আর।।
লক্ষ্মণের দুই পুত্র হইলেক রাজা।
রাজ্য বসাইয়া পালে বিধিমতে প্রজা।।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
শত্রুঘাতী সুবাহু এ দুই সহোদর।।
চারি ভায়ের অষ্ট পুত্র হৈল মহামতি।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র মথুরাধিপতি।।
লব কুশ পাইলেন অযোধ্যা নন্দীগ্রাম।
অষ্ট জনে অষ্ট রাজ্য দিলেন শ্রীরাম।।
এগার হাজার বর্ষ রামের পালনে।
পাত্র মিত্র আদি সুখে আছে সর্ব্বজনে।।
কৃত্তিবাস কবিত্ব অমৃতে আমোদিত।
গাহিল উত্তরকাণ্ডে রামের চরিত।।

অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন ও লক্ষ্মণ বর্জ্জন

পরে কালপুরুষ যে সংসার-বিনাশী।
অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্ন্যাসী।।
সভাতে বসিয়া রাম দুয়ারী লক্ষ্মণ।
রীতিমত বসিয়াছে পাত্র মিত্রগণ।।

www.bengaliebook.com

হেনকালে আসি কালপুরুষ বলিল।
আমি যে ব্রহ্মার দূত ব্রহ্মা পাঠাইল।।
লক্ষ্মণ রামের কাছে কর নিবেদন।
তাঁহার সহিত আছে কথোপকথন।।
শ্রীরামের কাছে গিয়া লক্ষ্মণ সম্ভ্রমে।
যোড়হাতে করিয়া যে জানান শ্রীরামে।।
আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচম্বিতে।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ উচিত আনিতে।।
শ্রীরাম বলেন আন করি পুরস্কার।
কি হেতু আইল দূত জানি সমাচার।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
কালপুরুষের নিল রামের গোচর।।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাম দিলেন আসন।
যোড়হস্তে জিজ্ঞাসেন কহ প্রয়োজন। ।
সে কালপুরুষ বলে শুনহ বচন।
যে কথা কহিব পাছে শুনে অন্য জন। ।
এ সময়ে যে করিবে হেথা আগমন।
ব্রহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জ্জন।।
এই সত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন।
দ্বার রক্ষা হেতু তবে রাখ একজন। ।
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ।
সাবধানে থাক না আইসে কোনজন।।
অধিক কি কহিব যে দ্বার পানে চায়।
তাহাকে ত্যজিব আমি জানিহ নিশ্চয়।।
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে।
সাবধানে লক্ষ্মণ রহিবে তুমি দ্বারে।।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যে না যায় খণ্ডন।
কালপুরুষের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ।।
সে কালপুরুষ বলে পরিচয় করি।
মর্ত্ত্যেতে রহিলে শূণ্য বৈকুণ্ঠ-নগরী।।
সংসারের লোক নাশি মোর দূতে আনে।
তোমারে লইতে আমি আইনু আপনে।।
ব্রহ্মার বচন রাম কর অবধান।
সংসার ছাড়িয়া তুমি চল নিজ স্থান।।
এগার হাজার বর্ষ অবতার করি।
ভুলিয়া রহিলা প্রভু যেমন সংসারী।।
রহিবার যোগ্য নহে মর্ত্ত্যের ভিতর।
আমারে কি আজ্ঞা প্রভু বলহ সত্বর।।
শ্রীরাম বলেন যম যে কহ এখন।
সংসার ছাড়িয়া আমি করিব গমন।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন।
ব্রহ্মার মায়াতে দূর্ব্বাসার আগমন।।
সভা করি দ্বারে বসি আছেন লক্ষ্মণ।
মুনি বলে গিয়া করি রাম-সম্ভাষণ। ।
লক্ষ্মণ বলেন কৃপা কর দাস বলে।
ব্রহ্মার দূতের সনে আছেন বিরলে। ।
যে কর্ম্ম সাধিবে রাম করি সম্ভাষণ।
আজ্ঞা কর করি আমি সেই প্রয়োজন।।
কুপিল দুর্ব্বাসা মুনি লক্ষ্মণের প্রতি।
লক্ষ্মণের পানে চাহি কহে কোপমতি।।
লক্ষ্মণ আমার শাপে কার বাপে তরি।
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্যা-নগরী।।
যত রাজ্যখণ্ড আজি করিব সংহার।
পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার।।
বালক বনিতা বৃদ্ধ আজি করি ধ্বংস।
দশরথ-ভূপতিরে করিব নির্ব্বংশ।।
দেখিয়া মুনির কোপ লক্ষ্মণের ত্রাস।
ভাবেন আমার লাগি হয় সর্ব্বনাশ।।

বুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জ্জন।
এড়াইতে নারি আমি ললাট লিখন।।
বর্জ্জন মরণ দুই একই প্রকার।
আমা হেতু বংশ কেন হইবে সংহার।।
আমারে বর্জ্জিলে আমি মরি একজন।
পিতৃবংশ নাশ করি কিসের কারণ।।
পূর্ব্বকথা লক্ষ্মণের পড়িলেক মনে।
এ বর্জ্জন সুমন্ত্র কহিল তপোবনে।।
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন।
মুনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষ্মণ।।
কালপুরুষেরে রাম করিয়া বিদায়।
প্রণাম করেন রাম মুনি দুর্ব্বাসায়।।
বিনয়ে বলেন রাম কোন্ প্রয়োজন।
দুর্ব্বাসা বলেন চাহি উচিত ভোজন।।
এক বর্ষ করিয়াছি আমি অনাহার।
দেহ অন্ন ব্যঞ্জন যে অমৃত সুসার।।
দুর্ব্বাসার কথাতে রামের হৈল হাস।
এক বর্ষ কেমনে করেছ উপবাস।।
শ্রীরাম বলেন তুমি এ নহে কারণ।
অনুমানে বুঝি যে মজিল পুরীজন।।
ভোজন দিলেন রাম অমৃত সুসার।
ভোজন করিয়া মুনি গেল নিজ ঘর।।
শ্রীরাম ভাবেন মুনি পাড়িল প্রমাদ।
কেমনে বর্জ্জিব ভাই করেন বিষাদ।।
কালপুরুষের সঙ্গে আলাপ যখন।
দুর্ব্বাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন।।
সত্য যদি লঙ্ঘি তবে ব্যর্থ এ জীবন।
সত্য পালি যদি হয় লক্ষ্মণ বর্জ্জন।।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে রাম অত্যন্ত বিকল।
বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকেন সকল।।
কেমনে করেন রাম সত্যের পালন।
সভামধ্যে শ্রীরাম কহেন বিবরণ।।
শ্রীরাম বলেন সীতা আর রাজ্য ধন।
ইহার অধিক মোর ভাই যে লক্ষ্মণ।।
সকলি ত্যজিতে পারি জানকী সুন্দরী।
লক্ষ্মণ বহনে আমি রহিতে না পারি।।
মুনিরা বলিছে রাম কি ভাবিছ মনে।
সত্য যদি পাল তবে বর্জ্জহ লক্ষ্মণে।।
যদি সত্য লঙ্ঘন হয় ব্যর্থ এ জীবন।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন।।
সত্য হেতু তব পিতা তোমা পুত্রে বর্জ্জে।
সত্য পালি মরিয়া গেলেন স্বর্গরাজ্যে।।
ছত্রদণ্ডধর তুমি হৈল অধিবাস।
পিতৃসত্য পালিতে যে গেলে বনবাস।।
অগ্নিশুদ্ধা এড় তুমি পরমা সুন্দরী।
সীতা এড়ি রাজ্য এড় হয়ে ব্রহ্মচারী।।
এ সব বর্জ্জিতে রাম না কর মন্ত্রণা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিতে কেন এত আলোচনা।।
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ।
আমার বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন।।
যদি সত্য লঙ্ঘ তবে বড় অনাচার।
তুমি সত্য লঙিঘলে মজিবে ত্রিসংসার।।
যত কিছু আজি প্রভু আমার কারণ।
তোমার যে মায়া বুঝিবেক কোন্ জন।।
সংসার ছাড়িতে রামের ঘুচে মায়া মোহ।
দুই ভাই কোলাকুলি চক্ষে পড়ে লোহ।।
সভায় বলেন রাম বর্জ্জিনু লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ-পশ্চাতে আমি করিব গমন।।

www.bengaliebook.com

শুনি সর্ব্বলোকের চক্ষেতে পড়ে পানি।
চলিল লক্ষ্মণ বীর করিয়া মেলানি।।
এড়েন হাতের বেত্র গাত্র- আভরণ।
রামে প্রদক্ষিণ করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ।।
বন্দিলেন শ্রীবশিষ্ঠ নারদ- চরণ।
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ।।
ভরতের পদদ্বয় করেন বন্দন।
ভরত কাতর অতি করেন ক্রন্দন।।
প্রজা সমূহের প্রতি বলেন লক্ষ্মণ।
সম্প্রীতিতে বিদায় করহ প্রজাগণ।।
প্রজাগণ বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা কেমনে ধরিব এ জীবন।।
লক্ষ্মণ রামের পদে করেন প্রণতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন ভক্তি তোমা প্রতি।।
লক্ষ্মণের বাক্যে রাম হইয়া কাতর।
অচেতন হইলেন নাহিক উত্তর।।
পাত্র মিত্র প্রতি বীর করিয়া মেলানি।
চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানি।।
রাজ্যখণ্ড আদি করি সহ সর্ব্বজন।
সরযূ নদীর তীরে করেন গমন।।
প্রার্থনা করেন তারে করিয়া প্রণাম।
আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীরাম।।
সরযূত স্রোত বহে অতি খরশাণ।
লক্ষ্মণ নামিয়া স্রোত ত্যাজিলেন প্রাণ।।
নরদেহ পরিহরি গেলেন গোলোক।
অযোধ্যানগরে যে পড়িল মহাশোক।।
হাহাকার রোদন উঠিল চতুর্দ্দিকে।
বিলাপ করেন রাম বর্ণিতে অধিক।।
আমারে এড়িয়া গেলা কোথায় লক্ষ্মণ।
তোমা বিনা বিফল না রাখিব জীবন।।
সীতা বর্জ্জিলাম আমি লোক অপবাদে।
তোমা বর্জ্জিলাম ভাই কোন্ অপরাধে।।
লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে মোর মিথ্যা এ সংসার।
লক্ষ্মণ সমান ভাই না পাইব আর।।
লক্ষ্মণ বিহনে আমি থাকি কি কুশলে।
যে জলে নামিল ভাই নামিব সে জলে।।
যে দিকে লক্ষ্মণ গেল উত্তর সে দিক্।
লক্ষ্মণ বিহনে প্রাণ রাখাই যে ধিক।।
করিলা বিস্তর সেবা হইয়া সদয়।
তোমা বর্জ্জিলাম আমি হইয়া নির্দ্দয়।।
লক্ষ্মণের মরণে কাতর প্রাণ অতি।
ছত্রদণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি।।
ভরতে করিতে রাজা শ্রীরামের মতি।
ভরত কহেন কিছু শ্রীরামের প্রতি।।
এতকাল নানা সুখ করিলাম রাম।
তব সঙ্গে যাইতে এমন মনস্কাম।।
ভরতের কথা শুনি রামের উদাস।
হেঁটমাথা করি রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস।।
শ্রীরাম বলেন শুন, আমার উত্তর।
শত্রুঘ্নে আনিতে দূত পাঠাও সত্বর।।
রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা।
তিন দিবসেতে গেল নগর মথুরা।।
শত্রুঘ্নের ঠাঁই দূত কহে কাণে কাণে।
যাইবে সকল লোক শ্রীরামের সনে।।
ভরতাদি করিয়া যতেক পুরজন।
শ্রীরামের সঙ্গে স্বর্গে করিবে গমন।।
রামের বর্জ্জনে ছাড়ে লক্ষ্মণ শরীর।
লক্ষ্মণ বিহনে রাম হলেন অস্থির।।

www.bengaliebook.com

মহারাজ শত্রুঘন না ভাবিহ মনে।
সত্বরে চলহ তুমি রাম-সম্ভাষণে।।
এত শুনি শত্রুঘ্ন করেন হেঁট মাথা।
পাত্র মিত্র আনিয়া কহেন সব কথা।।
সুবাহু পুত্রেরে করে মথুরার রাজা।
সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা।।
দুই পুত্র প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ।
অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন শত্রুঘন।।
তিন দিবসেতে আসি অযোধ্যানগরী।
প্রণাম করেন শ্রীরামের পদ ধরি।।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া রাম হরষিত মন।
পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শত্রুঘন।।
তোমার চরণ বিনা আর নাহি গতি।
স্বর্গবাসে যাব প্রভু তোমার সংহতি।।
যোড়হস্তে শ্রীরামেরে কহে সর্ব্বলোকে।
তোমার প্রসাদে প্রভু স্বর্গে যাব সুখে।।
তোমার মরণে প্রভু সবার মরণ।
তোমার জীবনে আমা সবার জীবন।।
শুনিয়া শ্রীরাম করিলেন অঙ্গীকার।
আমার সহিত চল বাঞ্ছা থাকে যার।।
জীবনের আশা ছাড়ি সবার এ আশ।
শ্রীরামের সঙ্গে গিয়া করি স্বর্গবাস।।
তিন কোটি রাক্ষসে আইল বিভীষণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ এল সহ কপিগণ।।
নল নীল আইল সে মন্ত্রী জাম্ববান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এল বীর হনুমান।।
আর যত লোক ছিল অযোধ্যানগরে।
যত যত লোক ছিল পৃথিবী ভিতরে।।
স্ত্রী পুরুষ এল সবে অযোধ্যানগরে।
বাল বৃদ্ধ আদি কেহ নাহি রহে ঘরে।।
রামের কিনটে এল সবে শীঘ্রগতি।
যোড় হাত করি সবে রামে করে স্তুতি।।
কতবার দেখিলাম দেব ত্রিলোচন।
কত শত দেখিলাম সিদ্ধ ঋষিগণ।।
গন্ধর্ব্বের গীত শুনিলাম মনোহর।
বিদ্যাধরী নৃত্য করে দেখিনু বিস্তর।।
তোমার বিহনে রাম থাকি কোন্ সুখে।
তোমার পাছেতে মোরা যাব স্বর্গলোকে।।
পৃথিবীর যত লোক যোড় করে হাত।
একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ।।
শ্রীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন।।
হইয়া লঙ্কার রাজা থাক চারিযুগে।
আর কিছু না বলিও আজি মম আগে।।
শুন বলি তোমারে হে পবন-নন্দন।
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন।।
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে।
চন্দ্র সূর্য্য যতকাল জগতে প্রচারে।।
তাবৎ থাকহ তুমি হইয়া অমর।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হয় চরাচর।।
হনুমান বলে নাহি চাহি স্বর্গবাস।
তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাষ।।
শ্রীরাম তোমার নাম হইবে যেখানে।
সেইখানে সুস্থির থাকিব রাত্রিদিনে।।
হনু প্রতি বলেন শ্রীকমল-লোচন।
তুমি আমি এক দেহ করিবা গহণ।।
আমা ভক্ত কপি তুমি পরম সুস্থির।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর।।

ব্রহ্মার বরেতে চারি যুগ চিরজীবী।
আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবীর।।
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জাম্ববান।
চারি যুগে অমর যে ব্রহ্মার কল্যাণ।।
আরবার হউক তব প্রথম যৌবন।
তোমারে জিনিতে নারিবেক কোন জন।।
আরবার আমি যদি হই অবতার।
তোমার সঙ্গেতে দেখা হইবে আমার।।
আর যত মনুষ্য আসুক মোর সনে।
স্বর্গবাসে যাইতে যাহার থাকে মনে।।
দিলেন শ্রীরাম লব কুশে ছত্রদণ্ড।
হাতে হাতে সমর্পেন যত রাজ্যখণ্ড।।
হনুমান জাম্ববান মহেন্দ্র বানর।
লব কুশের সনে দেন করিয়া দোসর।।
বিভীষণে আনি রাম করে সমর্পণ।
লব কুশে রাজা করি করেন গমন।।

www.bengaliebook.com

শ্রীরামচন্দ্র, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গারোহন

সুযাত্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার।
রাম গেল পৃথিবী হইল অন্ধকার।।
অযোধ্যা হইতে রাম করেন গমন।
নারদ বশিষ্ঠ আদি সঙ্গে মুনিগণ।।
অবদূত সন্ন্যাসী চলিল সারি সারি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি।।
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কানা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিল মানা।।
স্থাবর জঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে।
গাছে পক্ষী না রহে, না রহে পশু বনে।।
ভূত প্রেত পিশাচ চলিল অন্তরীক্ষে।
হরিষ হইয়া সবে যায় উত্তর মুখে।।
সংসার ছাড়িয়া রাজা যায় লক্ষ লক্ষ।
নপুংসক চলিল যে অন্তঃপুর-রক্ষ।।
চলিল সুগ্রীব রাজা শ্রীরামের মিত।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল ত্বরিত।।
ব্রহ্মা আনিলেন রথ রামকে লইতে।
বৈকুণ্ঠে আসিবে প্রভু জগৎ সহিতে।।
তিন কোটি রথ এল দোবলোক দেখে।
আকাশ যুড়িয়া রথ রহে অন্তরীক্ষে। ।
জাহ্নবী সরযূ নদী এক ঠাই বহে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে রহে।।
মুক্ত পূর্ব্বপুরুষ যে সরযূর জলে।
গঙ্গা এড়ি রঘুনাথ সরযূতে উলে।।
সরযূত স্রোত বহে অতি খরশাণ।
স্রোতে নামি তিন ভাই ত্যাজিলেন প্রাণ।।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
সরযূতে তিন ভাই ত্যজেন জীবন।।
নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন তিন জন।
বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু গিয়া দেন দরশন।।
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
মিলি হইলেন এক দেহ নারায়ণ।।
সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে। ।
অংশীভূত নারায়ণ হৈলা সুপ্রকাশ।
সমাপ্ত উত্তরকাণ্ড গাহে কৃত্তিবাস।।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রামায়ণের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন

বৈকুণ্ঠের নাথ রাম স্বয়ং ভগবান।
ব্রহ্মারে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান।।
আমার সহিত যত আসিয়াছে প্রাণী।
কোথায় থাকিবে তারা কিছুই না জানি।।
বিরিঞ্চি বলেন শুন রাজীবলোচন।
সন্তান নামেতে স্বর্গ করেছি সৃজন।।
সেইখানে আসিয়া রহিবে সর্ব্বজন।
বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগণ।।
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ।
পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন।।
সে সন্তান-স্বর্গ প্রভু বৈকুণ্ঠ সমান।
করিবে তোমার লোক তাহে আরোহণ।।
স্থাবর জঙ্গম যত জলোপরি ভাসে।
শরীর ছাড়িয়া সবে গেল স্বর্গবাসে।।
দেবরথে চড়ি জীব দেব-বেশ ধরি।
রামের প্রসাদে সবে গেল স্বর্গপুরী।।

www.bengaliebook.com

মৃত্যুকালে রাম রাম করে যেই জন।
সর্ব্বপাপে মুক্তি পায় বৈকুণ্ঠে গমন।।
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ।
পরলোকে এই স্বর্গে করিব গমন।।
ভক্ত-অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায় ত নিস্তার। ।
শ্রীরামের ভক্ত যে পাইল স্বর্গবাস।
ইহা দেখি ব্রহ্মার মনেতে হৈল ত্রাস।।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে করিছেন স্তুতি।
তোমা দরশনে যেন পাই অব্যাহতি।।
আগম পুরাণ যত মীমাংসা বেদান্ত।
তোমার মহিমা রাম কে পাইবে অন্ত। ।
আমা হেন কোটি ব্রহ্মা নাহি পায় সীমা।
এমনি অনন্ত তুমি অনন্ত মহিমা।।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় যাঁরে করিলে স্মরণ।
পাপী মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণ।।
চারি বেদ শ্রবণেতে যত ফল হয়।
রাম নামে তার কোটিগুণ ফলোদয়।।
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত যে বৈকুণ্ঠে করে বাস।।
অপুত্র শুনিলে লোক পায় পুত্র- ফল।
সপ্তকাণ্ড শুনিলে পায় অশ্বমেধ- ফল।।

উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত।

www.bengaliebook.com